পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 113 Wednesday, 25 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১১৩ সংখ্যা ❋ ১০ চৈত্র ১৪৩২, বুধবার, ২৫ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিজেপি-সিপিএম ‘গোপন আঁতাঁত’-এর অভিযোগে সরব কংগ্রেস

২৪ মার্চ ঃ কেরলের রাজনৈতিক ময়দান ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে একে অপরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি। এই আবহেই ফের বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। তাদের দাবি, কংগ্রেসকে হারানোর লক্ষ্যে গোপনে ‘রাজনৈতিক ডিল’ করেছে বামফ্রন্ট ও বিজেপিএই অভিযোগ প্রথম সামনে আনেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর বক্তব্য ছিল, কেরলে সিপিএম এবং বিজেপির মধ্যে ‘ বোঝাপড়া’ রয়েছে। তিনি কটাক্ষ করে এই জোটকে কমিউনিস্ট জনতা পার্টি বলেও উল্লেখ করেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়, বিশেষত বিরোধী জোটের বৈঠকেও তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বাম নেতারা। এই উত্তেজনার মধ্যেই আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন কেরলের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রমেশ চেন্নিথালা। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এই তিন শীর্ষ নেতা মিলেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোটকে হারানোর জন্য এক ‘ সমঝোতা’ করেছেন। চেন্নিথালার অভিযোগ, এই তথাকথিত আঁতাঁতের মাধ্যমে সিপিএম পরোক্ষভাবে বিজেপিকে সাহায্য করছে, যাতে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে ধাক্কা লাগে। তাঁর দাবি, এই অশুভ জোটের বিরুদ্ধে কেরলের মানুষই শেষ কথা বলবেন এবং ভোটের মাধ্যমেই জবাব দেবেন। তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উ।ায়ে দিয়েছেন পিনারাই বিজয়ন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, কেরলে বিজেপির কোনও জমি নেই এবং আগের মতোই তারা শূন্য আসন পাবে। তিনি পাল্টা কংগ্রেসকেই বিজেপির ‘বি টিম’ বলে কটাক্ষ করেছেন। কেরলের রাজনীতিতে কংগ্রেস এবং বামের সম্পর্ক বরাবরই জটিল। জাতীয় স্তরে অনেক সময় তারা একই মঞ্চে থাকলেও, কেরলে তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। দিল্লিতে দোস্তি, কেরলে কুস্তি-এই প্রবাদ বহুদিন ধরেই প্রচলিত। তবে এবারের নির্বাচনের আগে সেই সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠেছে। রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের জবাবে পিনারাই বিজয়ন সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বলেন, রাহুল গান্ধী সেই বিরল ব্যক্তি, যিনি একই ভুল বারবার করেন, কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নেন না। তাঁর দাবি, জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের অবস্থানই বিজেপির পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই তীব্র বাকযুদ্ধ আসলে আসন্ন নির্বাচনের কৌশলগত অংশ। কংগ্রেস চাইছে বাম এবং বিজেপির মধ্যে সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ককে একত্র করতে। অন্যদিকে সিপিএমও কংগ্রেসকে বিজেপির সহায়ক শক্তি হিসেবে তুলে ধরে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে চাইছে। কেরলে মূল লড়াই হয় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ এবং বাম নেতৃত্বাধীন এলডিএফ -এর মধ্যে। বিজেপি এখনও পর্যন্ত রাজ্যে বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি, তবে ভোটের শতাংশ বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ‘ আঁতাঁত’-এর অভিযোগ রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও, বিরোধী জোটের জাতীয় রাজনীতিতেও এই বিতর্কের প্রভাব প।াতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, যেখানে কেন্দ্রীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে রাজ্য স্তরে এই ধরনের পারস্পরিক অভিযোগ সেই ঐক্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। সব মিলিয়ে, কেরলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন চরম উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ-প্রতিআরোপের এই ল।াই আগামী দিনে আরও তীব্র হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার, এই রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ ভোটের ময়দানে কতটা প্রভাব ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত কেরলের মানুষ কাকে সমর্থন করেন।

মাঝরাতে ভোটার তালিকা কেন? কমিশনের বিরুদ্ধে সরব মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৪ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গ সফরের আগে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গভীর রাতে অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন এত গুরুত্বপূর্ণ একটি তালিকা মাঝরাতে প্রকাশ করা হল এবং কেন তা এখনও সাধারণ মানুষের জন্য যথাযথভাবে প্রদর্শিত হয়নি। তাঁর অভিযোগ, এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আমি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম বলেই কিছু নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। না হলে আরও বহু মানুষের নাম বাদ যেত। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা হয়েছে রাজ্যে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে সরব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন নির্বাচনের ঠিক আগে এই প্রক্রিয়া শুরু করা হল। তাঁর মতে, এতে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে এবং বহু প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ প।ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এই ইস্যুতে তিনি একাধিকবার চিঠি লিখেছিলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের, এমনকি জ্ঞানেশ কুমার-এর কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিষয়টি নিয়ে দিল্লি গিয়ে সরাসরি আলোচনা করার পাশাপাশি আইনি পথও বেছে নেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তিনি দ্বারস্থ হন সুপ্রিম কোর্ট-এর। এরপর গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে। সেই তালিকায় প্রায় ৬০ লক্ষ নাম ‘ বা যাচাইয়ের পর্যায়ে ছিল বলে জানা যায়। কমিশনের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, সোমবার গভীর রাতে একটি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়, যেখানে ওই বিচারাধীন নামগুলির একটি ব। অংশের

নিষ্পত্তি হয়েছে বলে খবর। সূত্রের দাবি, প্রায় ২৮ লক্ষ নাম এই অতিরিক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বা নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যদিও কমিশনের তরফে বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক তথ্য এখনও স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি। এই পরিস্থিতিতেই ক্ষোভ উগরে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ স্বচ্ছতার সঙ্গে করা উচিত ছিল। মাঝরাতে তালিকা প্রকাশ করা এবং তা সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় টাঙানো না হওয়া-এই দুই বিষয় নিয়েই তিনি তীব্র আপত্তি জানান। তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রের নির্দেশেই কাজ করছে। তাঁর দাবি, সব কিছু কেন্দ্রের অঙ্গুলিহেলনে হচ্ছে। এটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য উদ্বেগজনক। যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে এ বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা বা।ছে। তার মধ্যে ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভোটার তালিকা যে কোনও নির্বাচনের ভিত্তি। সেখানে যদি অস্পষ্টতা বা স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে তা সরাসরি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। সেই কারণে এই ধরনের তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সময়, পদ্ধতি এবং তথ্যপ্রকাশ-সব কিছুতেই স্বচ্ছতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে, শাসকদলের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ার আড়ালে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে। বিরোধীদের একাংশ অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলছে, নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী কাজ করছে এবং ভোটার তালিকা সংশোধন একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। তবে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে কি না এবং তাঁরা নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন কি না। সেই জায়গা থেকেই এই বিতর্কের গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে, মাঝরাতে অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা আগামী দিনে আরও রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন নজর থাকবে নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং এই ইস্যুতে আইনি বা প্রশাসনিক স্তরে কী ধরনের অগ্রগতি হয় তার দিকে।

যুদ্ধের আবহে মোদির স্বীকারোক্তি

‘উদ্বেগজনক পরিস্থিতি’, সমাধানে কূটনীতির পথেই ভরসা ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ ঃ মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা ক্রমশ তীব্রতর। ইরান-কে কেন্দ্র করে আমেরিকা এবং ইজরায়েল-এর সামরিক অভিযানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব এবার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জ্বালানি তেলের দামের ওঠানামা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক চাপ-সব মিলিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে সর্বত্র। এই পরিস্থিতিতেই অবশেষে সংসদে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতি ভারতের জন্য উদ্বেগজনক এবং এই সংকট দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। একইসঙ্গে তিনি জোর দিয়েছেন যে, এই জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় ধারাবাহিক কূটনীতি। যুদ্ধ নয়, আলোচনাই হতে পারে সমাধানের পথ-এমন ইঙ্গিতই দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির এই মন্তব্যের পর আন্তর্জাতিক মহলেও কিছুটা ইতিবাচক বার্তা মিলেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে ইরানে সামরিক অভিযানের গতি কিছুটা কমানোর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আপাতত ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে হামলা স্থগিত রাখা হয়েছে বলেও জানা গেছে। পাশাপাশি, ইরানের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। এই ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা কমেছে, যা ভারতের মতো আমদানিনির্ভর দেশের জন্য স্বস্তির ইঙ্গিত বহন করে। তবে পরিস্থিতি এখনও অনিশ্চিত এবং যেকোনও সময় তা আবার জটিল হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে, আমেরিকার অভ্যন্তরেও এই যুদ্ধ নিয়ে চাপ বাড়ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এই সামরিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশেই একাধিক মহল সরব হয়েছে। কেবল কিছু কট্টরপন্থী রিপাবলিকান নেতা ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অভিযানের সমর্থন নেই। এমনকি প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেছেন। সিআইএ-র এক প্রাক্তন কর্তা প্রকাশ্যে এই যুদ্ধের বিরোধিতা করে ট্রাম্পকেই দায়ী করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল ইরানে ‘

চেঞ্জ’, অর্থাৎ শাসক পরিবর্তন। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টো ফল হয়েছে। আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই-এর মৃত্যুর পরও তাঁর শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি। বরং তাঁর উত্তরসূরি-তাঁরই পুত্র-আরও কট্টর অবস্থান নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিরোধিতা আরও জোরালো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আগে যেখানে সাধারণ মানুষ শাসকবিরোধী আন্দোলনে পথে নামছিলেন, সেখানে এখন যুদ্ধ পরিস্থিতি জাতীয়তাবাদী আবেগকে উস্কে দিয়েছে। ফলে শাসকপক্ষই নতুন করে জনসমর্থন পেতে শুরু করেছে। যুদ্ধ অনেক সময় এমনই অপ্রত্যাশিত ফল বয়ে আনে-এ কথাই বলছেন বিশ্লেষকরা। ভারতের অবস্থান এই পরিস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে আমেরিকার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের অর্থনৈতিক ও মানবিক স্বার্থ-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ ভারতীয় এবং তাদের পাঠানো অর্থ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে তাদের নিরাপত্তাও বড় উদ্বেগের বিষয়। এই প্রেক্ষাপটে ভারত ‘ সংকল্প’ শুরু করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত নিজস্ব নৌবাহিনীর সাহায্যে হরমুজ প্রণালী পারাপার করা জাহাজগুলিকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। প্রয়োজনে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। অনেকে এই কৌশলকে ‘একলা চলার নীতি’ হিসেবে দেখছেন-অর্থাৎ আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে থেকেও নিজস্ব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তবে এই নীতি কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিছু বিশ্লেষকের মতে, নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা ভারতের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আবার অন্যদের মতে, নৈতিক অবস্থান স্পষ্ট না করলে দীর্ঘমেয়াদে কূটনৈতিক ক্ষতি হতে পারে। সব মিলিয়ে, মধ্যপ্রাচ্যের এই অস্থির পরিস্থিতি ভারতের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাঁ।িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির বক্তব্যে যেমন উদ্বেগের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, তেমনই কূটনৈতিক সমাধানের ওপর জোরও স্পষ্ট। এখন দেখার, এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে ভারত কতটা সফলভাবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে কতটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

ভোটের আগে কড়া নজর সীমানায়-অসম-বাংলা সহ ১০ রাজ্যের শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৪ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসবা নির্বাচন ২০২৬-কে সামনে রেখে নিরাপত্তা জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। আন্ত ঃরাজ্য সীমানা দিয়ে অবৈধ অর্থ, অস্ত্র বা দুষ্কৃতীদের যাতায়াত রুখতে অসম ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক প্রতিবেশী রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করল কমিশন। এই বৈঠকে অংশ নেন অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ-এর মুখ্যসচিব, ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি), এবং রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসাররা। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির উচ্চপদস্থ আধিকারিকদেরও উপস্থিত থাকতে বলা হয়। কমিশনের এই উদ্যোগকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে, কারণ ভোটের আগে আন্ত ঃ রাজ্য সমন্বয়ই নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই বৈঠকে যে রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা, সিকিম এবং ত্রিপুরা। এই সব রাজ্যের সঙ্গে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত সীমান্ত রয়েছে, ফলে নির্বাচনের সময় এই অঞ্চলগুলিকে বিশেষভাবে নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। সূত্রের খবর, বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো এবং আন্ত ঃরাজ্য সমন্বয়কে আরও শক্তিশালী করা।

নির্বাচন চলাকালীন অনেক সময় অন্য রাজ্য থেকে অবৈধ নগদ টাকা, আগ্নেয়াস্ত্র বা দুষ্কৃতীরা প্রবেশ করে পরিস্থিতি অশান্ত করার চেষ্টা করে-এই আশঙ্কা থেকেই আগাম সতর্কতা নিচ্ছে কমিশন। নাকা চেকিং, গোয়েঃদা নজরদারি এবং যৌথ অভিযান আরও জোরদার করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এমনই এক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছ।িয়েছে উত্তরবঙ্গে। বক্সিরহাট থানার অধীনে দু'টি পৃথক নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি গা।ি থেকে প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বেশি নগদ উদ্ধার করে পুলিশ ও এসএসটি। এই ঘটনায় অসম-এর এক বাসিঃদা-সহ মোট তিনজনকে আটক করা হয়েছে। ভোটের মুখে এই ধরনের নগদ উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুধু বক্সিরহাট নয়, নিউটাউন এলাকাতেও নগদ উদ্ধারের ঘটনা সামনে এসেছে। এই ধরনের ঘটনাগুলি কমিশনের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ নির্বাচনের সময় অবৈধ অর্থের ব্যবহার ভোট প্রভাবিত করতে পারে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য বড় হুমকি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে-ভোটের আগে এবং ভোট চলাকালীন কোনওরকম অনিয়ম বা বেআইনি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। সেই কারণেই সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির প্রশাসনের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান আরও দ্রুত এবং কার্যকর করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্ত ঃ রাজ্য সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ অনেক সময় স্থানীয় প্রশাসনের নজর এ।িয়ে অপরাধীরা অন্য রাজ্যের সীমানা ব্যবহার করে প্রবেশ করে। ফলে একাধিক রাজ্যের যৌথ উদ্যোগ ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগ সেই দিক থেকে যথেষ্ট ইতিবাচক। এছাড়াও, বৈঠকে ভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, সংবেদনশীল এলাকাগুলির চিহ্নিতকরণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ বুথগুলিতে বিশেষ নজরদারির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সীমানা সুরক্ষায় এই কড়া নজরদারি এবং আন্ত ঃরাজ্য সমন্বয় যদি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে আসন্ন নির্বাচন অনেকটাই শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভয়হীন ও হিংসামুক্ত ভোটে জোর-২৬-এর নির্বাচনে কড়া নির্দেশিকা জারি নবান্নের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৪ মার্চ ঃ রাজ্যে নির্বাচনের আবহ শুরু হতেই প্রশাসনিক তৎপরতা পৌঁছেছে চরমে। অবাধ, শান্তিপূর্ণ এবং স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এবার একাধিক কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য

প্রশাসন। গতবারের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনওরকম ফাঁক না রাখতে বদ্ধপরিকর কমিশন। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যে আগের তুলনায় অনেক বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে প্রশাসনিক স্তরেও জারি করা হয়েছে স্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশিকা। নবান্নের পক্ষ থেকে মুখ্যসচিব রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মী, আধিকারিক এবং দপ্তরগুলিকে উদ্দেশ্য করে একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছেন। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে-২৬ সালের নির্বাচন কোনওভাবেই অশান্তির আবহে পরিচালিত হতে দেওয়া হবে না। ভোট প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখাই হবে প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। এই নির্দেশিকায় ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যা কার্যত নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপূরক হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। প্রথমত, হিংসামুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করা। প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোটকে কেঃদ্র করে কোনওরকম হিংসাত্মক ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। অতীতে যে ধরনের সংঘর্ষ, বোমাবাজি বা রক্তপাতের ঘটনা সামনে এসেছে, সেগুলি যাতে আর না ঘটে, তার জন্য ক।া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। ভোটারদের উপর কোনওরকম চাপ সৃষ্টি, ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রতিটি নাগরিক যাতে স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকেই। তৃতীয় নির্দেশ-প্ররোচনামুক্ত নির্বাচন। কোনও রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি যেন ভোটারদের প্ররোচিত করতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য, উস্কানিমূলক প্রচার বা বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে ক।া অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থত, ছাপ্পা ভোট ও জালিয়াতি রোধে বিশেষ নজরদারি। নির্বাচন কমিশন যেমন এ বিষয়ে সতর্ক, তেমনি রাজ্য প্রশাসনও আধিকারিকদের ক।া নজর রাখতে বলেছে। বুথে অনিয়ম, ভুয়ো ভোট বা জোর করে ভোট দেওয়ানোর মতো ঘটনা রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পঞ্চমত, বুথ দখল বা বুথ জ্যামিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ভোটকেন্দ্রে অবৈধ জমায়েত, জোরপূর্বক দখল বা ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করার মতো কোনও ঘটনাই সহ্য করা হবে না। এই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ ও শেষ নির্দেশ-ভোটারদের পথে কোনও বাধা নয়। ভোটের দিন কেউ যাতে ভোট দিতে যেতে বাধা না পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। ‘ জ্যামিং’, ভয় দেখানো, বাড়ি থেকে বেরোতে বাধা দেওয়া বা ভোটারদের গতিবিধিতে হস্তক্ষেপ-এই ধরনের কোনও ঘটনার অভিযোগ উঠলেই দ্রুত এবং কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। নবান্নের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই নির্দেশিকা রাজ্যের প্রতিটি সরকারি কর্মীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, নির্দেশিকা পৌঁছেছে কি না, তা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট ইমেল আইডিতে রিপোর্ট পাঠানোর কথাও বলা হয়েছে। ফলে প্রশাসনিক স্তরে দায়বদ্ধতা আরও বাড়ানো হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অতীতের বিভিন্ন নির্বাচনে রাজ্যে একাধিক হিংসার ঘটনা সামনে এসেছে। কোথাও কোথাও প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য প্রশাসন আগেভাগেই সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু বাহিনী মোতায়েন করলেই চলবে না, প্রশাসনিক সদিচ্ছা এবং কড়া নজরদারিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেই দিক থেকে নবান্নের এই নির্দেশিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এতে যেমন সরকারি কর্মীদের দায়িত্ব স্পষ্ট করা হয়েছে, তেমনি ভোটারদের নিরাপত্তা এবং অধিকার রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। সব মিলিয়ে, ২৬-এর নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট-গণতন্ত্রের উৎসব হোক সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং ভয়মুক্ত পরিবেশে। এখন দেখার, এই কঠোর নির্দেশিকা বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় এবং সাধারণ মানুষ কতটা নির্বিঘ্নে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

লারিজানি নিহত, ইরানের নতুন নিরাপত্তা প্রধান জোলঘার

তেহরান, ২৪ মার্চ ঃ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত ক্রমশ আরও জটিল আকার নিচ্ছে। ইরান-এর শীর্ষ নিরাপত্তা কাঠামোয় বড় রদবদল ঘটেছে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে। আয়াতোল্লা আলি খামেনেই-এর মৃত্যুর পর যিনি নিরাপত্তা প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছিলেন, সেই আলি লারিজানি নিহত হয়েছেন ইজরায়েলি হামলায়। আর তাঁর মৃত্যুর পরই নতুন করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহম্মদ বাঘের জোলঘার-কে। তবে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, আমেরিকা এবং ইজরায়েল ইতিমধ্যেই ইরানের নতুন নিরাপত্তা প্রধান জোলঘারকে নিজেদের ‘ তালিকা’-য় অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে তাঁর দায়িত্ব নেওয়ার মুহূর্ত থেকেই নিরাপত্তা ঝুঁকি তুঙ্গে। খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ইরানের ক্ষমতার কাঠামোয় দ্রুত পরিবর্তন আসে। সেই সময়েই আলি লারিজানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উঠে আসেন এবং দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন। তাঁর কৌশলী মনোভাব এবং আমেরিকা-বিরোধী অবস্থান তাঁকে দ্রুতই আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনার কেঙ্দ্রে নিয়ে আসে। একটি ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর থেকেই তেল আভিভ-এর ‘ লিস্ট’-এর শীর্ষে ছিলেন লারিজানি। তবে তাঁকে খুঁজে পাওয়া মোটেই সহজ ছিল না। কারণ, ইরানের শীর্ষ নেতাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তখন অত্যন্ত কড়া করে দেওয়া হয়েছিল। লারিজানিকে একাধিক গোপন ঘাঁটিতে রাখা হতো এবং তিনি নিয়মিত নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতেন। অনেক সময় ছদ্মবেশেও থাকতেন বলে জানা যায়। এই সব কৌশলের ফলে দীর্ঘদিন তাঁর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি বিরোধী পক্ষ। তবে শেষ পর্যন্ত একটি ছোট ভুলই তাঁর জীবনের ইতি টানে। রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৭ মার্চ তেহরান-এর পারডিস এলাকায় নিজের মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান লারিজানি। সেই সময় তাঁর অবস্থানের খবর ফাঁস হয়ে যায়। এই তথ্য পৌঁছে যায় মোসাদ-এর কাছে। এরপর দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। ইরানের একটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এই হামলা পরিচালিত হয় এবং লারিজানির মৃত্যু ঘটে ঘটনাস্থলেই। লারিজানির মৃত্যুর পর দ্রুত নতুন নিরাপত্তা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহম্মদ বাঘের জোলঘারকে। তিনি Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)-এর প্রাক্তন কমান্ডার হিসেবে পরিচিত এবং ইরানের সামরিক কাঠামোয় অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাঁর নিয়োগ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ইরান এখন আরও কঠোর এবং সামরিককেন্দ্রিক নিরাপত্তা নীতির দিকে এগোতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মুহূর্তে ইরানের প্রধান লক্ষ্য হবে শীর্ষ নেতৃত্বকে রক্ষা করা এবং প্রতিপক্ষের গুপ্তচরবৃত্তি ঠেকানো।তবে দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জোলঘারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ-নিজের নিরাপত্তা।

নির্বাচন কমিশনের-এর নথিতে বিজেপি-র সিল! এক্স-এ সমালোচনা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে, নির্বাচন কমিশনের জারি করা নির্দেশিকাতেই দেখা গেল বিজেপি-র সিলমোহর (যদিও স্বাধীনভাবে এর সত্যতা যাচাই করা যায়নি)। স্বাভাবিক ভাবেই এই নথি প্রকাশ্যে আসতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সেই নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে সরব হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, ‘ এই কারণেই বিচারব্যবস্থার কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে খর্ব করা হয়েছে এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের প্যানেল থেকে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রবণতা যদি এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে খুব শিগগিরই সুপ্রিম কোর্টের রায়গুলিও রাজনৈতিকছাপ বহন করছে বলে মনে হবে।’

বোমার হুমকি পেলেন বিজেন্দ্র গুপ্তা, জোরদার তল্লাশি দিল্লি বিধানসভায়

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ মার্চঃ বোমা হুমকির ইমেল পেলেন দিল্লি বিধানসভার স্পিকার বিজেন্দ্র গুপ্তা। ওই ইমেলে বিধানসভা ভবন ও বিধানসভা দিল্লি মেট্রো স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। ইমেলটিতে উপরাজ্যপাল তরঞ্জিত সিং সান্ধু, প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং দিল্লির মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসাকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে।হুমকি ইমেল পাওয়ার পর চিরুনি তল্লাশি চালানো হয় বিধানসভা ভবনে। তবে, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। এই হুমকির বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক অনিল গোয়েল বলেন, এটি একটি গুজব ছিল। সবকিছু নিরাপদ আছে, আমরা বিধানসভায় যাচ্ছি। বিজেপি বিধায়ক হরিশ খুরানা বলেন, আমরা ভয় পাব না, এটা বিজেপি সরকার, উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা ১ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছি এবং দিল্লির উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। আমার বিশ্বাস, আগের রেকর্ড ভেঙে এবারের বাজেট আরও বড় হবে।

অপরূপ সৌন্দর্য্য কাশ্মীরে, হিমাচলে বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস

শ্রীনগর ও শিমলা, ২৪ মার্চ ঃ গত ২৪ ঘণ্টায় জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডার সমতলে একটানা বৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি ভালেসার উঁচু পাহাড়ে নতুন করে তুষারপাত হয়েছে। এর ফলে ডোডার ভালেসা অঞ্চলে মনোরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। মঙ্গলবার সকালে আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ায়, পাহাড় সু ন্দরভাবে ঝলমল করে ওঠে, যা এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। বিগত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে হিমাচল প্রদেশে। উঁচু পাহাড়ে হচ্ছে তুষারপাত। মূলত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য এই বৃষ্টি ও তুষারপাত। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৯ মার্চ পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাত প্রত্যাশিত। বৃষ্টি ও তুষারপাতের সৌজন্যে তাপমাত্রার পারদ নেমেছে হিমাচলে। মানালি, কুলু, লাহাউল স্পিতি-সহ হিমাচলের বিভিন্ন জেলায় পাহাড় ঢেকে রয়েছে শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে। খুশি পর্যটকরা। এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, হিমাচলে এখনই থামবে না বৃষ্টি ও তুষারপাত। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য অনুকূল আবহাওয়া থাকবে আগামী ২৯ মার্চ পর্যন্ত।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জলের প্রতিটি ফোঁটা ভবিষ্যৎ রক্ষা করে, বিশ্ব জল দিবসে সংরক্ষণের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ মার্চঃ বিশ্ব জল দিবসের প্রেক্ষিতে দেশবাসীর উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi জল সংরক্ষণ এবং তার সঠিক ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে তিনি জানান, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে আমরা আজ জলকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছি তার উপর। সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে নিজের বার্তায় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, জল শুধু একটি প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, এটি জীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি, যা রক্ষা করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।রবিবার ‘ মাধ্যমের মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব জল দিবসে আসুন আমরা জলের প্রতিটি ফোঁটা সংরক্ষণ এবং দায়িত্বশীলভাবে তা ব্যবহারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করি। তাঁর এই আহ্বান শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিককে জল সংরক্ষণের আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার ডাক। একইসঙ্গে জল সংরক্ষণে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন, তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর মতে, এই মানুষগুলির প্রচেষ্টা দেশকে একটি সুরক্ষিত ও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।প্রতি বছর ২২ মার্চ বিশ্বজুড়ে পালিত হয় World Water Day। ১৯৯৩ সালে United Nations এই দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। এর মূল উদ্দেশ্য হল বিশুদ্ধ জলের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জলসম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, নগরায়ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পৃথিবীর বহু অংশে জল সংকট তীব্র আকার ধারণ করছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব জল দিবস শুধু একটি প্রতীকী উদযাপন নয়, বরং ভবিষ্য রক্ষার একটি জরুরি বার্তা বহন করে।ভারতের মতো বৃহ ও জনবহুল দেশে জল সংরক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একদিকে যেমন বন্যার প্রকোপ দেখা যায়, অন্যদিকে বহু অঞ্চল আবার দীর্ঘদিন ধরে খরার কবলে প।ে থাকে। এই বৈপরীত্যই প্রমাণ করে, জল ব্যবস্থাপনায় আরও সচেতন ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা কতটা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণও সমান গুরুত্বপূর্ণ।প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi-র এই বার্তা সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। তিনি বরাবরই পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে জল সংরক্ষণ একটি অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ‘ শক্তি অভিযান’ সহ একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে জল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে জলই হতে পারে সবচেয়ে ব। সংকটের কারণ, যদি এখন থেকেই যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়া হয়। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর দ্রুত কমে যাওয়া, নদী দূষণ, অপ্রতুল বৃষ্টিপাত-এই সবই জল সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে। তাই জল সংরক্ষণকে শুধুমাত্র সরকারের দায়িত্ব হিসেবে না দেখে, প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বা।ছে।বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা তাই এক গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। বর্তমান প্রজন্ম যদি এখনই সচেতন না হয়, তবে ভবিষ্য প্রজন্মকে ভয়াবহ জল সংকটের মুখে প।তে হতে পারে। জল বাঁচানোর সহজ কিছু পদক্ষেপ-যেমন অপ্রয়োজনীয় জল অপচয় বন্ধ করা, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা, জল দূষণ রোধ করা-এসবের মাধ্যমেই পরিস্থিতির অনেকটা পরিবর্তন সম্ভব।এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, বিশ্ব জল দিবস শুধুমাত্র একটি দিবস নয়, বরং এটি একটি আন্দোলন, যা মানুষকে প্রকৃতির প্রতি তাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi-র আহ্বান সেই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকেই। তাঁর কথায়, জলের প্রতিটি ফোঁটা শুধু আমাদের বর্তমান নয়, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যও নির্ধারণ করে। তাই এখনই সময়, সচেতন হয়ে জল সংরক্ষণের পথে এগিয়ে যাওয়ার।

তেহরানকে বার্তা ওয়াশিংটনের সমঝোতায় প্রস্তুত ট্রাম্প, দাবি ইরানের শীর্ষ আধিকারিকের

ওয়াশিংটন,তেহরান, ২৪ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের আবহে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য আলোচনার ইঙ্গিত মিলেছে। সোমবার (ভারতীয় সময় অনুসারে মঙ্গলবার) ইরানের এক শীর্ষ কূটনৈতিক আধিকারিক জানিয়েছেন, তেহরান মধ্যস্থতা কারীদের মাধ্যমে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পেয়েছে।মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প -এর বক্তব্য ঘিরে এই সম্ভাবনা আরও জোরদার হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে একাধিক বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে এবং প্রায় ১৫টি ইস্যুতে প্রাথমিক সমঝোতা তৈরি হয়েছে।ইরানের ওই আধিকারিকের দাবি, তারা মার্কিন প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখছে। যদিও প্রথমে ইরান সরকার এই ধরনের কোনও আলোচনার কথা অস্বীকার করেছিল, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থানে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে।উল্লেখ্য, সম্প্রতি ট্রাম্প ইরানকে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার জন্য ৪৮ ঘণ্টার চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন। তবে এখনও তিনি সেই কড়া অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসে আলোচনার পথে এগোনোর বার্তা দিয়েছেন।ট্রাম্প আরও দাবি করেছেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু নিশ্চিত করেনি।বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই আলোচনা বাস্তবে রূপ নেয়, তাহলে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা হ্রাসের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

২৪ শে মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন প্রসঙ্গে বার্তা

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃ১৮৮২ সালে জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কোচ যক্ষ্মা সৃষ্টিকারী অনুজীব আবিষ্কার করেন। বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক ঘাতক হল যক্ষ্মা।১৮৮২ সালের ২৪ শে মার্চ এই দিনটিতে রবার্ট কোচ ঘোষণা করেছিলেন তিনি যক্ষ্মা সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছেন যা যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় এবং নিরাময়ের পথ খুলে দিয়েছে। সেই থেকে ২৪ শে মার্চ দিনটি বিশ্বব্যাপী বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে।যক্ষ্মা বাতাসে ছোট ছোট সংক্রামক ফোঁটা দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে। একজন যক্ষ্মা রোগীর কাশি এবং গান গাওযার মাধ্যমে এই ফোঁটা নির্গত হতে পারে। কোভিড- ১৯ মহামারীর সময় যক্ষ্মা রোগের পুনরুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাপী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের সচেতন থাকা উচিত যে যক্ষ্মা এখন বিশ্বজুড়ে একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা। যক্ষ্মা নির্মূলের জন্য সংক্রামণ, চিকিৎসা এবং সক্রিয় কাজের প্রয়োজনীতা সম্পর্কিত শিক্ষাই সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হল বিশ্বজুড়ে যক্ষ্মা রোগের প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার একটি বিশেষ দিন। প্রতিবছর ২৪ শে মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হিসেবে পালিত হয় যা বিশ্বের সবচেয়ে সংক্রামক রোগ যক্ষ্মা নির্মূলের তাগিদ কে আরও জোরদার করে।যক্ষ্মা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধ্বংস করে চলেছে। যার ফলে স্বাস্থ্য ,সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণতি হচ্ছে।বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য প্রচার অভিযানের একটি বিশেষ দিন। জাতিসংঘ ২০১৫ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিরিখে ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মা মহামারী নির্মূল করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বলে জানি।

খানাকুলে বিজেপিতে ছেড়ে তৃণমূলে যোগ ২০ সক্রিয় কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি, ২৪ মার্চ ঃ হুগলির খানাকুলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি শিবিরে ভাঙনের অভিযোগ উঠল। বিজেপি প্রার্থী ও বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রায় ২০ জন সক্রিয় কর্মী ও তাঁদের পরিবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা পলাশ রায়-এর হাত ধরে শাসকদলে যোগ দেন। সদ্য দলবদল করা কর্মীদের দাবি, স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব দলীয় নির্দেশ না মেনে নিজেদের মতো দল পরিচালনা করছে, ফলে আদর্শগত বিচ্যুতি ঘটছে। পাশাপাশি বিধায়কের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ব্যক্তিগত আচরণ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।যদিও এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন সুশান্ত ঘোষ। তাঁর দাবি, যারা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপিতে সক্রিয় ছিলেন না। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অন্যান্য অভিযোগ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। নির্বাচনের আগে খানাকুলে তৃণমূল ও বিজেপি - দুই শিবিরেই গোষ্ঠীকোঃদলের অভিযোগ থাকলেও, তৃণমূল ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত। অন্যদিকে বিজেপির স্থানীয .নেতৃত্বের মধ্যে কলহ এখনও স্পষ্ট। প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেলেও দলের একাংশ এখনও প্রচারে নামেননি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কর্মীদের দলবদল রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনার মাঝেও ২৪টি উড়ান চালাবে এয়ার ইন্ডিয়া গোষ্ঠী, স্থগিত কিছু পরিষেবা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ায় চলমান উত্তেজনার মধ্যেও এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস যৌথভাবে মঙ্গলবার মোট ২৪টি নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উ।ান পরিচালনা করবে। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে কয়েকটি গন্তব্যে পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।মঙ্গলবার বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, জেড্ডা ও মাস্কাটের মতো গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে নিয়মিত পরিষেবা চালু থাকবে। ভারত ও জেড্ডার মধ্যে মোট ১০টি উড়ান পরিচালিত হবে। এর মধ্যে দিল্লি থেকে একটি এবং মুম্বই থেকে দুটি ফিরতি উড়ান চালাবে এয়ার ইন্ডিয়া। অন্যদিকে, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস হায়দরাবাদ ও কোঝিকোড় থেকে একটি করে উড়ান পরিচালনা করবে।মাস্কাট রুটেও নির্ধারিত পরিষেবা বজায় রাখা হচ্ছে। দিল্লি ও মুম্বই থেকে মোট চারটি উ।ান চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে।এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (ইউএই)-র জন্য ১০টি অতিরিক্ত অনির্ধারিত উ।ান পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এই উড়ানগুলি স্লটের প্রাপ্যতা এবং সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দরের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। সংস্থার মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যাত্রীদের সুরক্ষা ও পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

অসম বিধানসভা ভোটে কঠোর নির্দেশিকা, দায়িত্ব পালনে গাফিলতিতে কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারি শ্রীভূমি প্রশাসনের

শ্রীভূমি (অসম), ২৪ মার্চঃআসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শ্রীভূমি জেলার প্রশাসন নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। Election Commission of India-র ঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী জেলার প্রতিটি স্তরে প্রস্তুতি জোরদার করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে শ্রীভূমির জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক একটি জরুরি নির্দেশিকা জারি করে নির্বাচনী কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়মাবলীর কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে জারি করা আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ৯ এপ্রিল শ্রীভূমি জেলায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সেই সঙ্গে ৪ মে সকাল থেকে শুরু হবে ভোট গণনার কাজ। এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তার জন্য নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিযুক্ত সমস্ত আধিকারিক ও কর্মচারীদের সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা নির্বাচন আধিকারিক স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, নির্বাচনী দায়িত্ব শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক কাজ নয়, এটি একটি সংবিধিবদ্ধ এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, যা পালনে কোনওরকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না।নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অবহেলা, গাফিলতি বা আইনসিদ্ধ নির্দেশ অমান্য করা হলে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে। এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে ১৯৫১ সালের Representation of the People Act, ১৯৫১-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সার্ভিস কনডাক্ট রুলস অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে, যার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা এমনকি সাময়িক বরখাস্ত করার মতো কঠোর পদক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।প্রশাসনের এই নির্দেশিকা থেকে স্পষ্ট, নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে কোনও ধরনের আপস করতে রাজি নয় জেলা কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন নির্বাচনের সময় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ বা অনিয়মের সম্ভাবনা থাকে, তখন আগেভাগেই কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে শ্রীভূমি প্রশাসন। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন সরকারি কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ আরও জোরদার করার চেষ্টা করা হয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও একটি আস্থার পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।শুধু নির্দেশিকা জারি করেই থেমে থাকেনি প্রশাসন। জেলার সমস্ত সরকারি বিভাগীয় প্রধানদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁদের অধীনে কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারী এই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলেন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সহযোগিতা করেন। এতে করে গোটা প্রশাসনিক কাঠামোকে একসঙ্গে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্বাচন গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তাই এই প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা শুধু প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি সম্মিলিত প্রয়াস, যেখানে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীভূমি প্রশাসনের এই ক।। বার্তা সেই দায়বদ্ধতার দিকটিকেই সামনে নিয়ে এসেছে।সব মিলিয়ে, অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শ্রীভূমি জেলার প্রশাসনের এই উদ্যোগ স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও ধরনের অনিয়ম বা অবহেলা যাতে এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। ফলে আগামী নির্বাচনে শ্রীভূমি জেলায় একটি শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

বিজেপি দিল্লির জনগণকে বোকা বানাচ্ছেঃঅতিশী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ মার্চ ঃ দিল্লি সরকারের বাজেটের সমালোচনা করলো আম আদমি পার্টি। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি দিল্লির জনগণকে বোকা বানাচ্ছে। দিল্লির বিরোধী দলনেত্রী ও এএপি নেত্রী অতিশী এবং অন্যান্য দলীয় বিধায়করা মঙ্গলবার দিল্লি বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অতিশী এদিন দিল্লি সরকারকে নিশানা করে বলেন, বিজেপি দিল্লির জনগণকে বোনা বানাচ্ছে। এক বছর আগে এই একই বিধানসভায় ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি ভুয়ো বাজেট পেশ করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে তারা দমকল বাহিনীর জন্য একটি সিঁড়ির ব্যবস্থাও করতে পারেনি। পালামের অগ্নিকাণ্ডে ৯ জন মারা গিয়েছিলেন, যাদের বাঁচানো যেত যদি দমকল বাহিনীর গাড়িতে সিঁড়ি থাকত। তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। আমরা ভেতরে গেলে তাদের মুখোশ খুলে দেব। কিন্তু আমরা বাইরেও তাদের মুখোশ খুলে দেব... আশীষ সুদের অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।

লোকসভায় কর্পোরেট আইন বিল পেশ, পাঠানো হয়েছে জেপিসি-তে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সোমবার লোকসভার কর্পোরেট আইন (সংশোধনী) বিল ২০২৬ পেশ করেছেন। বিশদ পর্যালোচনার জন্য বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। এদিন লোকসভায় বিলটি উত্থাপন করার পর, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য বিলটি যৌথ কমিটিতে (জেপিসি) পাঠানোর প্রস্তাব করেন।বিলটি যৌথ কমিটিতে পাঠানোর জন্য সভা সম্মতি দিয়েছে। এই বিলের লক্ষ্য হলো লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ সংশোধন করা। এর আগে, বিলটি উত্থাপনের পূর্বে কংগ্রেস সাংসদ মনীশ তিওয়ারি, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় এবং ডিএমকে-র ডঃ টি সুমতী-সহ বিরোধী দলের সদস্যরা বিলটি উত্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন।

শ্রীভূমিতে ভোটপ্রার্থীদের রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের প্রি-সার্টিফিকেট নেওয়ার নির্দেশ

শ্রীভূমি (অসম), ২৪ মার্চঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিধানসভা নির্বাচনে শ্রীভূমির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলকে প্রিন্ট ইলেকট্রনিক এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা সম্প্রচারের পূর্বে প্রি-সার্টিফিকেশন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে প্রিন্ট ইলেকট্রনিক এবং সোসিয়াল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচারের পূর্বে প্রিসার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক।প্রিন্ট , ইলেকট্রনিক, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনও মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রস্তাবিত কনটেন্ট প্রচার বা সম্প্রচারের কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে শ্রীভূমি জেলার ডিস্ট্রিক্ট মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটির কাছে আবেদন জমা দিতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্ধারিত আবেদনপত্র ডিসি অফিস, শ্রীভূমির এনআরসি ভবনে অবস্থিত এমসিএমসি-সেল-এ পাওয়া যাবে।

এসআইআর-এর অতিতিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, রইল ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ মার্চঃ বিবেচনাধীন ভোটারদের অতিরিক্ত প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার রাত ১২টার কয়েক মিনিট আগে ওই তালিকা প্রকাশ করা হয়। তবে এখনও কত নামের নিষ্পত্তির তালিকা বার হয়েছে সেই সংখ্যা কমিশনের তরফে জানানো হয়নি। জানা যায়নি কত নাম বাদ পড়েছে সেই সংখ্যাও।বুথ অনুযায়ী দু'টি ভাগে তালিকাটি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। নাম বাদ পড়া ভোটারদের জন্য আলাদা তালিকা বার করা হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, বুথমাফিক অতিরিক্ত ভোটার তালিকা ডাউনলোড করে নাম রয়েছে কি না কোনও ভোটার জানতে পারবেন। তালিকা প্রকাশ করা হলেও প্রযুক্তিগত সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

৪৭-তম অল ইন্ডিয়া মেজর পোর্ট হকি চ্যাম্পিয়নশিপের সূচনা কলকাতায়

নিজস্বলপ্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ ৪৭-তম অল ইন্ডিয়া মেজর পোর্ট হকি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে কলকাতায়। মঙ্গলবার সল্টলেকের সাই কমপ্লেক্সে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি পোর্ট অথরিটির শীর্ষ কর্তারা উপস্থিতি ছিলেন।উল্লেখ্য, ২৪ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত চলবে প্রতিযোগিতা। ছয়টি দল অংশগ্রহণ করেছে - এসএমপিএ কলকাতা, এমবিপিএ মুম্বই, পিপিএ পারাদ্বীপ, সিএইচপিএ চেন্নাই, ভিওসি তুতিকোরিন এবং ভিপিএ বিশাখাপত্তনম।

মঙ্গলবার কলকাতায় এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ ভোটের আগে রাজ্যে এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। মঙ্গলবার সকালেই তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছন। কলকাতা পৌঁছনোর পর সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে সেই বিষয়ে জানিয়েছেন তিনি।বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন সমাজ মাধ্যমে এ দিন লেখেন, কলকাতায় পৌঁছানোর পর আমাদের কমিটির লোকজন আর একনিষ্ঠ কর্মীদের কাছ থেকে কী দারুণ অভ্যর্থনা পেলাম। পুরো পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের একটা জোরালো হাওয়া বইছে, আর এবার বিজেপিই সরকার গড়তে চলেছে।

রাশিফল

মেষঃআজ কর্মক্ষেত্রে অশান্তির আশঙ্কা থাকছে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার খরচ বাড়বে। শিশুদের গলা ব্যাথা এবং প্রস্রাবের সমস্যা হতে পারে। পুরোনো কোনও কাজের সাফল্য আপনি পেতে পারেন। বিষয়-সম্পত্তির ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। গুরুত্বপূর্ণ কাগজ সম্পর্কে আজ সচেতন থাকুন।।

বৃষঃ আজ, আপনার স্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। দিনের শেষে আত্মীয়দের সঙ্গে ঘুরতে যেতে পারেন। যাঁরা আপনার থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, তাঁরা অর্থ ফেরত দিতে পারেন। একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মিথুনঃআজ সঠিক বন্ধু নির্বাচন না করলে প্রতারিত হতে হবে মিথুন রাশির জাতকদের। হোঁচট খেয়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকছে। কর্মক্ষেত্রে সাময়িক ব্যর্থতা থাকলেও পরবর্তীক্ষেত্রে উন্নতি হবে। বিদেশযাত্রার যোগ আছে। সন্তান হতে পারে আজকে।

কর্কট রাশি ঃ অর্থ সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন। যে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারবেন না, সেই কথা দেবেন না। অফিসে কঠোর পরিশ্রমের ফলাফল পেতে পারেন। প্রেমিকার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটবে। আর্থিক উন্নতি

সিংহঃ আজ ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বা চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে। কর্মপ্রার্থীরা একাধিক ক্ষেত্র থেকে কাজের প্রস্তাব পাবেন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে উঠবে। গাড়ি কেনার সম্ভাবনা আছে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে

কন্যাঃনতুন কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলুন। সারাদিন ব্যস্ততায় কাটবে। অর্থ সঞ্চয়ে মনোযোগ দিন। স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। কোনও মূল্যবান বস্তু চুরি হয়ে যেতে পারে।

তুলাঃআজ মনস্থির করে জটিল সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবেন তুলা রাশির জাতকরা। পরীক্ষায় আজ সাফল্য নাও পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের হিসেবের গোলযোগে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকছে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ফল ভালো হবে। আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে আজ রক্ষা পাবেন।শুভদিন

বৃশ্চিকঃ দিনের শুরুতে অনেক অর্থ খরচ হতে পারে। পরিবারে উত্তেজনা আপনার উপর প্রভাব ফেলবে। শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে। প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে।

ধনুঃ জমি, ফ্ল্যাট ও ভূ-সম্পত্তির ব্যবসা আজ লাভজনক হবে। অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত হলে আইনি সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারেন। চোখের সমস্যা বা মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে পারেন। শুভদিন

মকরঃ কর্মক্ষেত্রে সাবধানে কাজ করুন। স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। সন্তানদের থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। সন্তান হতে পারে আজ।

কুম্ভঃপড়াশোনার কারণে আজ জন্মস্থান থেকে দূরে কোনও স্থানে যেতে হতে পারে। আত্মীয় বিরোধের আশঙ্কা থাকছে। শুভ রং লাল হবে

মীনঃ ঘরবাড়ি সংক্রান্ত আইনি সমস্যা আসতে পারে। দূরে কোথাও ভ্রমণের যোগ আছে। আজ নানা দিক থেকে উপার্জন বাড়তে পারে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ কিছুটা কমেছে, তবে সপ্তাহান্তে ফের ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার কারণে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। সেই কারণেই ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি। চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে নতুন করে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টি হলেও, তাপমাত্রাও পাল্লা দিয়ে বা।তে পারে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম (-০.৭ ডিগ্রি)।আগামী শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। হুগলি, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় শুক্রবার তুলনামূলক বেশি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং দুই বর্ধমানে মঙ্গলবারও ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির দাপট আগের চেয়ে কমেছে। আপাতত উত্তরবঙ্গের কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৮ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি হয়েছে বলে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪০ মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১টা ৪০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

জ্বালানি সরবরাহে স্বস্তি বাংলায়, চাহিদা মেটাতে নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ ভারত পেট্রোলিয়ামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা, বিভিন্ন রাজ্যে জ্বালানির চাহিদা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে চাপ-এই সবকিছুর মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোল-ডিজেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বড় ভূমিকা নিচ্ছে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল)। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যাতে কোনওভাবেই জ্বালানির ঘাটতি না তৈরি হয়, তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সংস্থাটি। ফলে সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পক্ষেত্র- সবখানেই স্বস্তির বার্তা মিলেছে। বিপিসিএল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহে জ্বালানির চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে পরিবহণ, কৃষিকাজ এবং ক্ষুদ্র শিল্পে ডিজেলের ব্যবহার বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরবরাহ বজায় রাখতে সংস্থাটি তাদের লজিস্টিক নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী করেছে। তেলবাহী ট্যাঙ্কারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, পাশাপাশি রেলপথেও জ্বালানি পরিবহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাতেও সময়মতো জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সংস্থার এক আধিকারিক জানান, পশ্চিমবঙ্গের বাজারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই রাজ্যে জ্বালানির চাহিদা সারা বছরই স্থিতিশীল থাকে, তবে উৎসবের মরশুমে তা আরও বেড়ে যায়। সেই কথা মাথায় রেখেই আগাম পরিকল্পনা করা হয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ বিভিন্ন জেলায় জ্বালানির মজুত বাড়ানো হয়েছে, যাতে কোনও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতেও সরবরাহে ব্যাঘাত না ঘটে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা করছে। এর প্রভাব পড়তে পারে দেশীয় বাজারেও। তবে এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। বিপিসিএলের এই উদ্যোগ সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বা অযথা মজুত করার প্রবণতাও অনেকটাই কমেছে। এদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প মালিকদের সংগঠনও জানিয়েছে, বর্তমানে জ্বালানির সরবরাহে কোনও সমস্যা নেই। প্রতিদিন নির্ধারিত পরিমাণে পেট্রোল ও ডিজেল পৌঁছে যাচ্ছে। কিছু কিছু এলাকায় সাময়িক চাপ থাকলেও তা দ্রুত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। গ্রাহকরাও স্বাভাবিকভাবে জ্বালানি পাচ্ছেন, ফলে দীর্ঘ লাইন বা বিশৃঙ্খলার কোনও ছবি দেখা যাচ্ছে না। পরিবহণ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও এই পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, জ্বালানির অভাব হলে পরিবহণ পরিষেবা ভেঙে পড়ত, যার প্রভাব পড়ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। কিন্তু বিপিসিএলের উদ্যোগে সেই আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নেয়নি। বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি-সব ধরনের যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করছে। একইসঙ্গে শিল্পক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ডিজেলের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানির সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারত। কিন্তু বর্তমানে সেই সমস্যা দেখা যাচ্ছে না, ফলে শিল্পের গতি বজায় রয়েছে। বিপিসিএল আরও জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও তারা এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত মজুত তৈরি করা, দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং প্রযুক্তির সাহায্যে সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। গ্রাহকদের আস্থা বজায় রাখাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। সব মিলিয়ে বলা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে জ্বালানির সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা একটি বড় সাফল্য। বিপিসিএলের সক্রিয় ভূমিকা এবং পরিকল্পিত পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর যে চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তা অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনেও এই ধারা বজায় থাকবে বলেই আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল।

ফ্যাশন, খ্যাতি এবং ম্যাক্স ফ্যাশনের ২০ বছর

কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ দুই দশক, লক্ষ লক্ষ পোশাকের বিপুল সম্ভার এবং অগণিত স্টাইলিশ মুহূর্তের পর, ম্যাক্স শুধু তার বার্ষিকীই উদযাপন করেনি, বরং ভারতের অন্যতম বিখ্যাত একটি রানওয়েতে এক বিশাল ফ্যাশন পার্টিরও আয়োজন করেছিল। ল্যাকমে ফ্যাশন উইকে স্বাগতম। ম্যাক্স-এর অনন্য স্টাইলে। আলো হল মৃদু। সুর হল ধীর। আর মুহূর্তেই, র‍্যাম্পটা আর শুধু র‍্যাম্প থাকল না। ৩৫ টি লুকের উন্মোচনে ধরা দিল এমন কিছু, যা শুধুই ফ্যাশন শো নয় - এ

ছিল তরুণ ভারতের স্টাইলের এক জীবন্ত ঝলক। এক্সপেরিমেন্টাল। কনফিডেন্ট। নিজের মতো, নির্ভীক। মঞ্চে জ্বলে উঠল তিনটি নাম। তিন ভিন্ন শক্তির উপস্থিতি। কিন্তু বার্তা একটাই-স্পষ্ট ও অমোঘ। সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, আলায়া এফ ও ক্যাল্কি কোয়েচলিন। এক বিদ্যুতায়িত আবহের সূচনায় র‍্যাম্পে আবির্ভূত হলেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, আর সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাশন শো রূপ নিল সংস্কৃতি ও পারফরম্যান্সের এক অনন্য প্রকাশে। বিটের ড্রপ আর আলোর ওঠানামার মাঝে, সিদ্ধান্ত তাঁর নিজস্ব স্বকীয় ভঙ্গি, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং অনায়াস আভিজাত্য নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে **'ম্যাক্স আরবান'** পর্বটির সুর বেঁধে দিলেন। এনার্জির সেই প্রবাহ বজায় রেখেই আরবান শোকেসে র‍্যাম্পে এলেন আলায়া এফ। আত্মবিশ্বাসী ও খেলাচ্ছলে ভরা উপস্থিতিতে তিনি ধারণ করলেন এই সংগ্রহের সাহসী ও অভিব্যক্তিপূর্ণ চরিত্র। তাঁর হাঁটার স্টাইল ছিল প্রাণোচ্ছ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত-যা মনে করিয়ে দেয়, আজকের ফ্যাশন আসলে ব্যক্তিত্ব, এক্সপেরিমেন্টেশন এবং নিজের উপস্থিতিকে পুরোপুরি নিজের করে নেওয়া। আবার র‍্যাম্পে এলেন সিদ্ধান্ত, তবে এবার ব্র্যান্ডের কোর অ্যাস্থেটিক-এ নিজেকে মেলে ধরে। আরবান উচ্চ-উদ্দীপনা থেকে সরে এসে এক স্বচ্ছন্দ, বহুমুখী ফ্যাশন ন্যারেটিভে, তাঁর দ্বিতীয় উপস্থিতি প্রতিফলিত করল ম্যাক্স-এর আধুনিক দৈনন্দিন স্টাইল- সহজ, আত্মবিশ্বাসী, আর অনায়াসে পরার মতো। আর তারপর এলো সেই মহেন্দ্রক্ষণ। কোর পর্বে শোস্টপার হিসেবে র‍্যাম্পে পা রাখলেন ক্যাল্কি কোয়েচলিন, তাঁর সঙ্গে ছিল স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আর এক শান্ত অথচ দৃঢ় শক্তির আভা। তাঁর মাপা উপস্থিতি ও আলাদা স্টাইল র‍্যাম্পে তৈরি করল এক পরিশীলিত আবেদন। সন্ধ্যার শেষে এলো এক জাঁকজমকপূর্ণ গ্র্যান্ড ফিনালে-ক্যাল্কির সঙ্গে যোগ দিলেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও আলায়া এফ, একত্র হলেন তিন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। উচ্চ-উদ্দীপনার সেই মুহূর্তে ত্রয়ী শো-এর পরিসমাপ্তি টানলেন-যা যেন শেষ নয়, বরং ফ্যাশন, ব্যক্তিত্ব ও ম্যাক্স-এর চেতনার এক উদ্‌যাপন। এই উপস্থাপনার মূল ভাবনা ছিল **আনসিরিয়াস এভরিথিং**-যেখানে সূক্ষ্ম কারিগরি মিশে গেছে ফ্যাশনের প্রতি এক নির্ভার, খেলাচ্ছলে মনোভাবে। **সংগ্রহটি তিনটি প্রধান ধারা- আরবান, স্পোর্টস কোর ও কোর ক্যাজুয়াল**-এর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে, যা আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদে সহজতা ও ব্যক্তিত্বময় প্রকাশকে তুলে ধরে। আরবান ফুটিয়ে তুলেছে এক স্নিগ্ধ গ্রীষ্মের আবহ- নারীদের সংগ্রহে সিট্রাস প্রিন্ট, ক্রোশে টেক্সচার ও স্বচ্ছন্দ্য কো-অর্ড, আর পুরুষদের ক্ষেত্রে লেমন প্রিন্ট, ভিন্টেজ ফ্লোরাল ও আরামদায়ক সামার সিলুয়েট। স্পোর্টস কোর নিয়ে এসেছে এক প্রাণবন্ত অ্যাথলিজার এনার্জি-মহিলাদের জন্য ক্রপড ফিট, টিউব টপ ও ওভারসাইজড টি, আর পুরুষদের পোশাকে বাস্কেটবল-ইনস্পায়ার্ড গ্রাফিক্স, যা ফুটে উঠেছে পোলো, টি-শার্ট ও শর্টসে। এরপর আসে কোর ক্যাজুয়াল - যেখানে হালকা কটনের ঢিলেঢালা গঠন, শান্ত নীল আর নির্মল সাদার সমন্বয়, এবং স্বচ্ছন্দ্য কাটিং-সব মিলিয়ে তুলে ধরে পরিশীলিত দৈনন্দিন পোশাকের সৌন্দর্য্য।

মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ হাওড়ায় প্রচার করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নন্দিতা চৌধুরী। তিনি ৪৫নং ওয়ার্ড, ন্যাশনাল প্লেস সহ অন্যান্য এলাকায় এদিন প্রচারে বেরিয়ে জনসংযোগ করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। বয়স্ক মহিলারা নন্দিতা চৌধুরীকে ফুলের মালা পরিয়ে পুষ্পবৃষ্টি করে স্বাগত জানান। এদিনের প্রচারে মহিলা কর্মীদের উপস্থিতি ছিল নজরে পড়ার মতো।

গড়িয়ার পার্লারে প্রেমিকাকে কুপিয়ে খুন করে আত্মহত্যা প্রেমিকের! জোড়া মৃত্যুতে উত্তাল শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ পার্লারের ভিতরে ঢুকে প্রেমিকাকে কুপিয়ে খুন করে আত্মঘাতী প্রেমিক। মঙ্গলবার দুপুরে এই ভয়াবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল গড়িয়ার তেঁতুলতলা এলাকা। মৃতার নাম রূপবাণী দাস। ওই বিউটি পার্লারে কাজ করতেন তিনি। সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় একটি বিউটি পার্লার চালাতেন তিনি। মঙ্গলবার দুপুর প্রায় ১২টা ৫ মিনিট নাগাদ স্বামী অনুপ কুমার দাস নিজেই স্ত্রীকে পার্লারের সামনে নামিয়ে দিয়ে যান। প্রতিদিনের মতোই পার্লার খুলে কাজ শুরু করেছিলেন রূপবাণী দেবী। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে যায় ভয়াবহ ঘটনা। ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ আচমকাই পার্লার থেকে ফোন যায় বাড়িতে। ফোনে জানানো হয়, পার্লারের ভিতরে মারামারি চলছে। খবর পেয়ে স্বামী, ছেলে ও পরিবারের অন্য সদস্য দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে তারা দেখেন, চারিদিকে রক্তে ভেসে যাচ্ছে এলাকা এবং রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে রয়েছেন রুপবাণী। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এক যুবক পার্লারের ভিতরে ঢুকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে রূপবাণী দেবীর উপর হামলা চালান। গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে অনুমান। এরপর ওই যুবক নিজেই নিজের গলায় ধারাল অস্ত্র চালিয়ে আত্মঘাতী হন। পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, অভিযুক্ত যুবক কাশ্মীরের বাসিন্দা। তাঁর সঙ্গে মৃতের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। সেই সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকেই এই মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও গোটা বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে রক্তমাখা ধারালো অস্ত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুরো ঘটনার পেছনে কী কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তের পরিচয়, তার অতীত এবং মহিলার সঙ্গে সম্পর্কের প্রকৃতি-সব দিকই তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দিনের বেলায় জনবহুল এলাকায় এমন নৃশংস খুনের ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিঃদারা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ সত্য সামনে আনা হবে।

ভোটের আগে রায়দীঘিতে বিজেপি কর্মী খুনকে ঘিরে চাঞ্চল্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়দিঘি, ২৪ মার্চ ঃ ভোটের শুরুতেই শুরু হয়ে গেল প্রাণ ঝরা। আর বিজেপি কর্মী খুনে ব্যাপক উত্তেজনা রায়দিঘিতে। ২১৬ নম্বর বুথের বিজেপির সহ-সভাপতি ছিলেন কিশোর মাঝি নামে ৩৯ বছরের ওই বিজেপি কর্মী। রায়দিঘি বিধানসভার দিঘিরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেনা এলাকার ঘটনা। সোমবার গভীর রাতে বাড়ির পাশেই পুকুরের পাড় থেকে কিশোরকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর ছড়াতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ভোট ঘোষণার পর থেকেই তাঁর উপর হুমকি আসছিল বলেও অভিযোগ। অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। যদিও প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তদন্ত নেমে পুলিশ প্রথমে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। শেষে নিহত বিজেপি কর্মীর স্ত্রী অনিমা দাস এবং তাঁর প্রেমিক গোবিন্দ হালদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিহতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। খবর পাওয়ার পর মঙ্গলবার সকালেই নিহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে পৌছায় রায়দিঘি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানা। নিহত বিজেপি কর্মীর বৌদি বলছেন, পাশের বাড়ির কাকা গোবিন্দ হালদারই এই কাজ করেছে। ওর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এদের বাড়িতে অশান্তি হত। এর মধ্যে রাজনীতি নেই বলেই আমাদের মনে হয়। বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানা বলেন, পুলিশ আর এখানকার তৃণমূল অবৈধ সম্পর্ক বলে নাটক তৈরি করছে। আসলে খুন করে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলে তা বিফল হবে। এই খুনের বিচার না মিললে বিজেপির আন্দোলন চলবে। যদিও তৃণমূল তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ

উড়িয়ে দিয়েছে। মথুরাপুরের তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার বলেন, বিজেপি এটা নিয়ে আসলে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে। কিন্তু এটা আদপে ত্রিকোণ প্রেমের বিষয়। বিজেপি এখন তৃণমূলের নামে দোষ দিতে চাইছে। এর থেকে ঘৃণ্য চক্রান্ত আর কিছু হতে পারে না। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নির্বাচনী আবহে গাড়িভাড়া বৃদ্ধি, চালক-খালাসিদের খোরাকিতেও ১০ শতাংশ বাড়তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে রাজ্যে। তারই অংশ হিসেবে ভোটের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গতবারের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ পর্যন্ত ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। একইসঙ্গে চালক ও খালাসিদের দৈনিক খোরাকির পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, নির্বাচনকালীন দায়িত্বে ব্যবহৃত সাধারণ বাসের দৈনিক ভাড়া ২৫৩০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২৭৮০ টাকা। মিনিবাসের ক্ষেত্রে তা ২০৯০ টাকা থেকে বেড়ে ২৩০০ টাকা করা হয়েছে। ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি (চালক-সহ সাতজন ধারণক্ষমতা) ভাড়া ৮৯০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৮০ টাকা। এছাড়াও 'ম্যাক্সি ক্যাব'-এর ক্ষেত্রেও ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। ছোট ম্যাক্সি ক্যাবের ভাড়া ১৩১০ টাকা থেকে বেড়ে ১৪৪০ টাকা এবং বড় ম্যাক্সি ক্যাবের ক্ষেত্রে ১৫৬০ টাকা থেকে বেড়ে ১৭২০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। অটো ও ই-রিকশার ভাড়াও নতুন করে নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৫৫০ ও ৮৫০ টাকা। শুধু যাত্রীবাহী যান নয়, নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত ভারী গাড়িগুলির ভাড়াও বাড়ানো হয়েছে। ট্রাক, ট্রাক্টর, স্কুলবাস, পুলকার-সব ধরনের যানবাহনই এবার নির্বাচন পরিচালনায় কাজে লাগানো হবে। মোট ১৯ ধরনের গাড়ি রিকুইজিশন করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। এদিকে, চালক ও খালাসিদের জন্য দৈনিক খোরাকির পরিমাণও ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ২৮০ টাকা করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমান বাজারদর ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবহণ সংগঠনগুলির মতে, এই বৃদ্ধি কিছুটা স্বস্তি দিলেও তা পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। বাস-মিনিবাস সংগঠনের একাংশের দাবি, গত কয়েক বছরে খরচ অনেকটাই বেড়েছে, সেই তুলনায় ভাড়া আরও বাড়ানো প্রয়োজন ছিল। তবুও নির্বাচনকালে এই ভাড়া বৃদ্ধি 'মন্দের ভালো' বলেই মনে করছেন পরিবহণ সংশ্লিষ্টরা। সব মিলিয়ে, আসন্ন ভোটকে সামনে রেখে প্রশাসনিক প্রস্তুতির পাশাপাশি পরিবহণ ব্যবস্থাকেও আরও সুসংহত করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার।

আধ ঘন্টার ঝড়ে লণ্ডভণ্ড কোচবিহার জেলার দিনহাটার একাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৪ মার্চ ঃ কোচবিহার জেলার দিনহাটা শহর ও সংলগ্ন এলাকায় একাধিক জায়গায় মঙ্গলবার সকালের অল্প সময়ের প্রবল ঝরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। খবর মঙ্গলবার সকালে আচমকাই প্রবল ঝড় সেই সাথে বৃষ্টি শুরু হয় দিনহাটা জুড়ে। শহরের জলের ট্যাংকি সংলগ্ন এলাকায় ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের সীমানা প্রাচীর ভেঙে পড়ে। এমনকি সেখানে থাকা বিদ্যুতের খুটিগুলিও বিপদজনক অবস্থায় ঝুলতে থাকে। পাশাপাশি দিনহাটা শহরের খানাপারা এলাকায় বিশালাকার গাছ ভেঙে দেখা দেয় বিপত্তি। শহরের পাঁচমাথা মোড় সংলগ্ন এলাকায়

সেখানেও একটি গাছ ভেঙে পড়ে বিদ্যুতের তারের ওপর। শুধু তাই নয় শহরের সাহেবগঞ্জ রেলগেট এলাকায় একটি বিশালাকার গাছ ভেঙে তিনটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনায় একজন আহত হন। এরপরেই তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। শহরের একাধিক জায়গার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের বেশ কিছু অংশে এই ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির ফলে ক্ষয়ক্ষতির খবর সামনে এসেছে।। ঘটনার খবর পেয়েই নির্বাচনের প্রচারে যাওয়ার সময়ই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গুলি পরিদর্শন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী উদয়ন গুহ। স্থানীয় বাসিন্দা মিঠুন বর্মন বলেন- প্রবল ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে আলু চাষের মরশুম চাষের জমিতে জল জমে আলু গুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না। আধ ঘন্টা ঝড়ে রীতিমতো দিশেহারা দিনহাটার মানুষ। যদিও ঝড়ের পরেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে খুব দ্রুত পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। পরিস্কার করা হয় রাস্তায় পড়ে যাওয়া গাছ। তবে এই ঝড় বৃষ্টির কারণে চাষীদের বিপুল ক্ষতির সামনে পড়তে হয় সেই বিষয়ে এখনো প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়নি। রীতিমতো মাথায় হাত চাষিদের।

সুন্দরবনে তৈরি হলো ম্যানগ্রোভ রিসোর্স হাব আরণ্যক

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দীঘি, ২৪ মার্চ ঃ সুন্দরবনকে রক্ষা করতে আরো বেশি বেশি করে ম্যানগ্রোভ লাগাতে হবে। আর সেই ম্যানগ্রোভই পারে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে। আর এবার সুন্দরবনকে বাঁচাতে সুন্দরবনে তৈরি হলো ম্যানগ্রোভ গবেষণা কেন্দ্র। 'একটি গাছ, একটি প্রাণ' এই স্লোগানকে সামনে রেখেই রায়দিঘির সবুজ সংঘের উদ্যোগে এসবিআই ফাউন্ডেশনের আর্থিক সাহায্যে সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের মথুরাপুর ২নং ব্লকের নন্দকুমারপুর গ্রামপঞ্চায়েতের মহব্বত নগর এলাকার বোলের বাজার ব্রিজ সংলগ্ন মৃদঙ্গভাঙা নদীর চরে ম্যানগ্রোভ রিসোর্স হাবের উদ্বোধন করা হলো। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'আরণ্যক'। এদিন ফিতে কেটে এই হাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এসবিআই ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বপন ধর। জানা গেছে, পৃথিবীর ৩২ ম্যানগ্রোভ আছে ভারতে আর ৬৮ ম্যানগ্রোভ আছে বাংলাদেশে। সেই ৩২ ম্যানগ্রোভ আছে সুন্দরবনে। আর সুন্দরবনকে বাঁচানোর মূল কারিগর হল এই ম্যানগ্রোভ। সুন্দরবনে মোট ৮৪ ধরনের গাছ রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে একের পর এক সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হচ্ছে। আয়লা, ফণি, বুলবুল, আমফানের মতন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বয়ে গেছে এই সুন্দরবনের উপর দিয়ে। তাই ম্যানগ্রোভকে ঠিকমত না বাঁচালে সুন্দরবন বিপন্ন হবে। আগামী দিনে কলকাতাও ধ্বংস হতে পারে। এই ম্যানগ্রোভ রক্ষায় দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে রোপণ, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে চলেছে রায়দিঘির সবুজ সংঘ। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এসবিআইয়ের অ্যাসিস্ট্যাঃট জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত হাজরা, বিভাগীয় প্রধান রিতেশ সাইন, সবুজ সংঘের ডাইরেক্টর অংশুমান দাস, মথুরাপুর দু নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়ভূষণ ভাণ্ডারী ও নন্দকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মুজিবর রহমান সহ আরো অনেকে।এদিন সবুজ সংঘের ডাইরেক্টর অংশুমান দাস বলেন, সুঃদরবনের সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা ও মথুরাপুর ২ নং ব্লকে মোট সাঃে সাত লক্ষ ম্যানগ্রোভের চারা রোপনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে দু লক্ষ চারারোপন করা হয়ে গেছে। আমাদের এই গবেষণা কেন্দ্র থেকে গবেষকরা সুন্দরবনের অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। যা সুন্দরবনকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে

আগামী দিনে অগ্রনী ভূমিকা নেবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতন।

মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৪ মার্চ ঃ বাঁকুড়ার খাতড়ায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব রঘুনাথ মাহাতোর মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে দেদুয়া মোড়ে স্থাপিত তাঁর মূর্তির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, পাশাপাশি শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা মূর্তির হাতে থাকা তির-ধনুক ভেঙে দেয় এবং ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে ক্ষতিসাধন করে। সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন বাসিন্দারা ও 'শহীদ রঘুনাথ মাহাতো স্মৃতিরক্ষা কমিটি'-র সদস্যরা। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে স্থানীয়দের উদ্যোগে ওই মোড়ে রঘুনাথ মাহাতোর পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে মূর্তিটি অক্ষত থাকলেও হঠাৎ করে এই ভাঙচুরের ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনেকেই মনে করছেন, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্ত থাকতে পারে। স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এলাকাটি সিসিটিভি নজরদারির আওতায় রয়েছে। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করার দাবি জানানো হয়েছে প্রশাসনের কাছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই ঘটনা শুধু একটি মূর্তি ভাঙার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের আবেগে আঘাত হেনেছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খাতড়া থানার পুলিশ। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভোটের মুখে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে। প্রশাসনের তপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, দ্রুত দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে অনড় স্থানীয় বাসিন্দারা।

জয়নগরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ২৪ মার্চ ঃ আবার জয়নগরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, মৃত এক, আহত ৫। চাঞ্চল্য এলাকায়। বেপরোয়া যান চলাচল বেড়ে চলেছে জয়নগরে। জয়নগর এলাকায় পথ দুর্ঘটনা প্রায় দিন ঘটে চলেছে। আর তাতে প্রায় সময় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে চলেছে। সোমবার রাতের জয়নগরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এক বাইক চালকের। জখম হয়েছেন মোট পাঁচজন। গুরুতর জখম অবস্থায় দুইজনকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে মঙ্গলবার ও চিকিৎসাধীন তারা। সোমবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ জয়নগর মজিলপুর রেল স্টেশন থেকে টোটো করে বাড়ি ফিরছিল উওর দুর্গাপুর ও জয়নগর মিত্রপাড়ার কয়েকজন বাসিন্দা। টোটোটি রথতলা মোড় পেরিয়ে জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর বয়েস স্কুলের সামনে পৌঁছাতেই উল্টো দিক থেকে আসা একটি মোটর সাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রচণ্ড গতিতে টোটোটিকে ধাক্কা মারে। আর তাতেই ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বাইক চালক। মৃত চালক হলেন মগরাহাট থানার দক্ষিন মুকুন্দপুর এলাকার শুভ দাস (২০)। এছাড়া গুরুতর জখম হন এক বাইক আরোহী এবং টোটোয় থাকা পাঁচ যাত্রী। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়নগর থানার পুলিশ। জখমদের উদ্ধার করে স্থানীয় সত্যজি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। জখমদের মধ্যে এক টোটো যাত্রী এবং এক বাইক আরোহীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানেই মঙ্গলবার চিকিৎসাধীন তারা। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টোটো ও মোটর সাইকেলটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটলো, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। এদিকে মঙ্গলবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে ক্রমাগত জয়নগর এলাকায় পথ দুর্ঘটনা বেড়ে চলায় প্রশাসনের দিকেই আঙুল তুলছে সাধারণ মানুষ।

ধারালো অস্ত্রের কোপ মামাতো ভাইকে, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৪ মার্চ ঃ সোমবার এলাকার একটি ঘটনার জেরে মামাতো ভাইকে ধারালো অস্ত্রের 'কোপ' মারার অভিযোগ উঠেছে 'পিসতুতো' ভাইয়ের বিরুদ্ধে। এর জেরে উত্তেজনা ছড়ায় জমাদার পাড়ায়। সোমবার গভীর রাতে ওই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, শেখ নওশাদ তাঁর মামাতো ভাই শেখ আলাউদ্দিনকে পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। আলাউদ্দিন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ এই ঘটনায় দু'জনকে আটক করেছে।

GTV ENGINEERING LIMITED

CIN: L31102MP1990PLC006122, Registered Office: 216-217-218, New Industrial Area-II, Mandideep-462046 (Bhopal)
Telephone: 0091-7480-233309, 401044. Fax: 0091-7480-233068.
E-mail: mail@gtv.co.in, Website:www.gtv.co.in

NOTICE OF 01st EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION:

Notice is hereby given that the 01st Extra Ordinary General Meeting (EGM) for 2026-2027 of the Members of the Company is scheduled to be held on Thursday, 16th April, 2026 at 11.30 AM at its Registered Office.

Sl. No	Description of Resolutions	Type of Resolutions
1.	To increase the limits for giving loans or guarantees or providing securities in connection with the loan made to any other body corporate or person or making investments under section 186 of the Companies Act, 2013.	Special Resolution
2.	To offer, issue and allot Equity Shares (other than cash) on preferential basis.	Special Resolution

The Company has on 24th March, 2026 has completed the dispatch notice of 01st EGM - 2026-2027, to all the members through the electronic means who have registered their e-mail ID with the Company / Depository Participants for communication purposes. The Notice of EGM and the aforesaid documents are available on the Company's website at www.gtv.co.in and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited (BSE) on www.bseindia.com respectively.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is pleased to provide e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the EGM Notice dated 23rd March, 2026. The Company has availed the e-voting services as provided by Central Depository Securities Limited (CDSL). The Board of Directors of the Company has appointed M/s Ankur Chouskey & Associates, (Practicing Company Secretaries), as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The e-voting period commences on Monday, 13th April, 2026 (9.00A.M) and ends on Wednesday, 15th April, 2026, (5.00 P.M). The e-voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off date which is 09th April, 2026. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Record of Depositories as on 20th March, 2026. The Members availing remote e-voting may participate in the EGM but shall not be allowed to vote again in the meeting.

Members who have not received Notice may download the same from the website of the Company through the link. https://gtv.co.in/investor-relations#corporate-info or download the Notice from the website of Central Depository Securities Limited (CDSL), i.e. http://www.evoting.cdsl.com. The Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the EGM Notice carefully. Any query / concern /grievances connected with voting by electronic means, if any, may be addressed to the Company by writing to the Company Secretary.

Manner for registration/updation of email address: -

For shares held in Physical form: By writing to Ankit Consultancy Private Limited, the Registrar and Transfer Agent of the Company, at their address 60, Electronic Complex, Pardeshipura, Indore (M.P.) 452010 or at investor@ankitonline.com

For shares held in DEMAT form: By contacting the concerned Depository Participant and registering the email address in the Demat account as per the process followed and advised by the DP.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, April 14, 2026, to Thursday, April 16, 2026 (both days inclusive).

For GTV Engineering Limited
Sd/-
Ankit Rohit
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 24/03/2026
Place: Mandideep

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১১৩ সংখ্যা, বুধবার, ১০ চৈত্র, ১৪৩২

কারাগারের সাহিত্যিক

জরাসন্ধ ছদ্মনামের আড়ালের মানুষটি অর্থনীতিতে এম.এ পাশ করে দার্জিলিং-এ ডেপুটি জেলার হিসেবে কর্মজীবন সুরু করেন। তিরিশ বছর নানা জায়গায় কাজ করার পর ১৯৬০ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে অবসর গ্রহণ। লেখক চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর দিকে সমালোচনা ধেয়ে এসেছে,কেউ বলেছেন 'জেলখানার সাহিত্যিক'। অনুজপ্রতিম সাহিত্যিক শংকরকে একবার বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে যেন সে লেখে 'তাপ্পিমারা' সাহিত্যিক ছিলাম। নানা দুঃখ ছিল তাঁর মনে কিন্তু না পাওয়ায় বেদনাকে একটি কোণে লুকিয়ে রেখে সবাইকে ভালবাসা দেওয়ার তিনি ছিলেন অনন্য একজন মানুষ যাঁর জুড়ি ছিল না। যারা তাঁকে পছন্দ করতেন না তারা বলতেন ওটা মুখোশ,জেলখানার প্রহরী অত নরম হয় না। কিন্তু যারা তাঁকে দেখেছেন তারা জানেন 'লৌহকপাট' খ্যাত জরাসন্ধ মানুষকে ভালবাসার জন্য কত উদগ্রীব। ধন্য জরাসন্ধ ধন্য আপনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে মানুষের হৃদয় জিতেছেন। বলতেন কলম হল হার্টের মত এদের কখনও ছুটি হয় না। চোদ্দ বছর বয়সে পাবনার 'সুরাজ' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রথমবার প্রকাশিত হয় সেই ঘটনা ইংরেজি ১৯১৬ সালের। ওই লেখা পড়ে অগ্রজের মাথায় হাত, ভাইকে বলেছিলেন, এই বয়সে কাব্যিরোগ ধরল,তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। না অনুজ সম্পর্কে অগ্রজের সেদিনের বক্তব্য সঠিক ছিল না বরং দাদার আদরের ভাই সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিক হয়েছেন,ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সপ্তম স্থান পেয়েছিলেন, সর্বোপরি সাহিত্য রচনা করে অসংখ্য পাঠকদের হৃদয় জিতেছেন,সেই প্রাপ্তি খুব কম মূল্যের নয়। দরিদ্র স্কুল শিক্ষকের পুত্র বাবাকে হারিয়েছেন মাত্র তিন মাস বয়সে। দাদা অনেক কষ্টে ভাইকে মানুষ করেছেন। ১৯২০ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অর্জন করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ পড়েছেন। ১৯২৬ সালে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করেন। বি এস সি পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে সময় কাটাচ্ছেন যখন তখন নতুন করে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হল 'ঘৃণার দান'। সেইসময়ে নাকি খুব ফ্রাসট্রেশনে ভুগেছেন। এক চাকরি না পাওয়া এবং নারী সঙ্গের সুযোগ না থাকা। এই দুই মশলা গল্পের মধ্যেও ছিল। পরবর্তী জীবনে জেলখানার এক নম্বর অফিসার হয়েছেন লেখার মাধ্যমে বারবার বলতে চেয়েছেন অপরাধী বলে কোনও জাত নেই একই সঙ্গে ক্রিমিন্যাল শব্দটার মধ্যে মানুষের পরিচয় শেষ হয়ে যায় না। জরাসন্ধ অর্থাৎ চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর অনেক উপন্যাস, বেশকিছু গল্পের বই,খান দুই রম্য রচনা একটা প্রহসন লিখেছেন, পাঠকদের প্রশংসা পেয়েছে তাপসী, ন্যায়দণ্ড,আশ্রয়,মসীরেখা, উত্তরাধিকার, নিঃসঙ্গ পথিক ইত্যাদি। কিন্তু দেশ পত্রিকায় যখন তিনি লিখতে শুরু করলেন 'লৌহকপাট' বিপুল জনপ্রিয়তা পেলেন। আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে লেখকের কি অভাবনীয় জয়যাত্রা। ধন্য জরাসন্ধ ধন্য আপনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে মানুষের হৃদয় জিতেছেন। বলতেন কলম হল হার্টের মত এদের কখনও ছুটি হয় না। সুরসিক মানুষটি বলেন. হাতের গোড়ায় কাঁচি এবং আঠা রেখে দিতেন।

দেশবন্ধু স্ত্রী বাসন্তী দেবী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বৈদিক হিন্দুত্ব অনুসরণ করতেন। তাই তিনি জাতিভেদ মানতেন না। সমাজে ব্রাহ্মণই যে শ্রেষ্ঠ এ-কথাও তিনি মানতেন না। নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও বড় মেয়েকে কায়েতের বাড়িতে বিয়ে দিতে তিনি উদ্যত হলেন। জাতপাত-সর্বস্ব সেই যুগে তাই নিয়ে বেশ শোরগোল পড়ে গেল। উঠল 'গেল গেল' রব। চিত্তরঞ্জন স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনি সমাজের কথায় কর্ণপাত করলেন না। উপরন্তু বিয়েতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বাদ দিয়ে অন্য কোন জাতের বড় কোন পণ্ডিতকে দিয়ে বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন করাতে চাইলেন। নিজের এই চাওয়ার বিষয়টি বা চিন্তাধারাটি নিয়ে এক রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর তিনি পত্নী বাসন্তীর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। তাতে দু'জনের মধ্যে মতের অমিল ঘটল। কেন না, প্রচলিত হিন্দুরীতির প্রতি বাসন্তী দেবীর অমোঘ একটা টান রয়েছে। তাই তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পৌরহিত্যেই বিবাহ অনুষ্ঠান করতে চাইলেন। কাজেই তর্ক বাঁধল। চলল অনেকক্ষণ। কিন্তু নিষ্পন্ন হল না। চিত্তরঞ্জনই শেষমেশ চুপ করলেন। তারপর সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। বাসন্তীও চলে গেলেন নিজের হেঁশেল গোছানোর কাজে। রাত্তির হল। সব কাজ সেরে বাসন্তী ঘরে এলেন। এসে দেখলেন, চিত্তরঞ্জন তখনও ঘরে আসেননি। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। উদ্বেগে পড়লেন তিনি। চিত্তরঞ্জনকে খুঁজতে খুঁজতে কোথাও না-পেয়ে অবশেষে ওপরে ছাদে উঠে এলেন। এসে দেখলেন, অস্থির হয়ে চিত্তরঞ্জন ছাদে পায়চারি করছেন। তাই দেখে অশান্ত হৃদয় তাঁর শান্ত হল। চিত্তরঞ্জনের কাছে গেলেন। বুঝলেন, চিত্তরঞ্জন অস্থির, পায়চারি করছেন এবং সেই সঙ্গে অবরুদ্ধ আবেগে কাঁদছেনও। বাসন্তী অতি ধীরে শান্ত স্পর্শে চিত্তরঞ্জনকে স্থির করলেন। চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন। বললেন, ক্ষ্ম অস্থির হয়ো না। একটু বুঝে দেখো, তুমি তো সমাজের সংস্কার করতে চাইছ, অন্যের কাছে সংস্কারের আদর্শ তুলে ধরতে চাইছ। এবার তুমি যদি একসঙ্গে সমস্ত রীতিনীতি ওলটপালট করো, সাধারণ মানুষ তা কি একেবারে গ্রহণ করতে পারবে? পারবে না। তাই একটু একটু করে সংস্কার করো। তারাও একটু একটু গ্রহণ করবে। জাতিভেদ না-মেনে কায়েতের ঘরে মেয়ে দিচ্ছ, আমি বাধা দিইনি। তবে ব্রাহ্মণ পুরোহিতটুকু রেখো। তাহলে লোকে তোমার জাতিভেদ না-মানার আদর্শটুকু অনুসরণ করতে পারবে। পরেরটা পরে। কথা শেষ করে বাসন্তী স্বামীর মুখপানে চেয়ে রইলেন। চিত্তরঞ্জন তখন দূরে দৃষ্টি রেখে তাঁর কথাগুলোই ভাবছিলেন। ভাবনা শেষ হতেই হঠাৎ যেন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তিনি। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন, 'ওঃ, তুমি আমায় কি আলোই যে দেখালে!'

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বললেন,মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তির আধার। মা তাঁর সন্তানদের শক্তি দান করেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। না হলে কিন্তু সারা জীবন ধরে পরাজিত হয়ে থাকতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়সে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে। মা'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সবাইকে। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন শক্তি। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ওপরে ভরসা করতে হবে। সবার আগে তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেন

বিশেষ প্রতিবেদক

(বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি যদি সেই সময়ে সক্রিয় রয়ে রাস্তায় নেমে বাংলা ভাগ বিরোধিতা না করতেন তাহলে সত্যিই তখন ইংরেজ সরকার বাংলা ভাগ বজায় রাখতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাগকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ সালে কলকাতা জুড়ে যে ব্যাপক ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তাতে হিন্দু মুসলমান সবাই এক সাথে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এসেছিল। হিন্দু মুসলিমের মধ্যে কোনও বিভেদ ছিল না। ইংরেজরা সেই সময়ে ভয় পেয়েছিল। তার ফলে লর্ড কার্জনকে ব্রিটিশ সরকার ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে অংশ গ্রহণ করতে থাকে স্কুল কলেজের ছাত্ররা। তারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, রাজা সুবোধ মল্লিক সব বাংলার বিশিষ্ট জনেরা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার জন্য নির্মাণ করা হল ফেডারেশন হল (মিলন মন্দির)। ভগিনী নিবেদিতা এই ফেডারেশন হলের নাম দিয়েছিলেন 'মিলন মন্দির'। বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। ফলে ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়ে ১৯১১ সালে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত হয়।)

বিশ্বকবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা সবাই চিনি। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন সেটা কি কোনও দিন ভেবে দেখেছি। কেউ কেউ বলবেন নিশ্চয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কথাটা একেবারে খাঁটি ষোল আনা সত্য। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ১৯০৫ সালের জুলাই মাস বেসরকারিভাবে জানতে পারা গেল যে বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মোহন মিত্র বিদেশি পণ্য 'বয়কট' এর ডাক দিলেন। তিনি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সঞ্জীবনী' তে এই নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখে বাংলার মানুষকে বিদেশি পণ্য বয়কটে অংশ গ্রহণ করার ডাক দিলেন। ঠিক সেই সময়ে অমৃত বাজার পত্রিকাতে 'জি' ছদ্মনাম দিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল বয়কটের ডাককে সমর্থন করে। সবাই মনে করতে শুরু করেছিল যে সেই চিঠিটি লিখেছিলেন লালমোহন ঘোষ। কিন্তু পরে জানতে পারা গেল সেই চিঠি লিখেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ অথবা তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তবে অধিকাংশ পাঠকেরা বিশ্বাস করেন এই লেখা চিঠি লিখেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তখন তিনি বিপ্লবী হননি। তিনি তখন বরোদাতে। বাংলায় এসে উপস্থিত হননি।

১৯০৫ সালে ১৯ জুলাই ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো পূর্ব বঙ্গ এবং আসামকে নতুন প্রভিন্সের রূপ দেওয়া হবে। বাংলার সমস্ত মানুষ ব্রিটিশ সরকারের ওপরে ক্ষিপ্ত হতে শুরু করলো। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে একটি ঐতিহাসিক সমাবেশ হয়েছিল। সেই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভুপেন্দ্রনাথ বসু এবং অম্বিকা চরণ মজুমদার। টাউন হলের সভায় প্রায় বিশ হাজারের অধিক লোক সমাগম হয়েছিল। চার হাজার ছাত্র জমায়েত হয়েছিল। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এবং 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত পরিবেশন করেন। যন্ত্র সঙ্গীতে সংগত দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হতে শুরু করে। সেইদিন সারা বাংলা জুড়ে 'অরন্ধন' দিবস পালন করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারকে বলা হয়েছিল বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা সহজে ফিরিয়ে না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকল। যার ফলে জনতা রাস্তায় নেমে এসে বিদেশি পণ্য বয়কট করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে রাস্তায় উপস্থিত হয়ে 'রাখি' পরিয়ে জনগণকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উজ্জীবিত করতে শুরু করেন। বাংলার সমস্ত মানুষ গঙ্গা স্নান করে প্রতিজ্ঞা করতে থকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলবে যতদিন না ইংরেজ সরকার বাংলা ভাগ থেকে বিরত না হচ্ছে। সরকারকে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠকুর সেই সময়ে চিৎপুরের বড় মসজিদে (নাখদা মসজিদ) উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের ভাই বলে গ্রহণ করে তাদের হাতে রাখি পরাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। হিন্দু মুসলমান এক হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বাংলা ভাগ করা নিয়ে গর্জন করে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। তারপরে সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ পার্সি বাগান পার্কে উপস্থিত হয়ে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ফেডারেশন হল (মিলন মন্দির) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে সরকার থেকে বার্তা দেওয়া হল কোনও ছাত্ররা রাজনীতি সভা এবং মিছিল অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। ১৯০৫ সালে নভেম্বর মাসে সরকার থেকে নির্দেশ জারি হল 'বন্দে মাতরম' স্লোগান দেওয়া নিষিদ্ধ। সরকার নির্দেশ বিরোধী সোসাইটি নির্মাণ করা হল। তার সম্পাদক হলেন শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। কিন্তু ৪ নভেম্বর ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অমান্য করে রংপুর জেলা স্কুলের ছাত্ররা কলেজ স্কোয়ারের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় অংশ গ্রহণ করলো। সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যা আজকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত- 'ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এই দুটে গান বাংলাকে ভাগ করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাংলার ছাত্র থেকে শুরু করে তরুণদের আন্দোলনকে কোনও রকমভাবে রুখতে পারছিল না ব্রিটিশ সরকার। একেবারে নাজেহার অবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছে সরকারের।

১৯০৭ সালে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলো ব্রিটিশ সরকার। ১৯০৭ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ এবং হেমেন্দ্রনাথ বাগচীকে অপরাধী বলে গণ্য করলেন। মুদ্রক অপূর্ব কৃষ্ণ বোসকে তিন মাসের জেল দিলেন বিচারপতি কিংসফোর্ড। ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন একটি কবিতা অরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। তিনি লিখলেন 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের সহ নমস্কার।' কবিতা লেখার সালেই রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। সেই সময়ে অরবিন্দ রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে থাকতেন। সেই সয়ে রাজা সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, নিরোদ মল্লিক এবং চন্দননগরের চারু চন্দ্র রায় উপস্থিত ছিলেন। এনারা সবাই কবিগুরুকে সাদরে গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে এসে বসান। রবীন্দ্রনাথ তখন অরবিন্দের কাঁধে হাত রেখে হেসে বলেছিলেন, " ইউ নোবেল মাইণ্ড! ডিড ইউ প্লে ফলস ইউথ মি?" অরবিন্দ মৃদু স্বরে বলেছিলেন, " নট ফর লং"। তারপরে সকলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আলোচনা চলার সময়ে বিপ্লবী চারু চন্দ্র রায় বলেছিলেন," ইউ ডিড নট অ্যালাও হিম টু গো টু জেল। ইউ হ্যাব বার্ন ওয়ান অর টু ইমপোর্ট্যান্ট পেপার্স। দিস ইজ ওনলি দ্য বিগিনিং। ইওর পোয়েম ইউল নো গো ইন ভেইন।" বিপ্লবী জীবন ত্যাগ করে ঋষি অরবিন্দ পরিণত হওয়ার পরেও পণ্ডিচেরিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আশ্রমিক জীবন কীভাবে কাটাছেন অরবিন্দ তা নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলায় যে সশস্ত্র সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছেন অরবিন্দ তা কোনও দিনই নিভে যাবে না। ভারত স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকবে। সেইটাই পরবর্তী কালে সেটাই দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলায় অরবিন্দের শূন্য স্থানকে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বোস। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিলেন। আর বিপ্লবী রাসবিহারী বোস বাংলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলনকে বিস্তার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ নবদ্বীপের বাঙালরা মাছলি প্রিয় মানুষ

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

প্রিয় মাছ। যদিও খাতায় কলমে শনিবার তাই আজ আমাগো নিরামিষ। বিগত কয়েক দিন শরীর গতিক ভালো না থাকায় সেভাবে কিছু খাওয়ার রুচি নেই,হোম সার্ভিসের কাকুর দৌলতে আসছে সব। রান্না ঘরে উঁকি মারা হচ্ছে না, আমার প্রিয় জায়গা, এদিকে অকাল শীত শিলাবৃষ্টি সব নিয়ে যাক কাল অবশ্য ছোট পিসি ফোনে সাজেশন দিয়েছে মনা খিচুড়ি করে খা, মুখ ছাড়বে, বাবাই অবশ্য পনির পোলাও এর সাজেশন দিয়েছিল, আমাদের বাপ বেটির আগের দিন রাতে ঠিক হয়ে যায় পরের দিন মেনু,মাম ও তাই করতো। পনির আর খিচুড়ি জগা খিচুড়ি সহ মামের স্পেশাল পনির খিচুড়ি সঙ্গে আলু পটল রসা (নতুন পটল রসা বাবাই এর অলটাইম ফেভারিট) চাটনি পাঁপড় সহযোগে। কৈ মাছের প্রতি প্রেম অনেক ছোটবেলা থেকেই, বেশীর ভাগ বাবাই বলতো, স্বর্ণকার চেনে সোনা বাবু চেনে পোনা। খাওয়া দাওয়া বিষয়ে একটু নাক উঁচু, ছোটবেলায় প্রথম ভক্ত কাজলি মাছের শুক্তো তাও দাদুর হাতের। রুই কাতলা চিংড়ি ইলিশ মোটামুটি বাড়ির লোক সেফ জোন আমার বিষয়ে,আড় বড় হলে তবে, ভেটকি মাছের চিল্লি ফিশ বা ফ্রাই তাছাড়া পাতুড়ি বা আলু ফুলকপি দিয়ে রসা চলে না,পাবদা মাছ ও ব্রাত্য।মাগুর আর কৈ খুব প্রিয়,মাগুর মাছের আলু কাঁচা কলা গোলমরিচ দিয়ে রসা,কৈ এর আলু ফুলকপি মটরশুঁটি দিয়া রসা,তেল কৈ,হরগৌরি কিংবা কৈ ভাপা কুমড়ো পাতায়,কৈ পরতি এগুলান পোদ্দার বাড়িতে হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার মাম কৈ মাছ খেতো না আমাদের রান্না করে দিতো। খয়ড়া মুচমুচে ভাজা সঙ্গে ঘি কাঁচা লংকা,নাহলে সরষে পোস্ত দিয়ে আর কালোজিরা কাঁচা লংকা বাটা দিয়া ধনেপাতা কুচি দিয়ে তেল ঝাল,বেলে গড়গুড়ি চচ্চড়ি নাহলে ভাপা, সোনা খড়কে চচ্চড়ি, কুমড়ো পাতায় পাতা পোড়া, মেনিমাছ বাড়িতে সবার প্রিয় বিশেষ করে ঠোটা বা পেটা পাতুড়ি আর ঢাই মাছের রসা আমি এগুলো খাই না। বোয়াল আর শুটকি আমাদের বাড়িতে হয় না। যদিও আমরা বাঙাল, ছোটমার বাবার বাড়িতে কাকদ্বীপ এ ট্রলার ছিল,তাই সেখানে ট্রলারে শুকনো ইলিশ বা চিংড়ি শুটকি, ভেটকি শুটকি পিস পিস করে কেটে ট্রলার এ শুকিয়ে প্রতি বছর বর্ষায় আমাদের বাড়িতে পেটি করে বরফ দিয়ে ইলিশ মাছ পাঠানো হতো তার সঙ্গে আসতো কোটা করে। ছোটমাকে পাশের বাড়ির বর্ণামা (আমার ঠাম্মা আরেক, ওই নামে ডাকতাম)। ওই শুটকি কখনো ঝুড়া বেশি করে পেঁয়াজ রসুন লংকা বাটা দিয়ে কখনো বেগুন দিয়ে গা মাখা মাখা করে রান্না করে দিত, আমাদের বাড়িতে যেহেতু শুটকি হয় না। মাছের মধ্যে ট্যাংড়া অবশ্যই কাটোয়ার ডাটাসহ ঝোল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে রাজ্যপাল

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে উপস্থিত হয়ে রাজ্যপাল আর. এন. রবি তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রায় ১১০০ জন পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁদের প্রত্যেকের অসামান্য সাফল্যের আনন্দ তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে আমি আপ্লুত। তাঁদের উদ্যম ও উৎসাহ আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে। তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।'

I was delighted to have met some 1100 PhD awardee students at the Calcutta University Convocation today– each of them individually and shared with them the joy of their stellar achievements !Was impressed with their energy and enthusiasm! My best wishes for their bright future." .

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

কবিগুরু প্রতিটা মুহূর্তে মানসিক আঘাতে জর্জরিত তা তিনি কাউকে বুঝতে দেননি

ডঃ সুবীর মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু সম্পর্কে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন, "মৃত্যু না থাকলে জীবনের কোন মানে নেই। আর মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে না দেখলে অমৃতের সন্ধান মেলে না। এই জীবন মরণের খেলা দিয়েই জগৎ সত্য হয়ে উঠেছে।"

স্ত্রী মারা গেলেন কবির ৪১ বছর বয়সে। কবির ছিল দুই ছেলে, তিন মেয়ে। রথীন্দ্রনাথ, শমীন্দ্রনাথ আর বেলা, রাণী ও অতশী। স্ত্রী'র পর অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন রাণী। এরপর কলেরায় মারা গেলো ছোট ছেলে শমী। পুত্রশোকে কবি লেখলেন- 'আজ জোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।' কবি'র মনে হল এই জোৎস্নায় কবি বনে গেলে হবে না। বরং তাঁকে জেগে থাকতে হবে, যদি বাবার কথা মনে পড়ে শমী'র! যদি এসে কবিকে না পায়? তিনি লেখেন- 'আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।'

রাণীর জামাইকে পাঠিয়েছিলেন কবি বিলেতে ডাক্তারী পড়তে, না পড়েই ফেরত আসল। বড় মেয়ের জামাইকে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে, ব্যারিস্টারী পড়তে, না পড়েই ফেরত এল। ছোট মেয়ে অতশীর জামাইকেও আমেরিকায় কৃষিবিদ্যার উপর পড়াশোনা করতে। লোভী এই জামাই কবিকে বারবার টাকা চেয়ে চিঠি দিত। একদিন কবি লিখেন,'জমিদারি থেকে যে টাকা পাই, সবটাই তোমাকে পাঠাই। দেশে ফেরার কিছুদিন পর ছোট মেয়েটাও মারা গেল। সবচাইতে কষ্টের মৃত্যু হয় বড় মেয়ের। বড় জামাই বিলেত থেকে ফেরার পর ছোট জামাইয়ের সাথে ঝগড়া হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ওখানে গিয়ে বেলা হয়ে পড়ে অসুস্থ। অসুস্থ এই মেয়েকে দেখতে কবিগুরু প্রতিদিন গাড়ি করে মেয়ের বাড়ি যেতেন। কবিরকে যতরকম অপমান করার এই জামাই করতেন। এমনকি সামনে টেবিলে পা তুলে সিগারেট খেতেন। তবু কবি প্রতিদিনই যান মেয়েকে দেখতে। একদিন কবি যাচ্ছেন, মাঝপথেই শুনলেন বেলা মারা গেছে। কবি শেষ দেখা দেখতে আর গেলেন না। পাছে জামাই মৃত মেয়ের সামনে আবার অপমান করে, মাঝপথ থেকেই ফেরত চলে আসলেন। কবিগুরুর লেখা 'হৈমন্তীর গল্প' যেন কবির মেয়েরই গল্প! শোক কতটা গভীর হলে কবির কলম দিয়ে বের হল, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' জীবনে তিনি বহু প্রিয়জনের মৃত্যু দেখেছেন, তাই হয়তো দৃপ্ত স্বরে বলতে পেরেছিলেন, 'করি না ভয় তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া, দাঁড়াবো আসি তব অমৃত দুয়ারে।' শেষ লগ্নে রোগশয্যায়, অশক্ত জীবনের শরীরে অসুস্থতার কথা একেবারেই বলতে চাননি। তাঁর তখন খুব ইচ্ছে হত নিজের হাতে কলম নিয়ে লিখতে। খাতা নিয়ে লিখতে শুরু করলে, একটু পরেই হাত কেঁপে পেশি শিথিল হয়ে পড়ত। সে সময় তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন, তাঁর লিপিকার সুধীরচন্দ্র কর লিখে নিতেন। 'তিনসঙ্গী' বইয়ের 'রবিবার' গল্পটি ছিল প্রথম মুখে বলে লেখানো। শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে থেকে অস্তগামী রবির দিনলিপি তিনি ১৩৪৮-এর অগ্রহায়ণে 'প্রবাসী'তে লিখে গিয়েছিলেন। মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সম্বন্ধে সুধীরবাবু লেখেন, "কোনদিনও তিনি মৃত্যুপথের বীভৎসতাকে কিংবা তার অনিশ্চয় ভয়কে মনে আমল দেননি। উপরন্তু জীবনের প্রথম থেকেই দেখি মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ ধারায় নানা বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে।"

প্রথম জীবনে তিনি 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' বলে শুরু করলেও মধ্য জীবনে 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এ কথাও ঘোষণা করেন। শেষ জীবনে রোগশয্যায় যে ক'জন তাঁর সঙ্গে থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে রীতিমতো হাসি-ঠাট্টা করতেন। রোগশয্যায় বিশ্বকবি তখন চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ। তাঁর গভীর ঘুমের সময় সকলে তটস্থ হয়ে দূর থেকে দেখে, শ্বাস-প্রশ্বাস যথাযথ হচ্ছে কি না। ফিসফিস করে খবর চালাচালি হতে থাকে। বেশির ভাগ সময় সোফায় আচ্ছন্নভাবে দীর্ঘ ক্ষণ বসে থাকেন। এক সময় নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। এক দিন রাত বারোটার পর তন্দ্রা ভেঙে গেলে জানতে চান, "দারোয়ানের যেন পেটে ব্যথা হয়েছিল। কেমন আছে সে?" কোনও দিন কুকুরটাকে খাবার দিয়ে আদর করতেন। কৌতূহল নিয়ে দেখতেন চড়ুইটাকে। তাদের নিয়ে তাঁর অজস্র প্রশ্ন। মৃত্যুভয় তাঁকে কখনও কাবু করতে পারেনি। এক দিন মজা করে তাঁকে বলা হয়েছিল, বুড়ো বয়সে সবাই ঠাকুর দেবতার নাম জপে, আর আপনি পশুপাখি লোকজন নিয়ে হাসি গল্প করছেন। লোকে কী বলবে আপনাকে? কবি আরও মজা পেয়ে ছদ্মগাম্ভীর্যে বললেন, "সত্যিই তো লোকে কী বলবে!"

রোগশয্যায় পা ঠিকমতো নড়াচড়া করতে পারেন না। সবাই বলে বিশ্রাম নিতে। নাতনি ওযুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে চায়। সবার পীড়াপীড়িতে কিছু ক্ষণ ঘুমের ভান করেন। রাত তিনটের সময় চিরদিনের অভ্যেসমতো লিখতে চান। সবাই বলে, এখনও ওঠার সময় হয়নি। তাঁর বিশ্বাস হয় না; "নিশ্চয়ই আমাকে তোরা ফাঁকি দিচ্ছিস।" দুর্বল শরীরে টানা কাজ করতে পারেন না। কপালের শিরায় ফুটে ওঠে শীর্ণতা। দৃষ্টি ক্ষীণ। শ্রবণশক্তিও। দু'-তিন জন মেয়ে পালা করে, তাঁর ফরমায়েশি গানগুলো গায়। তাই শুনে বলেন, "ওরে গানটা ভালো করে গা তো। সিন্ধুপারে চাঁদ তো বুঝি আমার জন্য আর উঠবে না।"

২৪ শে জুলাই ১৯৪১ সমগ্র শান্তিনিকেতন, ভুবনডাঙ্গা, বোলপুর জুড়ে খবর রটে গেল কবিগুরু চিকিৎসার জন্য শান্তি নিকেতন ছেড়ে যাচ্ছেন কলকাতা। তখন নতুন নতুন আলোর জন্য শান্তিনিকেতনের চারিদিকে ল্যাম্পপোস্ট বসানো হচ্ছে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাওয়ার সময় ভুবনডাঙার রাস্তার ধারে নতুন পাওয়ার হাউস দেখে তিনি নাতনি নন্দিতাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন "পুরনো আলো চললো, আসবে বুঝি এবার তোদের নতুন আলো।"

২৫ শে জুলাই ১৯৪১, খুব ভোরে উঠে তৈরি হয়েছেন কবিগুরু, উদয়ন বাড়ির দোতলায় পূব দিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি, মনে মনে ভাবছেন তার প্রিয় আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা ভোর না হতে হতে সকলে মিলে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে এলেন উদয়নের সামনে 'এদিন আজি কোন্ ঘরে গো, খুলে দিল দ্বার। আজি প্রাতে সূর্য ওঠা, সফল হল কার...'। কবি গ্রহণ করলেন বৈতালিকের সংগীত অর্ঘ্য। উদয়নের দোতলা থেকে নামার পর তার প্রিয় 'বাঙাল' ক্ষিতিমোহন সেনকে বললেন, "একমাস পরে ফিরবো। দেখো ছড়ার বইটা যেন ছাপানো শেষ হয়ে থাকে।" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র জীবনকথা'তে লেখেন, "শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সত্তর বৎসরের স্মৃতিজড়িত কবি কি বুঝতে পেরেছিলেন এই তাঁর শেষ যাত্রা? কবিকে স্ট্রেচারে করে নিচে নামানো হল। কবি আধশোয়া অবস্থায়। চোখে নীল চশমা। যাবার সময় চোখে রুমাল দিচ্ছেন দেখা গেল।" যাবার সময় ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ইশারায় কাছে ডেকে বলে গেলেন, 'ডাঃ আমার আশ্রম রইলো,আশ্রমবাসীরা রইলেন, তাদের তুমি দেখো।'

উদয়ন থেকে উত্তরায়নের লাল সুরকির পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। দুদিকে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত আশ্রমিক। তারা সমবেত হয়ে গান গাইছেন,'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন। তার আকাশ- ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে,..'। জোড়াসাঁকোয় অসুস্থ কবিকে সারা ক্ষণ দেখাশোনা করতেন প্রশান্ত মহলানবিশের স্ত্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশ (রানী)। কবি তাঁকে মজা করে বলতেন 'হেডনার্স'। কবির শেষ দিনগুলির রোজনামচা লিখে গেছেন 'বাইশে শ্রাবণ' বইটিতে।

শ্রীমতি মহলানবিশের কোথাও যাওয়ার কথা উঠলেই কবি হুমকি দেন "শেষ পর্যন্ত এমন একটা অসুখ করবো, তখন দেখি আমার হেডনার্স কি করে যায়।" কবির অপারেশন জোড়াসাঁকোয় হবে বলে ঝকঝকে করে পরিষ্কার করা হয়েছে। ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায় গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়ার পর ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। পরের দিন ইনজেকশনের এই প্রতিক্রিয়া কেটে যাওয়ার পর বেশ হাসিমুখে রানী মহলানবিশকে বললেন, "জানো আজও আর একটা কবিতা হয়েছে সকালে। এ কী পাগলামি বল তো? প্রত্যেক বারই ভাবি এই বুঝি শেষ, কিন্তু তারপরেই দেখি আবার একটা বেরোয়। এ লোকটাকে নিয়ে কি করা যাবে?" লেখাটি ছিল 'প্রথম দিনের সূর্য' নামে বিখ্যাত কবিতাটি।

জীবনের গভীর কষ্টের মধ্যেই তাঁর লেখনী যেন আরও গতিময় হয়ে উঠেছে। তিনিও বলেছিলেন "জীবনের গভীর দুঃখের সময়ই দেখি লেখা আপনি সহজে আসে। মন বোধহয় নিজের রচনা শক্তির ভিতরে ছুটি পেতে চায়।" একমাত্র নাতি নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সংবাদ আসায় অনেকে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান বাতিলের কথা বললে তিনি রাজি হননি। এ সম্পর্কে মেয়ে মীরাকে লেখেন, "নিতুকে খুব ভাল বাসতুম, তাছাড়া তোর কথা ভেবে প্রচণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।" এই কারণেই বোধহয় নিজের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট প্রকাশ করতে এত কুণ্ঠা।

অপারেশনের দিনটি তাঁর কাছে চেপে রাখা হয়েছিল, কিন্তু কবিতার সঙ্গে যাঁর নিরন্তর যাপন, সেই ১৯৪১ সালের ৩০ জুলাইয়ে রচনা করেন তাঁর শেষ কবিতাটি রানী চন্দের কলম ধরে। 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/ বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী'।

মিলছে না সিলিন্ডার, ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের পথ অবরোধে স্তব্ধ যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ মার্চ ঃ রান্নার গ্যাস সরবরাহে অনিয়ম ও কালোবাজারির অভিযোগ তুলে মালদা শহরে এক গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর সংস্থার বিরুদ্ধে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকদের একাংশ। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় শহরের মনস্কামনা রোড এলাকায়। জানা গেছে, ওই এলাকায় অবস্থিত 'উত্তরণ এইচপি গ্যাস সার্ভিস' নামের একটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসের সামনেই এদিন বিক্ষোভে সামিল হন বহু গ্রাহক। অভিযোগ, দীর্ঘদিন আগে গ্যাস বুকিং করার পরও তারা সিলিন্ডার পাননি। এমনকি বুকিংয়ের পর ডেলিভারির ম্যাসেজ পেলেও বাস্তবে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে না। গ্রাহকদের দাবি, তাদের বরাদ্দ গ্যাস অন্যত্র কালোবাজারিতে বিক্রি করা হচ্ছে। এই অভিযোগের প্রতিবাদেই তারা রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করেন। এক ক্রেতা অভিযোগ করে বলেন, আগাম টাকা কাটিয়ে গ্যাস বুকিংয়ের পরও সিলিন্ডার মিলছে না। মোবাইলে ডেলিভারি মেসেজ পেলেও বাস্তবে সিলিন্ডার পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই কালোবাজারি করে গ্যাসকে অন্যত্র বিক্রি করা হচ্ছে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি। বিক্ষোভকারীদের আরও দাবি, এই গ্যাস সিলিন্ডার কালোবাজারি কাণ্ডে দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সাধারণ গ্রাহকদের নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ও প্রশাসনের ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় বলে জানা গেছে।

মাদক পাচারের চেষ্টা গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ মার্চ ঃ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অধীনস্থ ডাক বিভাগের একটি পার্সেল গাড়ি করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার করতে গিয়ে সোমবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার পুলিশের হাতে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ গ্রেপ্তার হলেন দুই ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তিদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে উন্নতমানের প্রায় ৬৭ কেজি গাঁজা। পুলিশ সূত্রের খবর উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও একটি রাজ্য থেকে এই গাঁজা নিয়ে আসা হয়েছিল এবং রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে কলকাতায় তা পাচার করার চেষ্টা হচ্ছিল। গাঁজা পাচারের অভিযোগে পুলিশ উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া এলাকার বাসিন্দা গোবিন্দ সরকার এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি এলাকার বাসিন্দা অধীর মন্ডল নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তিরা কোথা থেকে এত পরিমাণ গাঁজা পেয়েছিল এবং কাদের হাতে তা তুলে দিতে যাচ্ছিল তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই গাঁজা কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সাগরদিঘি থানার এক আধিকারিক জানান, রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সাগরদিঘি থানার বিভিন্ন গ্রাম এবং ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশে রোজ নিয়মিত নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সোমবার রাতে মোড়গ্রামের কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশি চলার সময় কেন্দ্র সরকারের ডাক বিভাগের অধীনস্থ একটি পার্সেলবাহী গাড়ি পুলিশ আটকায়। গাড়ির ড্রাইভারের কেবিনে তল্লাশি চালাতেই কয়েকটি বস্তার মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, নাকা তল্লাশির সময় যাতে পুলিশের কোনও সন্দেহ না হয় সেই কারণে বস্তাগুলোর গায়ে সরকারি সিল এবং অন্যান্য সরকারি ট্যাগ লাগানো ছিল। এক নজরে দেখলে অনেকেরই মনে হতে পারে ওই বস্তাগুলো ডাক বিভাগের কোনও চিঠি বা অন্যান্য পার্সেল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে আগে থেকেই প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সাগরদিঘি থানার পুলিশ গাড়িটিকে ভালো করে তল্লাশি চালাতেই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। পুলিশের অনুমান, সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও একটি রাজ্য থেকে কোচবিহার এলাকায় কয়েকজন মাদক পাচারকারী বিপুল পরিমাণ গাঁজা নিয়ে আসেন। এরপর সেই গাঁজা কলকাতায় পাচার করার চেষ্টা হচ্ছিল।

প্রার্থী ঘোষণা হলেই বিজেপির গৃহযুদ্ধ লাগবে .. অভিজিত দে ভৌমিক , নিজেদের গৃহযুদ্ধ সামলান .. অভিজিত বর্মন

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৪ মার্চ ঃ নির্বাচন ঘোষণার পর অনেকদিন পেরিয়ে গেল এখনো পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারল না বিজেপি। কোচবিহারের নটি আসনের মধ্যে এখনো তিনটি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারেনি বিজেপি। অপরদিকে কোচবিহারের সব কটি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কোচবিহারের নটি আসনের মধ্যে এবার অন্যতম আসনটি হল কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী নিখিল রঞ্জন দে চার হাজার কাছাকাছি ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। এবার এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিও এক প্রার্থী কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই কেন্দ্রেই ৩১ শতাংশ সংখ্যালঘু মানুষের ভোট রয়েছে। ৩৩ শতাংশ রাজবংশী এবং ৭ শতাংশ নমঃশূদ্র ভোট। ফলে এই দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সুকটাবাড়ি হাড়িভাঙ্গা অঞ্চল গুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মানুষ থাকে। ফলে এই এলাকাগুলো থেকে বারবারই তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল পরিমাণ ভোটে এগিয়ে থাকেন। তবে যখনই শহরে গণনা শুরু হয় তখনই তৃণমূল কংগ্রস পিছিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই দক্ষিণ

বিধানসভা কেন্দ্রকে পাখির চোখ করে জনসাধারণের সাথে জনসংযোগ করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। প্রার্থী তালিকায় তার নাম ঘোষণা হতেই জোরকদমে প্রচার সারছেন তিনি। মঙ্গলবার প্রচারে বেরিয়ে এখনো দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করতে পারিনি। এই প্রসঙ্গে রীতিমতো ঠাট্টা করে সাংবাদিকদের বলেন - বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হলেই বিজেপির সদর কার্যালয়ে ভাঙচুর হবে। এমন কিছু লোকের নাম শোনা যাচ্ছে যাতে করে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। পাশাপাশি নাম না করে তিনি বলেন যে একজন দলে যোগদান করার জন্য প্রতিদিন বিজেপি কার্যালয়ের সামনে দিয়ে সকাল বিকেল যাতায়াত করেন যাতায়াত করেন কিন্তু বিজেপি তাকে ডাকছে না আপনারা তো সবই জানেন আপনাদেরই তো সহকর্মী। নাম না করে এক সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে করেই বলেন তিনি। যদিও তার এই বক্তব্যের পাল্টা দিয়েছে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন। অভিজিত বর্মন বলেন - অভিজিত দে ভৌমিক তার নিজের দলের গৃহযুদ্ধের কথা ভাবুক। তার দলে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তার দিকে নজর দিক বিজেপিকে নিয়ে ভাবতে হবে না। বিজেপির নিয়ে বিজেপি ভাববে। তবে একথা ঠিক এখনও প্রার্থী তালিকায় কেন তিন বিধানসভার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হলো না তা নিয়ে উচ্চে বিস্তর প্রশ্ন। বিজেপির অভ্যন্তরে শোনা যাচ্ছে নানারকম অসন্তোষের রকমারি কথা। এমতাবস্থায় সামনের বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারের ক্ষেত্রে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভায় বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়ল বিজেপি। কবে ঘোষণা হবে বিজেপি প্রার্থীর নাম তা নিয়ে এখনো দ্বন্দ্বে বিজেপি নেতৃত্ব? ফলে বিরোধীহীন প্রচার সারছে তৃণমূল প্রার্থী অভিজিত দে ভৌমিক। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসলে যদি কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জয়লাভ করে তাহলে অবশ্যই তিনি মন্ত্রীত্বের দাবিদার থাকবেন বলে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে কানাঘুষো। গত লোকসভা নির্বাচনে তার সভাপতিত্বেই কোচবিহারের লোকসভা আসনটি জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। এমত অবস্থায় দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের রং কি হয় তার উত্তর মিলবে ইভিএমে ৪ মে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২০ জোড়া নতুন ট্রেন সূচনার মাধ্যমে সমগ্র পরিষেবা অঞ্চলে সংযোগ ব্যবস্থার উন্নীতকরণ

মালিগাঁও, ২৪ মার্চ ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২০ জোড়া নতুন ট্রেন পরিষেবা সূচনার মাধ্যমে যাত্রী সংযোগ, সুগম যাত্রা এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণে প্রিমিয়াম, সেমি-

প্রিমিয়াম এবং প্রচলিত ট্রেন পরিষেবার একটি ভারসাম্যপূর্ণ সংমিশ্রণ রয়েছে, যার লক্ষ্য হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এবং দেশের অন্যান্য অংশের সাথে রেল যোগাযোগকে শক্তিশালী করা। এই পদক্ষেপটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নেটওয়ার্ক জুড়ে অ্যাক্সেসযোগ্যতা, যাত্রী সেবার মান এবং সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতার উন্নয়নে তাদের অব্যাহত অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এই সম্প্রসারণের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হলো বেশ কয়েকটি উন্নত ট্রেন পরিষেবার প্রবর্তন- বিশেষভাবে কামাখ্যা ও হাওড়ার মধ্যে পরিচালিত 'বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস', যা উন্নত সুযোগ-সুবিধা সহ একটি আধুনিক ও দ্রুতবেগী রাত্রিকালীন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এছাড়াও, সাশ্রয়ী অথচ আরামদায়ক দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সাত জোড়া 'অমৃত ভারত এক্সপ্রেস' ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছে, যা নাগেরকয়েল, তিরুচিরাপল্লি, গোমতি নগর, রোহতক, বেঙ্গালুরু, পানভেল এবং চারলাপল্লির মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোকে সংযুক্ত করে। এই তালিকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো রাজধানী এক্সপ্রেস, যা সাইরাং-এর সাথে দিল্লির সংযোগ স্থাপন করে এর ফলে মিজোরাম ও ন্যাশনাল ক্যাপিটালের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করেছে। দীর্ঘ দূরত্বের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে, জলপাইগুড়ি রোড ও শিয়ালদহের মধ্যে 'হমসফর এক্সপ্রেস' এবং 'সাইরাং-কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস'-এর মতো পরিষেবাগুলি চালু করা হয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে, সাইরাং-গুয়াহাটি-সাইরাং এক্সপ্রেস, শিলচর-সাইরাং-শিলচর এক্সপ্রেস, নিউ জলপাইগুড়ি- গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস, আগরতলা-নারেঙ্গি-আগরতলা এক্সপ্রেস ইত্যাদির মতো কয়েকটি ট্রেন আন্ত ঃ -আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থা মজবুত করছে। সামগ্রিকভাবে, নতুনভাবে চালু করা পরিষেবাগুলোর মধ্যে এই অঞ্চলের প্রধান রুটগুলোতে দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চলাচল করা এক্সপ্রেস ও যাত্রীবাহী ট্রেনের একটি সংমিশ্রণ রয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে যে, আঞ্চলিক সংহতি এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিশীলতার ক্ষেত্রে এগুলো একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে। এই সম্প্রসারণ উত্তর-পূর্ব ভারত এবং এর সংলগ্ন অঞ্চলের শেষ প্রান্তের সাথে সংযোগ শক্তিশালীকরণ, পর্যটনের প্রসার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করার বিষয়ে ভারতীয় রেলওয়ের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিচালিত পরিষেবাগুলোর মাধ্যমে, এই নতুন ট্রেনগুলো আঞ্চলিক একত্রীকরণ ও চলাচলের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিকাঠামো ও সেবার মান ক্রমাগত উন্নত করার পাশাপাশি সুগম, দক্ষ এবং যাত্রী-কেন্দ্রিক রেলসেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।

ভূতনাথ মালিককে ঘিরে তৃণমূলের প্রচারে ঝড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৪ মার্চ ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভূতনাথ মালিককে ঘিরে জোরকদমে শুরু হয়েছে নির্বাচনী প্রচার। মঙ্গলবার সকালে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন প্রার্থীকে নিয়ে জারগ্রাম অঞ্চলে একটি কর্মী বৈঠকে যোগ দেন। একটি স্থানীয় স্টোরে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি শেখ আলাউদ্দিন, প্রধান নূরজাহান বিবি, জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। 'ঘরের ছেলে'কে প্রার্থী হিসেবে পেয়ে উচ্ছ্বসিত কর্মী-সমর্থকেরা সাড়ম্বরে বরণ করে নেন ভূতনাথ মালিককে। এদিনের বৈঠকে পুরনো দিনের কর্মীদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, দল থাকলেই আমাদের অস্তিত্ব। বহুদিন পর জামালপুরে ভূমিপুত্র প্রার্থী পেয়েছি। তাই ঘরে বসে থাকলে চলবে না, সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুথে বুথে প্রচার চালাতে হবে। তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেই ভোট চাইতে হবে। প্রার্থী ভূতনাথ মালিক বলেন, আমি এই এলাকারই মানুষ। প্রতিটি অঞ্চল আমার চেনা। তাই এখানকার মানুষের কাছে আমার প্রত্যাশা অনেক বেশি। আমি নিশ্চিত, জামালপুরের মানুষ আমাকে আশীর্বাদ করবেন। বিকেলে চকদিঘী ও জামালপুর-২ অঞ্চলেও একাধিক কর্মী বৈঠক করেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

ভোর থেকে রাত নিজের এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংযোগ স্বপন দেবনাথের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ মার্চ ঃ বয়স টা তার কাছে একটা সংখ্যা মাত্র! শরীর কিছুটা অশক্ত হলেও মানসিক জোর আর পাঁচটা যুবকের থেকে কম নয়। তাই দিন কিম্বা রাত বিধানসভা অধিবেশন কিংবা প্রচারের

কাজের সময় ছাড়া সারা বছরই জনসংযোগে ব্যস্ত থাকেন রাজ্যের বর্ষীয়ান মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী স্বপন দেবনাথ। এবারও পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পঞ্চমবারের জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি। বাম আমল থেকেই এই কেন্দ্র তার শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা ও প্রার্থী তালিকা প্রকাশের অনেক আগেই জনসংযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন স্বপন দেবনাথ। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই তিনি লাগাতার নিজের বিধানসভা এলাকায় ঘুরে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। কখনও চাটাই পেতে আলো জ্বালিয়ে সন্ধ্যার বৈঠক, কখনও আবার চায়ের আড্ডায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা-এইভাবেই চলছে তার প্রচার। ভোটের জন্য আলাদা করে আবেদন করতে শোনা যাচ্ছে না তার গলায়। বরং সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ই তার প্রচারের মূল ভরসা। সমুদ্রগড় বাজার, ফলের বাজার থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় কেনাকাটার বাজার-সব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে তাকে। অনেক সময় রাস্তায় বেরিয়ে নিজের গলার মালা খুলে ভোটারদের পরিয়ে দিতেও দেখা যাচ্ছে তাকে। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করে তাদের অভাব-অভিযোগের কথাও শুনছেন তিনি। কর্মীদের দাবি, এই ধরনের জনসংযোগ কর্মসূচি স্বপন দেবনাথ সারা বছরই চালিয়ে যান। খেতমজুরদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে সময় কাটানো, তাদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে নেওয়াও তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। সম্প্রতি সমুদ্রগড় এলাকার বৃহত্তম কিষানমান্ডিতে গিয়ে চাষি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলেন তিনি। সেখানে একটি সবজি সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার আশ্বাসও দিয়েছেন। ২০০৬ সাল থেকে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে আসা স্বপন দেবনাথ এবারও জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তার দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছে, তাতে বিরোধীরা মানুষের সমর্থন পাবে না। এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও পরিকাঠামো গড়ে তোলার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তবে কর্মীদের উদ্দেশ্যে তার স্পষ্ট বার্তা-ঘরে বসে থাকলে চলবে না। উন্নয়নকে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যেতে হবে। পাশাপাশি বিরোধীদের অপপ্রচার ও কুৎসার জবাব দিতে সরাসরি ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোরও নির্দেশ দেন তিনি।

Govt. of West Bengal

Short Notice Quotation Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Rangabelia Flood Center under Gosaba PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026.(**Tender Ref: NIQ No. 86/Q of S24PED of 2025-26**) ii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 03 nos. locations Ramnagar High School, Dumduma High School, Rana Beliaghata High school under Baruipur PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (**Tender Ref: NIQ No. 87/Q of S24PED of 2025-26**) iii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 02 nos. locations Baharu Girls' High School and Majilpur J.M. Training School under Joynagar PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (**Tender Ref: NIQ No. 88/Q of S24PED of 2025-26**) iv) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Joynagar II Govt. ITI College under Bakultala PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (**Tender Ref: NIQ No. 89/Q of S24PED of 2025-26**) v) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Katamari Flood center under Kultali PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (**Tender Ref: NIQ No. 90/Q of S24PED of2025-26**) vi) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Madhya Gurguria flood center under Maipith Coastal PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (**Tender Ref: NIQ No. 91/Q of S24PED of 2025-26**) vii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 02 Nos. locations Nalia Khali G.N Harinarayani Vidyapith and Taldi Mohan Chand High School under Canning PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (**Tender Ref: NIQ No. 92/Q of S24PED of 2025-26**) viii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Narayanpur Akshay Vidyamandir, Canning-II Govt. ITI Collage and Ghutiary Sharif B.M Vidyapith under Jibantala PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (**Tender Ref: NIQ No. 93/Q of S24PED of 2025-26**) ix) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Purandar Flood Centre under Basanti PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (**Tender Ref: NIQ No. 94/Q of S24PED of 2025-26**) x) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Santigachi Multipurpose cyclone center under Sundarban Coastal PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (**Tender Ref: NIQ No. 95/Q of S24PED of 2025-26**) xi) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Jagaddal Wooma Charan High School (H.S) under Sonarpur PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (**Tender Ref: NIQ No. 96/Q of S24PED of 2025-26**) xii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Green Park Sikshasadan High School and Laskarpur Vidyasagar High School under Narendrapur PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (**Tender Ref: NIQ No. 97/Q of S24PED of 2025-26**). Last Date of Permission: : **26.03.2026 Upto 01.00 P.M**. Bid Submission closing: **26.03.2026 Upto 01.30 P.M**. Bid opening Date: **26.03.2026 after 02.00 P.M.**

Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

বাংলায় কথা বলার প্রশিক্ষণ নিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বলল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৪ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে রাজ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তারই মধ্যে নতুন করে গুরুত্ব পেল ভাষাগত যোগাযোগের বিষয়টি। শীতলকুচি ঘটনার স্মৃতি এখনও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তাজা থাকায়, এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বাংলায় প্রাথমিকভাবে কথা বলার প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দিল রাজ্য পুলিশ। এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের সময় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। এই বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই ভিনরাজ্যের হওয়ায় স্থানীয় ভাষা বুঝতে বা বলতে সমস্যায় পড়েন। এর ফলে অনেক সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটে এবং ভুল বোঝাবুঝির পরিস্থিতিও তৈরি হয়। শীতলকুচির ঘটনায় এমনই এক পরিস্থিতির কথা সামনে এসেছিল, যেখানে ভাষাগত সমস্যার কারণে উত্তেজনা আরও বেড়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা অন্তত প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষা শেখার চেষ্টা করে। এতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আরও সহজ হবে এবং কোনও পরিস্থিতিতে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে প্রশাসন। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে অনেক মানুষই হিন্দি বা ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ্য নন, সেখানে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এটি কোনও বাধ্যতামূলক নির্দেশ নয়, বরং একটি পরামর্শমূলক উদ্যোগ। তবে এর গুরুত্ব অনেক। তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সেই কাজ করতে গেলে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং স্পষ্ট যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরি। ভাষা সেই যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। অন্যদিকে, এই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। শাসক দল এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, এতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত হবে। তাদের মতে, স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে পারলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মানুষের সমস্যাও ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এড়ানো যাবে। বিরোধী দলগুলির একাংশ অবশ্য এই পদক্ষেপকে কটাক্ষ করেছে। তাদের দাবি, প্রশাসন আসল সমস্যাগুলি আড়াল করতে ভাষার বিষয়টি সামনে আনছে। তাদের মতে, নির্বাচনের সময় নিরপেক্ষতা এবং সুষ্ঠু ভোটই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ভাষা নয়। যদিও এই মন্তব্যকে তীব্রভাবে খারিজ করেছে প্রশাসন। শীতলকুচির ঘটনাকে ঘিরে এখনও মানুষের মনে নানা প্রশ্ন রয়ে গেছে। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সে জন্যই আগাম সতর্কতা হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনের একাংশের মতে, শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগে নয়, বরং সংবেদনশীলতা এবং বোঝাপড়াও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যেও এই প্রস্তাব নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখা গেছে বলে সূত্রের খবর। অনেকেই মনে করছেন, স্থানীয় ভাষা জানলে কাজ করা অনেক সহজ হয়ে যায়। এতে মানুষের সঙ্গে দূরত্ব কমে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান সময়ে নির্বাচনের মতো সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, একটি ছোট ভুল বোঝাবুঝিও বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই দিক থেকে দেখলে, ভাষাগত দক্ষতা বাড়ানো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
অরিন্দম সাহা
আমোক্তারনামা দাতাঃ **M/s, SHIBA CONSTRUCTION**
ঠিকানাঃ **মোহন্ত পাড়া, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **অরিন্দম সাহা**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **186** নং বহি **13.01.25** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **285-17.01.2025**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/2568**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং- 91, R.S খতিয়ান 7138, 7135 R.S দাগ- 1083, 1082 L.R দাগ- 68, 69 জমির পরিমাণ- 0.0024 + 0.0024
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **অরিন্দম সাহা**
পিতা ঃ চন্ডীচরণ সাহা
ঠিকানাঃ কদমতলা, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
উৎসা সিনহা
আমোক্তারনামা দাতাঃ **রঞ্জিত কর**
ঠিকানাঃ **রাহুত বাগান, দেবনগর, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **উৎসা সিনহা**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **2663** নং বহি **08.08.25** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **3278-24.11.2025**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/2562**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং- 26, R.S দাগ- 1192, L.R দাগ- 1279, L.R খতিয়ান - 3318 মোট জমি- 0.060
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **উৎসা সিনহা**
স্বামী ঃ উৎপল সিনহা
ঠিকানাঃ বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১

SHRIRAM Finance

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা আমাদের গ্রাহকবৃন্দ এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের **বহরমপুর-১ শাখা**-যা বর্তমানে ১লা তলা, নির্মলা ভবন, বাজাজ শোরুমের বিপরীতে, কাটবেলতলা, জলঙ্গি রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১ ঠিকানায় অবস্থিত-তা আগামী **২৯ জুন, ২০২৬** তারিখ থেকে ২য় তলা, এনএইচ ৩৪, পঞ্চাননতলা রোড হোটেল সম্রাটের সন্নিকটে, পোঃ ও থানাঃ বহরমপুর (পশ্চিমবঙ্গ), মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১ ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য নতুন কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য।

আঞ্চলিক ব্যবসায়িক প্রধান

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites offline SNIQ for the following: Tender ref. No.: **WBPWD/EE/HCD/SHORTNIQ 12/2025-26**
Last Date and time limit of the application : **27.03.2026from 1.00 p.m.** Last Date and time limit for issue of quotation paper : **27.03.2026 from 2.00 p.m.** Last Date and time limit for submission of quotation paper: **27.03.2026 up to 3.00 p.m.** Date and time of opening of quotation : **27.03.2026 at 4.00 p.m.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **https://wbpwd.gov.in**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly. (Phase-III).."
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-40 of 2025- 26
Bid submission closing date: 26/03/2026 upto 02.30 P.M.
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল-১
ভারত সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ
৪র্থ তলা, ভিখুভাই চেম্বার্স, ১৮, গান্ধীকুঞ্জ সোসাইটি, কোচরাব আশ্রমের নিকটবর্তী, এলিসব্রিজ, আহমেদাবাদ-৩৮৮ ০০৬

ফর্ম নং ১৪
প্রবিধান ৩৩ (২) দ্রষ্টব্য

(গুজরাট রাজ্যের আহমেদাবাদ, গান্ধীনগর, মেহসানা, পাটন, সবরকাঁথা (হিম্মতনগর) এবং বনসকাঁথা (পালনপুর) জেলাসমূহ নিয়ে গঠিত এলাকার জন্য-'ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্য ঋণ পুনরুদ্ধার আইন, ১৯৯৩'-এর ৩ ধারার অধীনে-১লা জুন, ২০০৭ তারিখ থেকে প্রতিষ্ঠিত।)

(ঋণ পুনরুদ্ধার ও দেউলিয়াত্ব আইন, ১৯৯৩-এর ২৫ থেকে ২৯ ধারা দেখুন, যা আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের ২ নং বিধির সাথে পঠিতব্য।)

আর. সি. নং. ০৭ / ২০২৬	ও. এ. নং. ৫১ / ২০১৩
ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক	সার্টিফিকেট হোল্ডার
বনাম	
ম্যাপল ফাইন ডাইন প্রাইভেট লিমিটেড ও অন্যান্য	সার্টিফিকেট হোল্ডার

প্রতি,

দাবি নোটিশ

সিডি নং ১	ম্যাপল ফাইন ডাইন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
সিডি নং ২	শ্রী সুশীল কান্তিলাল সারালিয়া
সিডি নং ৩	শ্রীমতি পুনম সুশীল সারালিয়া বিবাদী নং ১ থেকে ৩ যাদের ঠিকানাঃ নীলকমল বিল্ডিং, ৪১, এলগিন রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০ এবং ৭১, ক্যানিং স্ট্রিট, কক্ষ নং এ-৩১২, ৩য় তলা, কলকাতা-৭০০ ০০১।
সিডি নং ৪	শ্রী গৌরব অরবিন্দ কুমার রাজপোপাট বি-৬০৩, রিজেন্সি টাওয়ার, ম্যানেজমেন্ট এনক্লেভের বিপরীতে, বস্ত্রাপুর, আহমেদাবাদ-৩৮০ ০১৫

আহমেদাবাদের DRT-I-এর মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক O.A./M.A./Misc. I.A./Exe. Pet/ নং ৫১ /২০১৩-এর প্রেক্ষিতে জারিকৃত 'রিকভারি সার্টিফিকেট' -এর আলোকে, আপনার নিকট মোট ৩২,০০,৮০৮.০০ /- টাকা (বত্রিশ লক্ষ আটশ আট টাকা মাত্র) পাওনা রয়েছে।
আপনাকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উল্লিখিত / নিচের বর্ণিত অর্থ জমা দিন অন্যথায়, বিধি অনুযায়ী উক্ত পাওনা অর্থ আদায় করা হবে।
উপরে উল্লিখিত অর্থের অতিরিক্ত হিসেবে, আপনাকে নিম্নোক্ত অর্থও পরিশোধ করতে হবেঃ
(ক) রিকভারি সার্টিফিকেটের শর্তাবলী অনুযায়ী প্রদেয় সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ।
(খ) এই নোটিশ জারি এবং পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে গৃহীত হতে পারে এমন অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্ত খরচ, মাশুল ও ব্যয়ভার।
আমার স্বাক্ষর ও ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরযুক্ত, এই ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
পরবর্তী তারিখঃ ২৫.০৩.২০২৬

Seal

স্বাক্ষরিত /- (লাভ কুমার)
উদ্ধারকারী কর্মকর্তা - ডিআরটি-।, আহমেদাবাদ

শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (এসএআরপিএল)
(বিভিন্ন এসএআরসি ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে কর্মরত)

SHRIRAM Asset Reconstruction

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ শ্রীরাম হাউস, ৪ নম্বর, বার্কিট রোড, টি. নগর, চেন্নাই-৬০০০১৭ ।
কর্পোরেট কার্যালয়ঃ ইউনিট নং এফএফ-ক-০৫, 'এ' উইং, প্রথম তলা, আর্ট গিল্ড হাউস, ফিনিক্স মার্কেট সিটি, এলবিএস মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০৭০,
ওয়েবসাইটঃ www.shriramarc.com, ফোন নম্বরঃ ১৮০০ ১২০ ২৩৮৯ customercare@shriramarc.com.

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
নিরাপত্তা স্বার্থ (বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(১) অনুযায়ী

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী-Shriram Asset Reconstruction Private Limited-এর (SARC Trust-৩-এর ট্রাস্টি হিসেবে কর্মরত) একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে-SARFAESI আইনের ধারা ৫-এর অধীনে এবং 'Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, ২০০২' (যা অতঃপর Sarfaesi আইন হিসেবে উল্লিখিত হবে)-এর বিধান অনুযায়ী এবং 'Enforcement of Security Interest Act, ২০০২'-এর বিধি ৮(১) প্রতিপালনপূর্বক এবং 'Security Interest (Enforcement) Rules ২০০২'-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে-বিভিন্ন ঋণগ্রহীতা (যাদের মধ্যে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারাও অন্তর্ভুক্ত) সম্পর্কিত আর্থিক সম্পদসমূহ, উক্ত সম্পদের বিপরীতে সৃষ্ট জামানত-স্বার্থ এবং তদুপরি বিদ্যমান সমস্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ-সুরক্ষিত পাওনাদার / মূল ঋণদাতা/ হস্তান্তরকারী অর্থাৎ Aditya Birla Capital Limited-এর নিকট থেকে অধিগ্রহণ করেছেন সেহেতু, তিনি SARFAESI আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে-নিচের সারণিতে উল্লিখিত তারিখে একটি 'দাবি নোটিশ' জারি করেছেন। উক্ত নোটিশের মাধ্যমে তিনি নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁরা-উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে-তাঁদের নিজ নিজ নামের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থরাশি, উক্ত নোটিশসমূহে উল্লিখিত প্রযোজ্য / চুক্তিভিত্তিক হারে অর্জিত সুদসহ এবং সেই সাথে নিচের 'তফসিল' বা Schedule-এ উল্লিখিত পরিশোধের তারিখ এবং / অথবা অর্থ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত অতিরিক্ত সুদ (যদি থাকে), আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ইত্যাদি পরিশোধ করেন।
SARPL মূল ঋণদাতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, এবং আর্থিক সম্পদের সাপেক্ষে একজন জামানতযুক্ত পাওনাদারের যাবতীয় অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ এখন তাদের ওপর ন্যস্ত। নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা তাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, Shriram Asset Reconstruction Private Limited-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা, SARFAESI আইনের বিধি ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে বর্ণিত জামানতযুক্ত সম্পদসমূহের দখল গ্রহণ করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিচে উল্লিখিত সম্পত্তিসুরক্ষিত সম্পদসমূহ নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন উক্ত সম্পত্তি বা সুরক্ষিত/ সম্পদ নিয়ে কোনো লেনদেন করা হলে তা ঋণঅর্পণ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত মূল ঋণ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদের বিপরীতে 'শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড'-এর পাওনার অধীন বলে গণ্য হবে। সুরক্ষিত সম্পদসমূহ পুনরুদ্ধার বা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য উপলব্ধ সময়সীমার বিষয়ে, ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতাদের দৃষ্টি SARFAESI আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানসমূহের প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণ হিসাব নম্বর ও ট্রাস্টের বিবরণ	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	দাবি নোটিশের তারিখ ও পরিমাণ	দখলের প্রকৃতি ও তারিখ	নিরাপত্তাধীন সম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)
ABKOLLAPO 00000565843, SARC-Trust-3	মেসার্স বায়োটেক ফাউন্ডেশন, তার চেয়ারম্যানের মাধ্যমে। মি. সুদীপা চক্রবর্তী, মি. অমিত চক্রবর্তী, মি. নীলাঞ্জন বসু, মিসেস রেখা বসু, মি. নারায়ন বসু জিন প্রকৌশল ইনস্টিটিউট	০৯.০৭.২০২৫ তারিখে ৫০,৪৪,০৬৮.১৮/- টাকার (পঞ্চাশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটষট্টি টাকা ও আঠারো পয়সা মাত্র) বিনিময়ে।	২৩শে মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রতীকী দখল	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত, বারাসাত থানা ও এ.ডি.এস.আর (এডিএসআর) অফিসের আওতাধীন, পরগনা-আনোয়ারপুর স্থিত এবং ১৪৬ নং তৌজিভুক্ত-বর্তমানে যার মালিক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার (পক্ষে মাননীয় জেলা সমাহর্তা)-সেই মৌজা আমরাডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত ০৭ (সাত) কাঠা রায়তি দখলিস্বত্বযুক্ত জমির সম্পূর্ণ অংশ ও খণ্ডবিশেষ। উক্ত জমিটি মৌজা আমরাডাঙ্গা, জে.এল. নং ৭০, রি-সার্ভে নং ৯৮, খতিয়ান নং ২০-এর অন্তর্গত বর্তমানে এটি এল.আর. খতিয়ান নং ১৪২, ১৪৫ ও ১৮৩-এর অন্তর্ভুক্ত (যা বর্তমানে ৫৫৯ নং দাগ হিসেবে পুনঃনম্বরিত)। ৪১ নং দাগের অন্তর্গত যে 'ডাঙ্গা' প্রকৃতির জমিটি আমরা ক্রয় করেছি, তা এই দলিলের সাথে সংযুক্ত নকশায় লাল সীমানা দ্বারা চিহ্নিত ও বেষ্টিত রয়েছে এবং 'স্কিম প্লট নং ১' হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। স্থানীয় পরিমাপ অনুযায়ী, এই দলিলের মাধ্যমে মোট ০৭(সাত) কাঠা জমি অন্তর্ভুক্ত করা হলো যার আনুপাতিক খাজনা সরকারি আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। এই সম্পত্তিটি বারাসাত পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের আওতাধীন। সীমানা বিবরণ-উত্তরঃ পৌরসভা সড়ক দক্ষিণঃ প্লট নং 'কে' পূর্বঃ প্লট নং 'ও' ও 'এন' পশ্চিমঃ ১২ ফুট চওড়া সড়ক।

স্থানঃ উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ২৩।০৩।২০২৬

স্বাক্ষরিত /-
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
(SARCTrust-৩-এর ট্রাস্টি হিসেবে কর্মরত)

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

ঘরেই করুন প্রাকৃতিক কেরাটিন ট্রিটমেন্ট -চুল পড়া কমিয়ে ফিরিয়ে আনুন ঘন, উজ্জ্বল ও মসৃণ চুল

এক মাথা ঘন, কালো, ঝলমলে চুল-এটাই তো আমাদের সবার স্বপ্ন। কিন্তু বর্তমান জীবনযাত্রা, দূষণ, অতিরিক্ত রোদ, স্ট্রেস এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে চুলের স্বাস্থ্যে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। ফলে চুল হয়ে উঠছে রুক্ষ, প্রাণহীন এবং দুর্বল। চুল পড়া, আগা ফাটা, ফ্রিজিনেস-এই সমস্যাগুলো এখন প্রায় সবারই নিত্যসঙ্গী।একসময় চুলের যত্ন বলতে ছিল শুধুই নারকেল তেল বা কিছু ঘরোয়া উপাদান। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ঝুঁকেছে পার্লারের দামী ট্রিটমেন্টের দিকে-যেমন কেরাটিন, স্মুথনিং বা হেয়ার বোটক্স। এগুলো চুলকে তাৎক্ষণিকভাবে মসৃণ ও চকচকে করলেও, এর মধ্যে থাকা কেমিক্যাল দীর্ঘমেয়াদে চুলের ক্ষতি করতে পারে। বিশেষ করে ফর্ম্যালডিহাইডের মতো ক্ষতিকর উপাদান চুলের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই এখন অনেকেই ফিরে আসছেন প্রাকৃতিক সমাধানের দিকে। ঘরোয়া কেরাটিন ট্রিটমেন্ট এমনই এক সহজ, নিরাপদ এবং কার্যকর পদ্ধতি, যা নিয়মিত করলে চুল ফিরে পায় তার হারানো সৌন্দর্য ও শক্তি।

কেন ঘরোয়া কেরাটিন বেছে নেবেন?

কেরাটিন আসলে একটি প্রাকৃতিক প্রোটিন, যা আমাদের চুল, ত্বক এবং নখের গঠন তৈরি করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রোটিনের ঘাটতি তৈরি হয়, যার ফলে চুল দুর্বল হয়ে পড়ে। পার্লারের কেরাটিন ট্রিটমেন্টে কৃত্রিমভাবে এই প্রোটিন চুলে বসানো হয়, তাপ ও রাসায়নিকের সাহায্যে। এতে চুল সাময়িকভাবে সু ন্দর দেখালেও, ধীরে ধীরে তার প্রাকৃতিক গঠন নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে, ঘরোয়া কেরাটিন ট্রিটমেন্ট সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি হওয়ায় এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বরং এটি

চুলের ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায়, স্ক্যাল্পকে সুস্থ রাখে এবং দীর্ঘমেয়াদে চুলকে শক্তিশালী করে তোলে। এখন জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে খুব সহজ উপায়ে বা।তেই তৈরি করবেন কেরাটিন ট্রিটমেন্ট।

ডিমের খোসার প্যাক ঃ চুলের গোড়া মজবুত করার সহজ উপায়-

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, ডিমের খোসা চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে, যা চুলের গোড়াকে শক্ত করে এবং চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে।

ব্যবহার পদ্ধতিঃ প্রথমে ডিমের খোসা ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিন। এরপর এটি গুঁড়ো করে নিন। এবার দুই চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন। এই মিশ্রণটি স্ক্যাল্প এবং চুলে ভালোভাবে মালিশ করুন। প্রায় ৪০ মিনিট রেখে হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

উপকারিতাঃ চুলের গোড়া মজবুত করে, চুল পড়া কমায়, চুলে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনে, মেলানিন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সপ্তাহে একবার ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে চুল হয়ে উঠবে আরও ঘন ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

ভাতের কেরাটিন মাস্কঃ সিল্কি ও মসৃণ চুলের গোপন রহস্য-বাড়িতে বেঁচে যাওয়া ভাত ফেলে না দিয়ে এবার সেটাকেই কাজে লাগান। ভাতের মধ্যে থাকা স্টার্চ চুলকে মসৃণ ও চকচকে করতে অসাধারণ কাজ করে।

ব্যবহার পদ্ধতি-এক কাপ ভাতের সঙ্গে যোগ করুন দুই চামচ নারকেলের দুধ, একটি ডিমের সাদা অংশ এবং এক চামচ অলিভ অয়েল। সব উপাদান মিক্সারে ব্লেন্ড করে একটি ঘন পেস্ট তৈরি করুন। এই মিশ্রণটি চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ভালোভাবে লাগিয়ে রাখুন প্রায় ৪৫ মিনিট। এরপর শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

উপকারিতাঃ চুলকে সিল্কি ও স্মুথ করে, ফ্রিজিনেস কমায়, চুলের শুষ্কতা দূর করে, প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে। নিয়মিত ব্যবহার করলে চুলে পার্লার-ফিনিশ লুক পাওয়া সম্ভব।

ঢেঁড়স ও কর্নফ্লাওয়ার প্যাকঃ প্রাকৃতিক স্ট্রেট চুলের জন্য-যারা স্ট্রেট ও মসৃণ চুল চান, তাদের জন্য এই প্যাকটি খুবই কার্যকর। ঢেঁড়সের জেল জাতীয় উপাদান চুলকে নরম ও মসৃণ করে, আর কর্নফ্লাওয়ার চুলকে স্ট্রেট লুক দিতে সাহায্য করে।

ব্যবহার পদ্ধতি-কয়েকটি ঢেঁড়স ছোট করে কেটে জলে সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ হলে একটি জেলি জাতীয় তরল তৈরি হবে। সেটি ছেঁকে নিন। এবার এতে অল্প জলে গুলে রাখা কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে হালকা আঁচে নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন এবং কয়েক ফোঁটা আমন্ড অয়েল মিশিয়ে দিন। ঠান্ডা হলে চুলে লাগিয়ে রাখুন প্রায় ৪০ মিনিট। তারপর ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

উপকারিতাঃ চুলকে প্রাকৃতিকভাবে স্ট্রেট করে, চুলের রুক্ষতা কমায়, চুলে মসৃণতা ও কোমলতা আনে, চুলকে সহজে ম্যানেজেবল করে তোলে।

কিছু অতিরিক্ত টিপস-ঘরোয়া কেরাটিন ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি কিছু অভ্যাস বদলালেই চুলের স্বাস্থ্য আরও ভালো রাখা সম্ভব-নিয়মিত তেল মালিশ করুন, বেশি গরম জল দিয়ে চুল ধোবেন না, সপ্তাহে ২-৩ বার শ্যাম্পু করুন, প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খান, স্ট্রেস কমানোর চেষ্টা করুন, হিট স্টাইলিং কম ব্যবহার করুন।

উপসংহার-চুলের যত্নে কেমিক্যাল নয়, বরং প্রাকৃতিক উপাদানই হতে পারে সবচেয়ে ব। ভরসা। ঘরোয়া কেরাটিন ট্রিটমেন্ট শুধু চুলের সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং ভেতর থেকে চুলকে পুষ্টি জোগায় এবং দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ রাখে। পার্লারের দামী ট্রিটমেন্টে টাকা খরচ না করে, খুব সহজেই বাড়িতে বসেই আপনি পেতে পারেন ঘন, মসৃণ ও ঝলমলে চুল। আজ থেকেই শুরু করুন এই প্রাকৃতিক যত্ন-আপনার চুলই বলে দেবে এর পার্থক্য।

দামি ক্রিম নয়, ত্বকের আসল গ্লো ফিরবে ‘রেনবো ডায়েট’-এ-খাবারের রঙেই লুকিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রহস্য

উজ্জ্বল, মসৃণ ও প্রাণবন্ত ত্বক-এটা শুধু সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, বরং সুস্বাস্থ্যেরও পরিচায়ক। কিন্তু আজকের ব্যস্ত জীবন, দূষিত পরিবেশ, স্ট্রেস এবং অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে ত্বকের স্বাভাবিক জেল্লা যেন হারিয়েই যাচ্ছে। অনেকেই এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে ভরসা রাখেন দামি ফেসিয়াল, কেমিক্যালযুক্ত স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট বা নামী ব্র্যান্ডের ক্রিমের উপর।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বকের আসল সৌন্দর্য বাইরের কোনও প্রসাধনী দিয়ে নয়, বরং ভেতর থেকে আসে। অর্থাৎ, আপনি কী খাচ্ছেন, সেটাই নির্ধারণ করে আপনার ত্বকের স্বাস্থ্য কেমন হবে। আর এই কারণেই বর্তমানে পুষ্টিবিদ ও স্কিন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি ধারণা হল-‘ডায়েট’। এই ডায়েট শুধু শরীরকে সুস্থ রাখে না, বরং ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগিয়ে তাকে করে তোলে উজ্জ্বল, হাইড্রেটেড এবং তরতাজা।

রেনবো ডায়েট কী?‘রেনবো ডায়েট’ নামের মধ্যেই এর মূল ধারণা লুকিয়ে রয়েছে। রামধনুর মতোই বিভিন্ন রঙের ফল ও সবজি প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখা-এটাই এই ডায়েটের মূল লক্ষ্য। প্রতিটি রঙের খাবারে থাকে আলাদা আলাদা পুষ্টিগুণ। যেমন-

লাল রঙের খাবারে থাকে লাইকোপেন

সবুজে ক্লোরোফিল ও আয়রন

কমলা ও হলুদে ভিটামিন সি ও বিটা-ক্যারোটিন

বেগুনি রঙে থাকে অ্যান্থোসায়ানিন

এই সব উপাদান একসঙ্গে শরীরের ভেতরে কাজ করে কোষকে পুনরুজ্জীবিত করতে, কোলাজেন উপাদন বা।াতে এবং ত্বককে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে। ফলে ত্বক হয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

কেন রেনবো ডায়েট ত্বকের জন্য উপকারী?

ত্বকের যত্ন শুধু বাইরে থেকে ময়েশ্চারাইজার বা সিরাম লাগালেই সম্পূর্ণ হয় না। ত্বকের কোষগুলোকে সুস্থ রাখতে দরকার ভিটামিন, মিনারেল এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা আমরা খাবারের মাধ্যমেই পাই।

রেনবো ডায়েটের মাধ্যমে-

শরীরে কোলাজেন উপাদন বৃদ্ধি পায়

ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে

ব্রণ, পিগমেন্টেশন ও শুষ্কতা কমে

ত্বক হয় আরও টানটান ও মসৃণ

বার্ধক্যের লক্ষণ দেরিতে দেখা দেয়

সবচেয়ে ব। কথা, এটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং দীর্ঘমেয়াদে নিরাপদ।

রঙ অনুযায়ী কী কী খাবার রাখবেন?লাল রঙের খাবার,টম্যাটো, তরমুজ, স্ট্রবেরি-এই ধরনের খাবারে লাইকোপেন থাকে, যা ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা করে। কমলা ও হলুদ-কমলা, গাজর, পেঁপে-এগুলো ভিটামিন সি ও বিটা-ক্যারোটিনে ভরপুর। এগুলো ত্বকের উজ্জ্বলতা বা।াতে এবং কোলাজেন তৈরিতে সাহায্য করে। সবুজ পালং শাক, ব্রোকলি, শসা-এইসব সবুজ সবজি ত্বককে ডিটক্সিফাই করে এবং ভেতর থেকে পরিষ্কার রাখে। নীল ও বেগুনি,আঙুর, ব্লুবেরি, বেগুন-এই খাবারগুলো অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ, যা ত্বকের বয়স বা।ার প্রক্রিয়া ধীর করে। সাদা

রসুন, পেঁয়াজ, দই-এগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা।ায় এবং ত্বককে ভেতর থেকে সুস্থ রাখে। সারা দিনের আদর্শ রেনবো ডায়েট প্ল্যান

সকাল শুরু করুন ডিটক্স দিয়ে,দিনের শুরুতে এক গ্লাস গরম জল, লেবু ও মধু মিশিয়ে পান করুন। এটি শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। এর সঙ্গে রাখতে পারেন- আমন্ড, আখরোট বা ফ্ল্যাক্স সিড

এক কাপ গ্রিন টি, ব্রেকফাস্ট,সকালের খাবার হওয়া উচিত পুষ্টিকর ও ব্যালান্সড। যেমন-

ডিম (প্রোটিনের জন্য)

ফলের স্যালাড (বিভিন্ন রঙের ফল)

ওটস বা সবজি দিয়ে পোহা

দুপুরের খাবার,দুপুরে খেতে পারেন- ভাত বা রুটি, ডাল, বিভিন্ন রঙের সবজি, এক বাটি দই বা বাটারমিল্ক,এটি হজমে সাহায্য করে এবং শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। বিকেলের নাস্তা, চা-এর সঙ্গে ভাজাভুজি বাদ দিয়ে বেছে নিন- একমুঠো মাখানা, তাজা ফল, বাদাম। রাতের খাবার,রাতের খাবার হালকা কিন্তু পুষ্টিকর হওয়া উচিত। যেমন- পালং শাক বা সবজি, অ্যাভোকাডো, মিষ্টি আলু। আমিষভোজীদের জন্য-স্যামন বা অন্যান্য তৈলাক্ত মাছ, যা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ।নিরামিষাশীদের জন্য-পনির বা টোফু। অতিরিক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস, দিনে অন্তত ৭-৮ গ্লাস জল পান করুন,, পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন (৭-৮ ঘণ্টা), অতিরিক্ত চিনি ও প্রসেসড ফুড এড়িয়ে চলুন। নিয়মিত ব্যায়াম করুন। স্ট্রেস কমানোর চেষ্টা করুন।

কেন প্রসাধনীর উপর পুরোপুরি নির্ভর করা ঠিক নয়? বাজারে প্রচুর স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, যা ত্বককে সাময়িকভাবে উজ্জ্বল করে তোলে। কিন্তু এগুলোর বেশিরভাগই ত্বকের উপরিভাগে কাজ করে। অন্যদিকে, রেনবো ডায়েট ত্বকের গভীরে গিয়ে কোষকে পুষ্টি জোগায়। ফলে এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ত্বক ভেতর থেকে সুস্থ থাকে।

উপসংহার-ত্বকের সৌন্দর্য কোনও ম্যাজিক নয়-এটি আপনার দৈনন্দিন অভ্যাসেরই প্রতিফলন। তাই শুধু বাইরে থেকে যত্ন নিলেই হবে না, ভেতর থেকেও শরীরকে পুষ্টি দিতে হবে। রেনবো ডায়েট সেই সহজ ও কার্যকর উপায়, যা আপনাকে দিতে পারে প্রাকৃতিক, দীর্ঘস্থায়ী এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক। তাই আর দেরি না করে, আজ থেকেই নিজের খাদ্যতালিকায় যোগ করুন ।

পাঁচ দিনের জন্য ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা বন্ধের নির্দেশ

২৪ মার্চ ঃ মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধে হঠাই এক নাটকীয় মোড় দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা উত্তেজনা, লাগাতার হামলা ও পালটা হামলার আবহে কিছুটা স্বস্তির বার্তা মিলেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।তিনি জানিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে এবং সেই সূত্রেই আগামী পাঁচ দিনের জন্য ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও জ্বালানি পরিকাঠামোয় কোনও সামরিক হামলা চালানো হবে না। এই ঘোষণার পরেই প্রশ্ন উঠছে-তবে কি অবশেষে সংঘর্ষবিরতির পথে হাঁটতে চলেছে আমেরিকা ইজরায়েল? নাকি এটি শুধুই একটি সাময়িক কৌশলগত বিরতি? সোমবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় ট্রাম্প জানান, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে গত কয়েক দিনে ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার ভিত্তিতেই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, পাঁচ দিনের জন্য ইরানের জ্বালানি ও বিদ্যুকেন্দ্রে হামলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা হবে। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, ভবিষ্যতে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ভর করবে দুই দেশের আলোচনার অগ্রগতির উপর। অর্থাৎ, এই পাঁচ দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-এই সময়েই ঠিক হতে পারে পরিস্থিতি শান্তির দিকে যাবে, না আবার নতুন করে সংঘাত শুরু হবে।তবে এই ঘোষণার পরেই পাল্টা প্রতিক্রিয়া এসেছে ইরানের পক্ষ থেকে। কাবুলে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেছেন, এই সিদ্ধান্ত কোনও আলোচনার ফল নয়, বরং ইরানের কঠোর হুঁশিয়ারির ফল।তার বক্তব্য অনুযায়ী, যদি ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোয় হামলা চালানো হত, তাহলে তারা গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি কেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য করে বৃহ আকারের পালটা হামলা চালাত।

সম্প্রীতি যোগ কেন্দ্রের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদদাতা, হাওড়া, ২৪ মার্চ ঃ গত ২২শে মার্চ ২০২৬, রবিবার, সম্প্রীতি যোগ কেন্দ্রের পরিচালনায় এবং প্রভাতী পাঞ্চজন্য সমিতির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৯তম আন্ত ঃ সংস্থা যোগাসন প্রতিযোগিতা ও বাৎসরিক মিলনোৎসব। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রায় ১৫০ জনের অধিক জুনিয়র ও সিনিয়র ছাত্রছাত্রী ৭টি বিভাগে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের যোগাসন দক্ষতা প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ লোকনাথ নাথ মহাশয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট যোগবিদ অধ্যাপক শ্রী বরুণ দত্ত নিয়োগী মহাশয়, যোগগুরু শ্রী অলোক চ্যাটার্জী মহাশয় এবং শ্রী বিদ্যুৎ দত্ত মহাশয়। এছাড়াও যোগ জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার কর্ণধার শ্রী চম্পক চ্যাটার্জী এবং শ্রীমতি শিউলি চ্যাটার্জী উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে সংবর্ধনা জানান এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রী ও সিনিয়র বিভাগের শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় এবং উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জন করে। যোগাসন প্রতিযোগিতায় সেরার সেরা পুরস্কার অর্জন করে অঙ্কন ভট্টাচার্য্য এবং রাই হালদার। সংস্থার পক্ষ থেকে আর্কষনীয় পুরস্কার ও মানপত্র তাদের তুলে দেওয়া হয়।।

নাম পরিবর্তন

আমি MOUMINA BEGAM MALLICK, স্বামী ALAUDDIN MALLICK, গ্রামঃ মাঠনশীপুর পোঃ বেড়ুগ্রাম, থানাঃ- জামালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, আমার পুত্র MONOJ MALLICK এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম MOUMINA BEGAM MALLICK এর পরিবর্তে MONIRA BEGAM হয়ে আছে। গত ১২।০৩।২৬ তারিখে JUDICIAL MAGISTRATE বর্ধমান কোর্টের এফিডেভিট বলে MOUMINA BEGAM MALLICK ও MONIRA BEGAM এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE

I,RAKIB HOSSAIN (Old Name),S/o.-Jubbar Ali Mondal R/o. Vill.-Kaukepara, Dakshin Para, P.O.-Debalaya, P.S.-Deganga, Dist-North 24 Parganas, Pin-743424 that have change my name & shall henceforth be known as RAKIB HOSSEN MONDAL (New Name),vide an Affidavit dtd. 25.08.2025, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat, North 24 Parganas. That, RAKIB HOSSAIN (Old Name) & RAKIB HOSSEN MONDAL (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, MAHARAJ SEKH (old name) S/O - MABU SEKH residing at MUNIGRAM PO - NABADURGA PS - KANDI DIST - MURSHIDABAD PIN -742137. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MAHARAJ SEKH (old name) to RAJA SK (new name) and henceforth, I shall be Known as RAJA SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 24/03/2026. RAJA SK (new name) & MAHARAJ SEKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ABHISHEK AGARWALLA (old name) S/O - DILIP AGARWALLA residing at JUBLEE ROAD PS - ENGLISHBAZAR PO&DIST - MALDA PIN -732101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ABHISHEK AGARWALLA (old name) to ABHISHEK AGARWALA (new name) and henceforth, I shall be Known as ABHISHEK AGARWALA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 24/03/2026. ABHISHEK AGARWALA (new name)& ABHISHEK AGARWALLA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MOHAMMAD AHASANUL HOQUE (old name) S/O - ENAMUL HOQUE residing at VILL- MAHABBATPUR PO - DUISATABIGHI PS - KALIACHAK DIST - MALDA PIN -732201. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMAD AHASANUL HOQUE (old name) to MD AHASANUL HOQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as MD AHASANUL HOQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 24/03/2026. MD AHASANUL HOQUE (new name)& MOHAMMAD AHASANUL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ENAMUL HOQUE (old name) S/O - LATE KUDRAT ALI residing at VILL-MAHABBATPUR PO - DUISATABIGHI PS - KALIACHAK DIST - MALDA PIN-732201. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMAD ENAMUL HOQUE & MD ENAMUL HOQUE (old name) to ENAMUL HOQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as ENAMUL HOQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 24/03/2026. ENAMUL HOQUE (new name)& MOHAMMAD ENAMUL HOQUE & MD ENAMUL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,AFTABUDDIN SEKH (old name) S/O - SARAFAT SK residing at VILL - UTTARPARA PO - SARMASTAPUR PS - SALAR DIST - MURSHIDABAD PIN -742404. West Bengal, do hereby declare that i have changed My name from AFTABUDDIN SEKH (old name) to AFTABUDDIN SK (new name) and henceforth, I shall be Known as AFTABUDDIN SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 23/03/2026. AFTABUDDIN SK (new name)& AFTABUDDIN SEKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MOHIBUR ALAM (old name) S/O - MAKBUL HOSSAIN residing at VILL-JOTKHAMAR PO - PAHARPUR PS - ISLAMPUR DIST - MURSHIDABAD PIN -742148. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHIBUR ALAM (old name) to MD MOHOBUR ALAM (new name) and henceforth, I shall be Known as MD MOHOBUR ALAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 23/03/2026. MD MOHOBUR ALAM (new name)& MOHIBUR ALAM (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ASTAB ALI (old name) S/O - JABED ALI residing at VILL-MAHISHBATHANI BALUATOLA PO - BARKOL PS & DIST - MALDA PIN -732128. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ASTAB ALI (old name) to ESTAB ALI (new name) and henceforth, I shall be Known as ESTAB ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 23/03/2026. ESTAB ALI (new name)& ASTAB ALI (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, REBEKA (old name) W/O ABDUL RAJJAK residing at VILL- BALLABHAPUR PO - SRIPUR PS - PUKURIA DIST - MALDA PIN - 732139. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from REBEKA (old name) to REBEKA BIBI) (new name) and henceforth, I shall be Known as REBEKA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 23/03/2026. REBEKA BIBI (new name)& REBEKA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ahsan Habib (Old Name) S/o Ahamad Ali Sanfui Residing at Khariberia, P.o - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Ahsan Habib Sanfui (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 24-03-2026. Ahsan Habib (Old Name) and Ahsan Habib Sanfui (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Majibur Rahaman (Old Name) S/O–Mostafa Sk resident of Vill-Umarpur , Po-Ghorshala , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742235 do hereby declared that I have changed my name from Majibur Rahaman to Mojibur Rahaman and henceforth I shall be known as Mojibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/ 03/ 2026. My name Mojibur Rahaman & Majibur Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Masira Bibi (Old name) D/o-Abdur Sukur Sk, Resident at, Vill & Po-Sankarpur, Ps-Khargram, Dist-Murshidabad, 742159, I have changed my name Masira Bibi to Chandnehara Khatun (New name) I shall be known as Chandnehara Khatun vide affidavit no. 10 AC 852026 before the 1ST Class judicial magistrate 2nd Court at Berhampore on 17/02/2026 Chandnehara Khatun & Masira Bibi same and one identical person.

NAME CHANGE

I PROVAS DEY S/O LALMOHAN DEY residing at 18/2, Olabibitala 1st Bye Lane, House No-17/1-28/29, P.S.-Chatterjeehat, Howrah-711104, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PROVHAS DEY as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Howrah vide affidavit No 21, Dated 09/09/2022. PROVAS DEY and PROVHAS DEY both are same and identical person

NAME CHANGE

I, Yeadul Islam Sk (Old Name) S/O–Nasratulla Sk resident of Vill-Karkatapara , P.O- Pulinda, P.S.-Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin No-742134 do hereby declared that I have changed my name from Yeadul Islam Sk to Md Yeadul Islam and henceforth I shall be known as Md Yeadul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M 1st class Berhampore court on 23/ 03 / 2026. My name Md Yeadul Islam & Yeadul Islam Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Ohab Sk (Old Name) S/O–Matiur Rahaman resident of Vill-Asalpur Ahalehadispara , Po-Sahi Sherpur , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742159 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Ohab Sk to Ohab Ali Sk and henceforth I shall be known as Ohab Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Kandi court on 24/03 / 2026. My name Ohab Ali Sk & Abdul Ohab Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I ROBI DEBNATH S/O GURUPADA DEBNATH residing at 161, D/9, Taherpur, P.O.& P.S.-Taherpur, Nadia-741159, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RABI DEBNATH as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Ranaghat, nadia vide affidavit No 8308, Dated 17/02/2026. ROBI DEBNATH and RABI DEBNATH both are same and identical person

NAME CHANGE

I, Hazi Ebrahim (Old Name) S/O–Abu Bakkar Sk residing at Vill-Ahalehadispara , PO-Shahi Sherpur , PS-Khargram , Murshidabad, West Bengal 742159 do hereby declared that I have changed my name from Hazi Ebrahim to Haji Ibrahim Sk and henceforth I shall be known as Haji Ibrahim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/03/2026. My name Haji Ibrahim Sk & Hazi Ebrahim both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anoar Sekh (Old Name) S/O–Sk Sarafat resident of Vill & Po-Bharatpur , Ps-Bharatpur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742301 do hereby declared that I have changed my name from Anoar Sekh to Anuar Hossain and henceforth I shall be known as Anuar Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/03/2026. My name Anuar Hossain & Anoar Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I SHAIN NEIL MD S/O MOHAMMED SABIR residing at 22/1/H/9/1, Bright street, P.S.-Karaya, Kolkata-700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHAIN NEIL MOHAMMED as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 24/03/2026. SHAIN NEIL MD and SHAIN NEIL MOHAMMED both are same and identical person

NAME CHANGE

I, SEKH GOLAM KIBRIA Son of Abdul Sattar, resident of Village - Kulchaura, P.O. -Huria, P.S. - Khandaghosh, District- Purba Bardhaman, West Bengal, Pin-713424, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH GOLAM KIBRIYA in all purposes vide affidavit No-32, dated 23-03-2026 sworn before Notary Public at Purba Bardhaman. That SEKH GOLAM KIBRIA and SEKH GOLAM KIBRIYA both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hosnara Bibi (Old Name) W/O–Ajijul Hoque resident of Vill & Po-Khodarampur , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my name from Hosnara Bibi to Hosnara Khatun and henceforth I shall be known as Hosnara Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/ 03/ 2026. My name Hosnara Khatun & Hosnara Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I MD SABIR S/O MOHAMMED ISHAQUE residing at 22/1/H/9/1, Bright street, P.S.-Karaya, Kolkata-700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MOHAMMED SABIR as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 24/03/2026. MD SABIR and MOHAMMED SABIR both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Md Safikul Islam (Old Name) S/O – Ichkandar Seikh, residing at Vill-Hijuli Dakshinpara, P.O- Begunbari, P.S.- Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin -742133 do hereby declared that I have changed my name from Md Safikul Islam to Seikh Safikul Islam and henceforth I shall be known as Seikh Safikul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/ 03 /2026. My name Seikh Safikul Islam & Md Safikul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sirajul Islam Sk (Old Name) S/O–Md Yeadul Islam resident of Vill-Karkatapara , P.O- Pulinda, P.S.-Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin No-742134 do hereby declared that I have changed my name from Sirajul Islam Sk to Mirajul Islam and henceforth I shall be known as Mirajul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M 1st class Berhampore court on 23/ 03 / 2026. My name Mirajul Islam & Sirajul Islam Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Naamdar Ali (Old Name) S/O–Aser Ali resident of Vill-Dabkai , Po-Karnasubarna , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Naamdar Ali to Namdar Ali and henceforth I shall be known as Namdar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/03/ 2026. My name Namdar Ali & Naamdar Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gopal Jaiswal (old name) Son of Late Gorakh Prasad, residing at Ideal Enclave, Flat no-55, Rajarhat Main Road, Jagardanga, North 24 Parganas Pin-700135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Gopal Prasad Jaiswal (new name), as declared before the Ld. 1st Class Magistrate at Kolkata, vide an affidavit no-1561, dated 10/03/2026. Gopal Jaiswal (old name) and Gopal Prasad Jaiswal (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Idu Shaikh (Old Name) S/O–Shaikh Sikandar resident of Vill-Andhua , Po-Beniagram , Ps-Farakka , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742212 do hereby declared that I have changed my name from Idu Shaikh to Idu Sk and henceforth I shall be known as Idu Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/03/2026. My name Idu Sk & Idu Shaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ASIM KUMAR PAL @ ASHIM KR PAL Son of Nemai Pal, resident of Village- Dhonkora, P.O.- Bhuera, P.S.- Ausgram, District - Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713152, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ASHIM KUMAR PAL in all purposes vide affidavit No- 33, dated 23-03-2026 sworn before Notary Public at Purba Bardhaman.That ASIM KUMAR PAL, ASHIM KR PAL, and ASHIM KUMAR PAL all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Billal Sk (Old Name) S/O–Majar Sk resident of Vill-Baganpara Hamidpur , Po-Choatore , Ps-Bharatpur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Billal Sk to Bilal Sk and henceforth I shall be known as Bilal Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/03/ 2026. My name Bilal Sk & Billal Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Palash Kumar Basak and Palash Basak (Old Name), S/O Late Nanda Dulal Basak R/O-136, Biplabi Ganesh Ghosh Sarani, P.O-Bhadrakali, P.S-Uttarpara, Dist-Hooghly, Pin-712232. W.B., shall henceforth be known as Palas Basak (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata at CMM'S Court on 24.03.2026. So, Palash Kumar Basak, Palash Basak (Old Name) and Palas Basak (New Name) is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ismotara Khatun (Old Name) W/O–Afsar Hossain resident of Vill-Baharabad , Po-Gopalpara , Ps-Chanchal , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732126 do hereby declared that I have changed my name from Ismotara Khatun to Esmetara Khatun and henceforth I shall be known as Esmetara Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/03/ 2026. My name Esmetara Khatun & Ismotara Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saima Bibi (Old Name) W/o Ahsan Habib Sanfui Residing at Khariberia, P.o - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Sayma Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 24-03-2026. Saima Bibi (Old Name) and Sayma Bibi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tanuja Bibi (Old Name) W/O–Maidul Mallick resident of Vill-Maheshnagar , Po-Birpur , Ps-Chapra , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Tanuja Bibi to Tanuja Mallick and henceforth I shall be known as Tanuja Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Krishnagar court on 06 /12/ 2025. My name Tanuja Mallick & Tanuja Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manisha Sharma, Manisha I Ladhani and Manisha Ladhani (Old Name) wife of Manoj Kumar Sharma Resident of 39/1, Ramanath Bhattacharya Street, P.O-Belur Math, P.S-Belur, Dist-Howrah, Pin-711202. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Manisha Manoj Sharma (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24.03.2026.That Manisha Sharma, Manisha I Ladhani, Manisha Ladhani (Old Name) and Manisha Manoj Sharma (New Name) is the same and one identical person.

বন্যপ্রাণকে বিরক্ত করলে হতে পারে সাজা! জানিয়ে দিল বন দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ বন্যপ্রাণকে বিরক্ত করলে হতে পারে সাজা! জানিয়ে দিল বন দফতর। গরুমারা এবং চাপরামারি জঙ্গলে আপনার সামনে যদি বন্যপ্রাণ পড়ে, তাহলে তাদের বিরক্ত করা উচিত নয় বলে সতর্ক করেছে বন দফতর। উত্তরবঙ্গের গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন জাতীয় সড়ক এবং চাপরামারি বনাঞ্চল এলাকায় মাঝেমধ্যেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ছে বুনো হাতির দল। ফলে তৈরি হচ্ছে যানজট, সমস্যায় পড়ছেন পর্যটক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দা ও গাড়িচালকরা। তবে এই পরিস্থিতিতে কড়া বার্তা দিল বন দফতর। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনওভাবেই বন্যপ্রাণীর কাছে গিয়ে ছবি তোলা বা তাদের বিরক্ত করা যাবে না। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা হাতির সামনে গাড়ি নিয়ে গিয়ে ছবি তুলছেন পর্যটকরা। এতে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন বনকর্তারা। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানিয়েছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে আইন অমান্য করে বন্যপ্রাণীর কাছাকাছি যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। এমন ঘটনার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি পর্যটকবাহী গাড়িকে পাঁচ দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। ফলে তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বনাঞ্চলে প্রবেশ করতে পারবে না। বনদফতরের পক্ষ থেকে সকলের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে বন্যপ্রাণীকে দূর থেকে দেখুন, তাদের স্বাভাবিক চলাফেরায় বাধা দেবেন না। কারণ সামান্য অসতর্কতা বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

শালপাতার থালা, বাটি তৈরি করে বহু মহিলারা স্বাবলম্বী হচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৪ মার্চ ঃ এক সময় ছিল যখন বিয়েবাড়ির ভোজ মানেই শালপাতার থালায় গরম ভাতের স্বাদ। শালপাতার থালায় খাবার খাওয়া এক আলাদা অনুভূতি, আলাদা এক সংস্কৃতির নিশানি। বাঙালির চির পরিচিত শালপাতার থালার বেশিরভাগটাই তৈরি হয় ঝাড়গ্রামে। শালপাতা ঝাড়গ্রামের মানুষদের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শালপাতা একদিকে যেমন পরিবেশবান্ধব অন্যদিকে টেকসইও বটে। শালপাতার থালা, বাটি প্লাস্টিকের চমৎকার একটি বিকল্প। এটি সম্পূর্ণ বায়োডিগ্রেডেবল বা পচনশীল, তাই সহজের মাটিতে মিশে যায়। পরিবেশ দূষণ ঘটায় না। বিয়েবাড়ি, পিকনিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শালপাতার থালার ব্যবহার একদিকে যেমন সাশ্রয়ী, তেমনই স্বাস্থ্যসম্মত। জঙ্গলমহলের গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষ করে নারীদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান উৎস হল শালপাতা। সংসারের কাজ সামলে বাড়িতে বসেই মহিলারা সামান্য পরিশ্রমে উপার্জন করতে পারছেন। স্থানীয় মহিলারা জঙ্গল থেকে শালপাতা সংগ্রহ করে তা সেলাই করে থালা, বাটির রূপ দিচ্ছেন। এই কাজ করেই ঝাড়গ্রামের বহু পরিবারের মহিলারা মাসে হাজার হাজার টাকা আয় করছেন। বর্তমানে অনেক জায়গাতেই মেশিনের সাহায্যে ফিনিশিং ভাল করে উন্নতমানের শালপাতার থালা তৈরি করা হচ্ছে। যার চাহিদা বেশ। ঝাড়গ্রামের আদিবাসী সংস্কৃতিতে শালপাতার ঠোঙায় প্রসাদ, আহার পরিবেশন এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে পাতা সেলাই করে থালা তৈরির প্রচলন রয়েছে। তবে কেবল থালা, বাটিই নয়। শালপাতার ব্যাগও বেশ কার্যকরী জিনিস। সুন্দর কারুশিল্পের সাহায্যে শালপাতার সাধারণ ব্যাগকে অসাধারণ রূপ দিচ্ছেন মহিলারা। শালপাতার থালা, বাটির পাশাপাশি এই ধরনের এই ব্যাগ বানিয়ে নিজেদের রোজগার আরও বাড়াচ্ছেন স্থানীয় মহিলারা।

নদীর দূষিত নোংরা জলে হারাচ্ছে জীবিকা, সুন্দরবনে মীন বাগদা সঙ্কট

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগণা, ২৪ মার্চ ঃ নদীর নোংরা জলে হারাচ্ছে জীবিকা, সুন্দরবনে মীন বাগদা সঙ্কট। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় জীবিকার অন্যতম ভরসা ছিল মীন বাগদা সংগ্রহ। হাড়োয়া, মিনাখা, সন্দেশখালি- সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু মানুষ, বিশেষ করে গৃহবধূরাও প্রতিদিন নদী ও খাঁড়িতে নেমে মীন বাগদা ধরে সংসার চালান। এই পেশার উপর নির্ভর করেই চলত বহু পরিবারের নিত্যদিনের জীবনযাপন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেই চিত্র বদলে যাচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সুন্দরবন সংলগ্ন নদীগুলিতে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মারাত্মকভাবে কমে গেছে মীন বাগদার উৎপাদন। বিশেষ করে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থেকে নির্গত বর্জ্য জল বিভিন্ন নদীপথে এসে এই অঞ্চলের জল দূষিত করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এক সময় যেখানে প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ হাজার পর্যন্ত মীন বাগদা ধরা পড়ত, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১০০০ থেকে ১৫০০-র মধ্যে। ফলে আয়ের পথ কার্যত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। দিনদিন বাড়ছে আর্থিক অনিশ্চয়তা, চাপে পড়ছেন এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন। স্থানীয়দের দাবি, নদীর জল ক্রমশ নোংরা হয়ে যাওয়ায় মীন বাগদার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। এর প্রভাব সরাসরি পড়ছে জীবিকার উপর। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী দিনে বাধ্য হয়ে এই পেশা ছাড়তে হবে। পরিবেশ দূষণ রুখতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে এলাকাজুড়ে। না হলে সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষের এই ঐতিহ্যবাহী জীবিকা একেবারেই বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে।

ড্রোনের নজরদারিতে ফাঁস সবজির আড়ালে আফিম চাষ, গ্রেফতার ২

রায়গড়, ২৪ মার্চ ঃ ছত্তিশগড়ের রায়গড় জেলায় সবজির আড়ালে অবৈধভাবে আফিম চাষের অভিযোগ পেয়ে বড়সড় অভিযান চালাল প্রশাসন। ড্রোন নজরদারির মাধ্যমে একাধিক জায়গায় এই চাষের হদিশ মিলেছে। ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার রাতে এক সাংবাদিক সম্মেলন জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জেলা শাসক মায়ঙ্ক চতুর্বেদী এবং পুলিশ সুপার শশী মোহন সিং-এর নেতৃত্বে বিগত ৭২ ঘণ্টায় তামনার এলাকার আমাঘাট থেকে শুরু করে লালুঙ্গা উন্নয়ন ব্লকের নবীন ঘাটগাঁও এবং মুদাগাঁও গ্রাম পর্যন্ত একাধিক এলাকায় অভিযান চালানো হয়। ড্রোন নজরদারির মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নজরদারি চালিয়ে সন্দেহজনক কার্যকলাপ চিহ্নিত করা হয়। খারসিয়া (১৪টি গ্রাম), ঘরঘোরা (১০টি গ্রাম), তামনার (১২টি গ্রাম), লালুংঘা (৪টি গ্রাম), মুকদেগা (৩টি গ্রাম), রায়গড় (১১টি গ্রাম), পুসৌর (১৩টি গ্রাম) এবং ধরমজাইগড় (৭টি গ্রাম) -সহ একাধিক এলাকায় এই নজরদারি চালানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তামনার এলাকার আমাঘাটে সবজির চাষের আড়ালে প্রায় ৬০ হাজারেরও বেশি আফিম গাছ পাওয়া গেছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। এই ঘটনায় ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা এক অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া লালুঙ্গা এলাকার নবীন ঘটগাঁও গ্রামে আরও এক জমির মালিক নিজের ক্ষেতেই সবজির মাঝে আফিম চাষ করছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশ আফিম বাজেয়াপ্ত করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। একই গ্রামে আরও এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে শুকনো আফিম উদ্ধার হয়েছে।

মঙ্গলে উঠলো শেয়ার সূচক

মুম্বই, ২৪ মার্চ ঃ মঙ্গলবার ঘুরে দাঁড়ালো শেয়ার বাজার। এ দিন সেনসেক্স ১৩৭২.০৬ পয়েন্ট উঠে ফের ঢুকেছে ৭৪ হাজারের ঘরে (৭৪,০৬৮.৪৫)। নিফটিও ৩৯৯.৭৫ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২,৯১২.৪০ অঙ্কে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, লগ্নিকারীদের আগ্রহ ফেরা তো রয়েইছে। তার সঙ্গে ডলারের সাপেক্ষে টাকার দর কিছুটা মাথা তোলায় এবং বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম নেমে আসাও এ দিন সূচকের উত্থানে ইন্ধন জুগিয়েছে। তবে এখনও পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ এবং তেলের দাম নিয়ে চিন্তা থাকছে। ফলে আগামী দিনে সতর্ক পদক্ষেপের পরামর্শই দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞেরা।

অভিনব প্রচার, কার্টুনের মাধ্যমে ভোটপ্রচার শান্তিপুরের তৃণমূল কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৪ মার্চ ঃ আধুনিক রাজনীতির ভোট প্রচারে এখন ফ্লেক্স, ব্যানার আর ডিজিটাল মাধ্যমের দাপট। ফলে ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী দেওয়াল লিখনের শৈল্পিক দিকটি। কিন্তু এই ডিজিটাল ঝড়ের মাঝেই দেওয়াল-শিল্পকে হাতিয়ার করে অভিনব প্রচার শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে রাজনৈতিক স্লোগানের পাশাপাশি দেওয়ালে দেওয়ালে ফুটে উঠছে আকর্ষণীয় ব্যঙ্গচিত্র এবং ছড়া। কার্টুন ও ছড়ার মেলবন্ধন শান্তিপুর পৌরসভার সিআইসি মেম্বার তথা ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শুভজি দের উদ্যোগে এই অভিনব প্রচার শুরু হযেছে। জানা গেছে, দলীয় কর্মী- সমর্থকদের দ্বারা সংরক্ষিত ওই ওয়ার্ডের প্রায় ৪০-৪৫ টি দেওয়ালে চলছে জোরকদমে প্রচার। এদিন তুলি হাতে দেযালে অঙ্কন করতে দেখা গেল। শান্তিপুর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্তমান তৃণমূল প্রার্থী ব্রজকিশোর গোস্বামীর সমর্থনে এই দেওয়ালগুলিতে তুলির টানে ফুটে উঠছে নানা রাজনৈতিক বার্তা। শিল্পীর মতে, ছবি আঁকা জানলেই যে দেওয়াল লিখতে পারবে, এমনটা নয়। এটি একটি বিশেষ শিল্প।

পাশাপাশি তিনি সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদনও রেখেছেন। তাঁর কথায়, ভাষার শালীনতা বজায় রেখেও ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে বিরোধীদের রাজনৈতিক ভুলত্রুটি চমকারভাবে তুলে ধরা যায়। আর এই ধরনের সৃজনশীল প্রচার সাধারণ ভোটারদের অনেক বেশি আকর্ষণ করে। কাউন্সিলর শুভজিত দে জানান, বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে দেওয়ালগুলির মাধ্যমে মূলতঃ সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রচারে যে বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। কেন্দ্রের সমালোচনাঃ বর্তমান বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে রান্নার গ্যাস-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নাগরিক হয়রানির চিত্র তীব্র শ্লেষের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। উন্নয়নের খতিয়ানঃ রাজ্যের 'মা-মাটি-মানুষ' সরকারের চালু করা বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্পগুলির কথা বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। দেওয়ালে সযত্নে আঁকা হচ্ছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। সেই সঙ্গে তাঁকে আগামীর 'চতুর্থ বারের মুখ্যমন্ত্রী' হিসেবেও তুলে ধরা হচ্ছে এই প্রচারের মাধ্যমে। ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে শান্তিপুরের এই দেওয়াল চিত্র যেন প্রমাণ করে দিল, সৃজনশীলতা আর শিল্পের কদর ভোট ময়দানে আজও অটুট। অন্যদিকে, রক্ষা হবে পরিবেশ দৃশ্য দূষণ কিছুটা হলেও থাকবেন নিয়ন্ত্রণে।

অবশেষে স্বস্তি পেলেন মুর্শিদাবাদের দুই বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৪ মার্চ ঃ অবশেষে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে অনিশ্চযতা দূর হলো রাজ্যের শ্রম দপ্তরের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী তথা জঙ্গিপুরের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেন এবং সাগরদিঘির বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের। সোমবার মধ্য রাতে নির্বাচন কমিশনার তরফ থেকে ভোটার তালিকার যে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বাইরন বিশ্বাস এবং জাকির হোসেন- দু'জনেরই নাম রয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের তিন বিদায়ী বিধায়ক- জাকির হোসেন , বাইরন বিশ্বাস এবং জলঙ্গির তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের নাম ছিল না। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এবছর তৃণমূল কংগ্রেস জলঙ্গির বিদায়ী বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের টিকিট দেয়নি। কিন্তু জাকির হোসেন এবং বাইরন বিশ্বাস নিজেদের পুরনো দুই বিধানসভা কেন্দ্র যথাক্রমে -জঙ্গিপুর এবং সাগরদিঘি থেকে শাসক দলের টিকিটেই মনোনয়ন পেয়েছেন। নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে তৃণমূল কংগ্রেসের এই দুই প্রার্থী পক্ষে নির্বাচনের লড়ার ক্ষেত্রে কিছু অনিশ্চয়তা তৈরি হতো। তৃণমূল সূত্রের খবর, বাবার পদবীর সঙ্গে জাকির হোসেনের পদবীর মিল না থাকায় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম যে ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়েছিল তাতে 'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি' কারনে তাঁর নাম বাদ যায়। অন্যদিকে বাইরন বিশ্বাসের বাবা বাবর আলী বিশ্বাসের একাধিক সন্তান থাকার জন্য 'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি'র যুক্তিতে তাঁর নাম প্রথম ভোটার তালিকায় ছিল না। প্রথম ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পর তৃণমূলের দুই বিধায়কের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিয়ে একটি অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। যদিও প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পরে ইতিমধ্যেই জাকির হোসেন এবং বাইরন বিশ্বাস নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলায় ১১ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম বিচারাধীন তালিকায় ছিল। প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে নির্বাচন কমিশনার তরফ থেকে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে কত ভোটারের নাম বাদ পড়েছে তা এখনও সম্পূর্ণ জানা যায়নি। তালিকা প্রকাশের পর প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বেশিরভাগ বুথের অতিরিক্ত তালিকা ডাউনলোড করা যাচ্ছে না। এমনকি 'এপিক' নম্বর দিয়েও অনেক ভোটার নাম দেখতে পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। সাগরদিঘির বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক তথা এবছরের বিধানসভা নির্বাচনে ওই কেন্দ্রের প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস বলেন, বিজেপি চক্রান্ত করে এসআইআর- এর মাধ্যমে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমার নামও প্রথম ভোটার তালিকায় ছিল না। তবে সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় আমার নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে। তিনি অভিযোগ করেন, অন্য রাজ্য এসআইআর হয়েছে কিন্তু কোথাও এত জটিলতা তৈরি হয়নি। কার আদেশে, কীভাবে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হচ্ছে তা ভোটাররা খুবই ভালো করে জানেন। জাতীয় নির্বাচন কমিশন বিজেপির নির্দেশে 'সাম-দান-দণ্ড- ভেদ' নীতি ব্যবহার করে ভোটারদের মধ্যে বিভাজন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের দলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি তা সফল হতে দেবেন না। নির্বাচনী প্রচারে আমি যেভাবে সাড়া পাচ্ছি তাতে নিশ্চিত বিধানসভার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস আগের থেকেও বেশি আসন জিতে রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে। অন্যদিকে রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক আখরুজ্জামান বলেন, গতকাল রাতে যে 'সাপ্লিমেন্টারি' তালিকা প্রকাশ হয়েছে তাতে আমার বিধানসভা কেন্দ্রের কোনও কোনও বুথে 'বিচারাধীন' থাকা প্রায় সমস্ত ভোটারের নাম বাদ গেছে। তাঁদের বেশিরভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটার। তিনি অভিযোগ করেন, শুভেন্দু অধিকারী একাধিকবার বলেছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপিকে ভোট দেয় না। তাই তাঁদের নাম বাদ দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত বিচারকদের হাতে সমস্ত নথি তুলে দেওয়া হচ্ছে না। তার ফলে বিচারকরাও সঠিক বিচার করতে পারছেন না।

'খেলা হবে'! মালদায় ব্যাট-বল হাতে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ মার্চ ঃ ভোটের আবহে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যাচ্ছে অভিনব প্রচারের ছবি। কেউ নামছেন চাষের জমিতে, কেউ বা মাঠে নেমে খেলছেন ক্রিকেট। ভোটারদের মন জয় করতে রাজনৈতিক প্রার্থীদের এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নজর কাড়ছে। সেই ধারাতেই এবার মালদায় ব্যাট-বল হাতে ক্রিকেটার রূপে ধরা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচারে গিয়ে স্থানীয় ক্ষুদেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় অংশ নেন তিনি। শুধু ক্রিকেটেই থেমে থাকেননি, পরে ব্যাডমিন্টন র্যাকেট হাতে নিয়েও খেলায় মেতে ওঠেন। প্রার্থীর এই সহজ-সরল উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে এলাকায় উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়। প্রচারের ফাঁকে সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, আসন বদলালেও মানুষের ভালবাসা একইরকম পাচ্ছি। 'খেলা হবে' স্লোগানকে সামনে রেখেই ক্রিকেট খেলায় অংশ নিলাম। মানুষের কাছ থেকে ভালো সাড়া মিলছে। উল্লেখ্য, সাবিনা ইয়াসমিন আগে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা ছিলেন এবং টানা তিনবার জয়লাভ করেছেন। ২০১১ ও ২০১৬ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে লড়ে পরে তৃণমূলে যোগ দেন এবং ২০২১ সালে মোথাবাড়ি থেকে জয়ী হয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান। এবারে আসন পরিবর্তন করে সুজাপুরে প্রার্থী হওয়ায় নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী অভিরাজ চৌধুরী এবং আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন মোঃ নাসিমুল হোসেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী এখনও ঘোষণা না হলেও, সব মিলিয়ে সুজাপুর কেন্দ্রে চতুর্মুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা জোরদার হচ্ছে। তবে নতুন কেন্দ্রে সাবিনা ইয়াসমিনের এই লড়াই কতটা কঠিন হবে, তা জানতে এখন নজর ভোটের ফলাফলের দিকেই।

দেহরাদূনে ছাত্রদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষে মৃত ১, গ্রেফতার ৩

দেহরাদূন, ২৪ মার্চ ঃ উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূন জেলায় কলেজ ছাত্রদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষে বাধে। সোমবার রাতে প্রেমনগর থানার অন্তর্গত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। এই হাতাহাতির ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে । এই ঘটনায় পুলিশ তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম দিব্যাংশু যাত্রানা (২২) । গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের নাম যুবরাজ কুমার (২০), মধুর খান্ডেলওয়াল (১৯), এবং শিবম শর্মা (২০)। সোমবার রাতে প্রেমনগরের কেহরি গ্রামে দুই দলের যুবকদের মধ্যে মারামারি হয়। যাতে এক যুবক গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। যেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় যুবকের মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে উভয়েই প্রেমনগরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং কলেজে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা ছিল। পুলিশ এই ঘটনায় ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রিন লাইনে সাময়িক ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ গ্রিন লাইনে মেট্রোয় গোলমাল। মঙ্গলবার গ্রিন লাইনে মহাকরণ স্টেশনে ঢোকার আগে আচমকাই দাঁড়িয়ে পড়ে হাওড়াগামী মেট্রো। সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে ঘটনাটি ঘটে। আপ লাইনে মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও, হাওড়ার দিকে যাওয়া মেট্রো পরিষেবা সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয়। যদিও, মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দুপুর ১২টা ৩৭ মিনিট থেকে আবার পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। জানা গেছে, মঙ্গলবার আচমকাই হাওড়া মেট্রো স্টেশন থেকে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সমস্ত গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। যাত্রীদের অভিযোগ কেন এবং কী কারণ, তা নাকি বলা হয়নি। এই অবস্থায় স্টেশনে ভি। বা।তে থাকে যাত্রীদের। কিছুক্ষণ পর হাওড়া মেট্রো স্টেশন থেকে ঘোষণা করা হয়, নতুন করে কেউ যেন টিকিট না কাটেন। তবে দুপুর ১২টা ৩৭ মিনিট নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঘোষণা করা হয়, একটি ট্রেন মহাকরণ ছেড়ে হাওড়া ময়দান যাচ্ছে। শেষমেশ ১২টা ৫১ মিনিটে একটি ট্রেন ঢোকে হাওড়া মেট্রো স্টেশনে। কিন্তু আবার মেট্রোর গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভিড় সামলানোর জন্যই ওই ব্যবস্থা বলে জানা গেছে।

কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা চাষির

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ মার্চ ঃ মঙ্গলবার সকালে কীটনাশক খেয়ে এক আলু চাষি আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ। মৃতের পরিবারের দাবি, আলুর দাম না পেয়ে ঋণের দায়ে তিনি আত্মঘাতী হন। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদার মহিষবাথানি পঞ্চায়েতের তেলিপুকুর গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বিপতী রাজবংশী তেলিপুকুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ঋণ নিয়ে চার বিঘা জমিতে তিনি আলু চাষ করেছিলেন। এ বারে আলুর দাম শুরু থেকেই খুব কম। তার উপরে দু'দিন আগে বৃষ্টিতে আলু ভিজে যাওয়ায় চিন্তায় ছিলেন তিনি। সকালে ঘরে কীটনাশক খেয়ে নেন। পরিবারের লোকেরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কোটি টাকা প্রতারণা ব্যবসায়ীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বনগাঁ, ২৪ মার্চ ঃ সোনার জিনিস বন্দক নিয়ে প্রায় কোটি টাকা প্রতারণা সোনা ব্যবসায়ীর। জালিয়াতির অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে গোপালনগর থানার পুলিশ। জানা গেছে, উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানা এলাকার বেলতা চৌমাথাতে সোনার দোকান রয়েছে প্রদীপ কর্মকারের। এলাকার সাধারণ মানুষের কাছ সোনার জিনিস বন্ধক এবং সোনার জিনিস তৈরি করার অছিলায় সোনার অলঙ্কার সংগ্রহ করে ওই ব্যবসায়ী। তারপর প্রায় কোটি টাকার জিনিস নিয়ে চম্পট দেয় সে। স্থানীয়রা গোপালনগর থানায় অভিযোগ জানালে সোমবার রাতে গোপালনগর থানার পুলিশ প্রদীপ কর্মকারকে তার গোপালনগরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে এদিন বনগাঁ মহাকুমা আদালতে পাঠায় গোপালনগর থানার পুলিশ। স্থানীযদের অভিযোগ সোনা বন্দক রেখে সময় ফেরত দিতে চাইত না অভিযুক্ত। কারো কাছ থেকে সোনার জিনিস বানানোর কথা বলে টাকা নিয়ে সময় মতো তা দেওয়া হত না। পরবর্তীতে প্রতারিতরা গোপালনগর থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। প্রতারিতরা চাইছেন, তাদের টাকা অবিলম্বে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করুক ব্যবসায়ী প্রদীপ কর্মকার ।

জাল শংসাপত্র, বারুইপুরে গ্রেফতার কোচবিহারের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৪ মার্চ ঃ বারুইপুরে গ্রামীণ ডাকসেবকের চাকরির পরীক্ষায় অংশ নিতে গিয়ে জাল শংসাপত্র ব্যবহার করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। ধৃত যুবকের নাম সুশান্ত দাস। তাঁর বাড়ি কোচবিহারের মেখালিগঞ্জ থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রামীণ ডাকসেবক নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞাপন দেখে বারুইপুর মুখ্য ডাকঘরে কোচবিহার থেকে আবেদন জানাতে আসেন ওই যুবক। নিজেকে স্নাতক বলে দাবি করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেন তিনি। কিন্তু নিয়ম মাফিক যাচাই প্রক্রিয়ার সময়ই তার জমা দেওয়া শংসাপত্রগুলি নিয়ে সন্দেহ হয় আধিকারিকদের। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নথিগুলি খতিয়ে দেখে বুঝতে পারেন, সেগুলি আসল নয়, জাল।

গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত তপন ঘোষই সিপিএম প্রার্থী, রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গড়বেতা, ২৪ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রার্থী তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে আবারও রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ল পশ্চিমবঙ্গে। এ বার বিতর্কের কেন্দ্রে সিপিএমের প্রার্থী তপন ঘোষ। অতীতে গণহত্যার মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত এই নেতাকে প্রার্থী করা নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিরোধীরা যেমন এই সিদ্ধান্তকে হাতিয়ার করে সিপিএমকে আক্রমণ শানাচ্ছে, তেমনই শাসক দলও প্রশ্ন তুলেছে বামেদের নৈতিক অবস্থান নিয়ে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনের আগে প্রার্থী বাছাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তপন ঘোষের নাম ঘোষণা হওয়া নিঃসন্দেহে একটি সাহসী কিন্তু বিতর্কিত পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। অতীতে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে বহুবার রাজনৈতিক মহলে আলোচনা হয়েছে। যদিও আইনি দিক থেকে সেই সমস্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি কী অবস্থায় রয়েছে, তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের মনে এই বিষয়টি যে প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়ে সংশয় নেই। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে সিপিএমকে তীব্র আক্রমণ করেছে। তাদের দাবি, যে দল দীর্ঘদিন ধরে নৈতিকতার কথা বলে এসেছে, তারাই আজ এমন একজন ব্যক্তিকে প্রার্থী করেছে যার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে সিপিএম এখন আর আগের মতো আদর্শের রাজনীতি করে না, বরং ভোট জিততেই সব কিছু করতে প্রস্তুত। অন্যদিকে, সিপিএম নেতৃত্ব এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে খারিজ করেছে। তাদের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তপন ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছিল। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তিনি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং এলাকার মানুষের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলেই তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে। সিপিএমের এক শীর্ষ নেতা বলেন, আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা যায় না। বিরোধীরা শুধু নির্বাচনের আগে ইস্যু তৈরি করতে চাইছে। এই ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে, প্রার্থী বাছাইয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মানদণ্ড নিয়ে। অনেকেই মনে করছেন, শুধুমাত্র জয়ের সম্ভাবনা দেখে প্রার্থী নির্বাচন করলে দীর্ঘমেয়াদে তা দলের ভাবমূর্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে যখন কোনও প্রার্থীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকে, তখন তা ভোটারদের মনোভাবেও প্রভাব ফেলতে পারে। এদিকে, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটারদের মধ্যেও এই বিষয়টি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। একাংশের মতে, উন্নয়নমূলক কাজ এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগই একজন প্রার্থীর আসল পরিচয় হওয়া উচিত। অন্যদিকে, অনেকেই বলছেন, যাঁর বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, তাঁকে প্রার্থী করা উচিত নয়। ফলে ভোটের আগে এই বিতর্ক যে আরও জোরালো হবে, তা বলাই যায়। বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের বিতর্ক নির্বাচনের ফলাফলেও প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ, বর্তমান সময়ে ভোটাররা অনেক বেশি সচেতন এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী। সামাজিক মাধ্যম এবং সংবাদমাধ্যমের প্রসারের ফলে কোনও বিষয়ই আর আড়ালে থাকে না। ফলে প্রার্থীর অতীত এবং ভাবমূর্তি-দুটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। সিপিএমের পক্ষ থেকে যদিও জানানো হয়েছে, তারা এই বিতর্ককে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নির্বাচনে মানুষের সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তাদের মতে, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ইস্যু সামনে এনে মূল সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে চাইছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল এই বিষয়টি নিয়ে প্রচারে আরও জোর দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, তপন ঘোষকে প্রার্থী করা নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তা নির্বাচনের আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। আগামী দিনে এই ইস্যু কতটা প্রভাব ফেলবে এবং ভোটের ফলাফলে তার প্রতিফলন ঘটবে কিনা, এখন সেটাই দেখার বিষয়। তবে এতটুকু নিশ্চিত, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা আগামী দিনে আরও বাড়বে এবং ভোটের ময়দান আরও জমজমাট হয়ে উঠবে।

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৬৪-২৫-২৬, তারিখ ঃ ২১-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.:** ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৬৪-২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** (ক) নামবাড়িতে ঃ নামবাড়ি, মালিগাঁওয়ে নবপ্রস্তাবিত অফিসার্স রেস্ট হাউসের রান্নাঘর, ওয়েটিং লাউঞ্জ, ডাইনিং রুম, কেয়ারটেকার রুম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) নামবাড়িতে ঃ নামবাড়ি অফিসার কলোনিতে নতুন অফিসার্স রেস্ট হাউস নির্মাণের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ, বাউন্ডারি ওয়াল, পাইপলাইন নেটওয়ার্কসহ ওয়াটার ট্যাংক সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (গ) নামবাড়িতে ঃ মালিগাঁওয়ে জি+১ সাব-অর্ডিনেট রেস্ট হাউস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (ঘ) নামবাড়িতে ঃ নামবাড়িতে বহুতল অফিসার্স রেস্ট হাউস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ (ফেজ-।)। (ঙ) নামবাড়িতে ঃ নামবাড়ি, মালিগাঁওয়ে অফিসার্স রেস্ট হাউসে প্রথম তলা ভবন নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৩১,৪৫,৮০৩/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,১৫,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধ হওয়ার** তারিখ ও সময় **১৩-০৪-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিওয়াই. সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল পপি রায়, পিতা- মৃত কালিপদ রায়, সাং- খাদিমপুর লালমাটি, পোঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট থানার খাদিমপুর মৌজার, জে.এল নং-১১০, খতিয়ান নং এল.আর. ৪৫৮৮, দাগ নং এল.আর. ২০৭৫ নং দাগে ডাঙ্গা ০.০৩৩০৫ একর জমি যাহা ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসে ২০১২ সালের ৩১০৪ নং বিক্রয় কবলা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন যাহা এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসের ২০১২ সালের ০৯ নং আমমোক্তার বলে প্রাপ্ত। উক্ত জমি রেকর্ড করিবার জন্য Balurghat B.L. & L.R.O. Office -এ দরখাস্ত দাখিল করিবেন। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতা সঞ্চিতা গুহ এবং আমমোক্তার উত্তম দাস বা কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে Balurghat B.L. & L.R.O. Office -এ যোগাযোগ করিবেন।

ধন্যবাদান্তে

পলাশ চন্দ্র সরকার

এ্যাডভোকেট, বালুরঘাট কোর্ট

তারিখ- ২৩।০৩।২০২৬

PWD (GOVT. OF WB) TENDER

NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites a Short Notice Inviting Quotation off line for the works of :- 1. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 **under Manbazar PS** in the District of Purulia."

NIQ No. 44 of 2025-2026

The quotations will be received upto **02:00pm on 25-03- 2026** and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http://wbpwd.gov.in**

Sd/ M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

BEFOUND MOVEMENT LIMITED

(Formerly known as Regency Trust Limited)

Reg. Office: Unit 5B, Level 5, RDB Boulevard, Plot K1, Sector V, Block EP & GP, Salt Lake City, Bidhan Nagar CK Market, Salt lake, Kolkata - 700091

CIN: L27109WB1988PLC045119 | **Website:** www.regencytrust.co.in

Email ID: rtltd2011@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2025

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31-Dec-25 Unaudited	Nine months ended 31-Dec-25 Unaudited	Quarter ended 31-Dec-24 Unaudited
1	Total Income from Operations	45.00	165.00	20.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	17.16	26.08	-45.96
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	17.16	26.08	-45.96
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	17.16	24.6	-47.66
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	17.16	24.6	-47.66
6	Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each)	100.00	100.00	100.00
7	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	1. Basic :	0.19	0.27	-0.48
	2. Diluted :	0.19	0.27	-0.48

Notes:

a. The above Results have been reviewed by the Audit Committee and taken on Record by the Board of Directors at its meeting held today.

b. The result is provisional and unaudited and subject to change, regrouping and restatement.

c. The Segment - wise details are not applicable to the Company as the Company has only one segment.

BEFOUND MOVEMENT LIMITED
(Formerly known as Regency Trust Limited)
sd/-
Rajesh Kapoor
Managing Director
DIN: 02757121

Date : March 23, 2026
Place : Mumbai

‘শো নয়, শৃঙ্খলায় জোর, লাগাম টানল বোর্ড

মুম্বাই, ২৪ মার্চঃ আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা, শুরু হতে চলেছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় টি-২০ লিগ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ কিন্তু তার আগেই বড় সিদ্ধান্ত নিল Board of Control for Cricket in Indiaú ক্রিকেটারদের আচরণ, অনুশীলন পদ্ধতি থেকে শুরু করে পরিবার ও জার্সি সংক্রান্ত নিয়ম-সব ক্ষেত্রেই কড়াকড়ি বাড়িয়ে ১২ দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। লক্ষ্য একটাই-লিগকে আরও পেশাদার ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলা। আইপিএল মানেই এতদিন বিনোদন, গ্ল্যামার এবং ক্রিকেটের মিশেল। তবে এবার সেই ‘ ফ্যাক্টরে কিছুটা লাগাম টানতে চাইছে বোর্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মতোই কঠোর নিয়ম প্রয়োগ করে পুরো টুর্নামেন্টকে আরও নিয়ন্ত্রিত কাঠামোয় আনতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি দলকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্র্যাকটিস উইকেট দেওয়া হবে। মূল পিচের দু’পাশে একটি করে সাইড উইকেট থাকবে এবং সব মিলিয়ে দু’টি অনুশীলন ক্ষেত্র পাবে দলগুলি। যদি একই মাঠে দুটি দল অনুশীলন করে, তবে উভয় দলকেই সমান সুযোগ দেওয়া হবে। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-কোনও দল যদি নির্ধারিত সময়ের আগেই অনুশীলন শেষ করে, তাহলে অন্য দল সেই পিচ ব্যবহার করতে পারবে না। এতে পিচের গুণগত মান বজায় রাখাই মূল উদ্দেশ্য। ম্যাচের দিন মাঠে অনুশীলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পিচ ও আউটফিল্ড রক্ষা করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ওপেন নেট বা ম্যাচের দিন প্রধান পিচে ফিটনেস টেস্ট নেওয়ার উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত পরিসরে। এখন থেকে শুধুমাত্র অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই ড্রেসিংরুমে ঢুকতে পারবেন। পরিবার বা ঘনিষ্ঠ কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন না। এমনকি প্র্যাকটিস দেখতে এলেও পরিবারকে আলাদা গা।তিতে আসতে হবে এবং নির্দিষ্ট হসপিটালিটি বক্স থেকে খেলা দেখতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বহুদিন ধরেই এই ধরনের নিয়ম চালু রয়েছে, এবার তা আইপিএলেও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ক্রিকেটারদের মাঠে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। শুধুমাত্র টিম বাস ব্যবহার করেই অনুশীলন ও ম্যাচে আসতে হবে। যদিও বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছুটা ছাড় দেওয়া হতে পারে, তবে সাধারণভাবে এই নিয়ম বাধ্যতামূলক। খেলার সময় বা অনুশীলনে অনেক সময় দেখা যায়, ক্রিকেটাররা মজা করে এলইডি বোর্ডে শট মারছেন বা তার সামনে বসছেন। এবার সেই প্রবণতায়ও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বোর্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, এলইডি বোর্ডের সামনে বসা বা তা ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। নতুন নিয়মের সবচেয়ে আলোচিত অংশ সম্ভবত জার্সি সংক্রান্ত নির্দেশিকা। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে ফ্লপি বা স্লিভলেস জার্সি পরা যাবে না। প্রথমবার নিয়ম ভাঙলে সতর্ক করা হবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর্থিক জরিমানা গুনতে হবে। এছাড়াও জার্সির নম্বর পরিবর্তন করতে হলে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে জানাতে হবে। এতে সম্প্রচার ।

আইপিএল ইতিহাসে নজিরবিহীন চুক্তি
১৫,৩০০ কোটিতে বিক্রি রাজস্থান রয়্যালস

মুম্বাই, ২৪ মার্চঃ আইপিএল ইতিহাসে নজিরবিহীন চুক্তি। রেকর্ড দামে বিক্রি হয়ে গেল রাজস্থান রয়্যালস। প্রায় ১৫,৩০০ কোটি টাকায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকানা এবার যাচ্ছে মার্কিন ব্যবসায়ী কাল সোমানির নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়ামের হাতে। এই বিপুল অঙ্কের চুক্তি আইপিএলের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বলে মনে করা হচ্ছে। চলতি মরশুম থেকেই নতুন মালিকানার অধীনে খেলতে নামবে দলটি। ফলে রিয়ান পরাগ, যশস্বী জয়সওয়াল-দের মতো তরুণ তারকাদের দল নতুন অধ্যায়ে পা রাখতে চলেছে।

এতদিন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মূল মালিকানা ছিল মনোজ বাদালে-এর হাতে। তাঁর সংস্থা Emerging Media Sporting Holdings Limited-এর কাছেই ছিল প্রায় ৬৫ শতাংশ শেয়ার। এছাড়াও অংশীদার হিসেবে যুক্ত ছিলেন ল্যাচলান মারডক এবং RedBird Capital Partners, যাদের হাতে যথাক্রমে প্রায় ১৩ ও ১৫ শতাংশ শেয়ার ছিল। এবার সেই মালিকানার বড় অংশই হাতবদল হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, কয়েক দিন আগেই Columbia Pacific Capital Partners (সিপিসিপি) প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব দিয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস কেনার জন্য। কিন্তু সেই অফার ফিরিয়ে দেয় ফ্র্যাঞ্চাইজির বোর্ড। মূলত মালিকানা হস্তান্তরের জটিল প্রক্রিয়া এবং শর্তাবলী পছন্দ না হওয়ায় সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি বলে সূত্রের খবর। এরপরই কাল সোমানির নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম ১.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৫,৩০০ কোটি টাকা) প্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাবই শেষ পর্যন্ত

গ্রহণ করেছে রাজস্থান রয়্যালসের বোর্ড। যদিও এই চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নিয়ে এখনও কিছু প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই চুক্তির গুরুত্ব বোঝাতে গেলে আইপিএলের সাম্প্রতিক ইতিহাসে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এর আগে গুজরাট টাইটান্স-এর ৬৭ শতাংশ শেয়ার কিনেছিল CVC Capital Partners প্রায় ৫,০২৫ কোটি টাকায়। সেই হিসেবে পুরো ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মূল্য দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৭,৫০০ কোটি টাকা। সেখানে রাজস্থান রয়্যালসের মূল্য এক লাফে দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যাওয়া আইপিএলের আর্থিক শক্তির স্পষ্ট প্রমাণ। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট লিগ হিসেবে পরিচিত Indian Premier League শুধু ক্রিকেট নয়, গোটা ক্রীড়া বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান ব্র্যান্ড। ব্র্যান্ড ভ্যালুর নিরিখে এটি বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এই লিগের দলগুলির দাম যে আকাশছোঁয়া হবে, তা অনেকটাই প্রত্যাশিত ছিল। তবে রাজস্থান রয়্যালসের এই রেকর্ড মূল্য সেই প্রত্যাশাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। রাজস্থান রয়্যালসের ইতিহাসও কম গৌরবের নয়। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম আসরেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দলটি। সেই সময় অধিনায়ক ছিলেন শেন ওয়ার্ন। এরপর দীর্ঘ সময় ট্রফি না জিতলেও দলটি নিয়মিতভাবে প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। ২০২২ সালে তারা ফাইনালে পৌঁছেছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত গুজরাট টাইটান্স-এর কাছে পরাজিত হয়ে শিরোপা হাতছাড়া হয়। বর্তমানে রাজস্থান রয়্যালস তরুণ প্রতিভা এবং আগ্রাসী ক্রিকেটের জন্য পরিচিত। নতুন মালিকানার অধীনে দলটির ভবিষ্য কেমন হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিপুল বিনিয়োগ দলটির পরিকাঠামো, স্কাউটিং এবং আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়া। আনার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, আইপিএলের দলগুলির মূল্য কি আরও বা।বে? এই চুক্তির পর অনেকেই মনে করছেন, ভবিষ্যতে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজির মূল্যও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। সব মিলিয়ে, রাজস্থান রয়্যালসের এই বিক্রি শুধু একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা বদলের ঘটনা নয়-এটি আইপিএলের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তি এবং বিশ্ব ক্রীড়া বাজারে তার প্রভাবের এক ব। উদাহরণ। এখন নজর থাকবে, নতুন মালিকানার অধীনে দলটি মাঠে কতটা সাফল্য পায় এবং এই রেকর্ড চুক্তি কতটা ফলপ্রসূ হয়।

জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে পারলেই সত্যিকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে ইস্টবেঙ্গল এফসি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ আইএসএলের মঞ্চে নজিরবিহীন এক রাত। গোলের বন্যায় প্রতিপক্ষকে ভাসিয়ে দিয়ে ইতিহাস গড়ে ফেলল ইস্টবেঙ্গল এফসি ৭-০ গোলে মহমেডান এসসি-কে বিধ্বস্ত করে শুধু বমহমেডান

জয়ই নয়, টুর্নামেন্টের ইতিহাসে নিজেদের সর্বোচ্চ ব্যবধানের জয় তুলে নিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। এই দুর্দান্ত জয়ে নতুন করে শিরোপার লড়়াইয়ে জোরাল বার্তা দিল কোচ অস্কার ব্রুজোর দল। ম্যাচের ফল-ইস্টবেঙ্গল এফসি-৭ (আনোয়ার ২, ইউসেফ ২, ক্রেসপো, বিষ্ণু, নন্দকুমার)

মহমেডান এসসিঃ ০। ম্যাচের প্রথম থেকেই স্পষ্ট ছিল, দুই দলের শক্তির ফারাক কতটা। বিদেশিহীন ও লিগে একটিও পয়েন্ট না পাওয়া মহমেডান এসসি শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায়। মাত্র ৬ মিনিটে গোল করে লাল-হলুদদের এগিয়ে দেন আনোয়ার আলি। দূরপাল্লার শটটি সহজেই বাঁচাতে পারতেন গোলরক্ষক পদম ছেত্রি কিন্তু ভুলে বল জালে জড়িয়ে যায়।

এই গোলই ম্যাচের মোড়় ঘুরিয়ে দেয়। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি মহামেডান।

পেনাল্টিতে ব্যবধান বাড়ালেন ইউসেফ। ১৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান ইউসেফ। বক্সে ফাউলের ফলে পাওয়া পেনাল্টি সহজেই জালে জড়ান তিনি। পেনাল্টি নেওয়া নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ তৈরি হলেও পরে তা মিটে যায়। ৩৮ মিনিটে আরেকটি পেনাল্টি থেকে গোল করেন Saul Crespo প্রথমার্ধেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল।

প্রথমার্ধের শেষদিকে বড় ধাক্কা খায় মহামেডান। পিছন থেকে ট্যাকেল করে লাল কার্ড দেখেন দলের এক ডিফেন্ডার, ফলে ১০ জনে নেমে আসে দল। তারপর থেকেই ম্যাচ কার্যত একপেশে হয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল যেন ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যেই মাঠে নামে। ৫৫ মিনিটে আবার পেনাল্টি থেকে গোল করে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ইউসেফ।এরপর ৭৫ মিনিটে গোল করেন বিষ্ণু । ৭৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান ৬-০ করেন Anwar Ali ম্যাচের একেবারে শেষে সপ্তম গোলটি করেন নন্দকুমার। এই ৭-০ জয় শুধু বড় ব্যবধানের জয় নয়-এটি আইএসএলে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয়। এর আগে ২০২৩ সালে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে ৫-০ গোলে হারানোই ছিল তাদের সর্বোচ্চ জয়। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন ইতিহাস লিখল দলটি।

একই সঙ্গে আইএসএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ের রেকর্ডকেও স্পর্শ করল এই ম্যাচ। এই ম্যাচে একাধিক ফুটবলারের দাপট দেখা গেছে। ইউসেফ ও আনোয়ার দু’জনেই জোড়া গোল করেছেন। ক্রেসপো মাঝমাঠে দারুণ নিয়ন্ত্রণ রেখেছেন। বিষ্ণু ও নন্দকুমারও গোল করে অবদান রেখেছেন। তবে এত বড় জয়ের মাঝেও কিছু খামতি চোখে পড়েছে। ইস্টবেঙ্গল গোটা ম্যাচে ২০টি কর্নার পেলেও সব সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। অন্যদিকে নহমেডান এসসি-র জন্য এটি ছিল এক দু ঃ স্বপ্নের ম্যাচ। লিগে এখনও পর্যন্ত কোনও পয়েন্ট না পাওয়া দলটি এই ম্যাচেও ভেঙে পড়ে। যদিও গোলরক্ষক ছেত্রি বেশ কয়েকটি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে আরও বড় লজ্জা থেকে দলকে রক্ষা করেন। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপার ল।ইয়ে জোরালো অবস্থানে চলে এল ইস্টবেঙ্গল এফসি। তবে কোচ ব্রুজো নিশ্চয়ই জানেন-সব ম্যাচ এমন সহজ হবে না। এই আত্মবিশ্বাস যেন অতিরিক্ত আত্মতুষ্টিতে না বদলে যায়, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এক কথায়, এটি ছিল ইস্টবেঙ্গলের আধিপত্যের ম্যাচ। আক্রমণ, গতি, পরিকল্পনা-সব দিকেই এগিয়ে থেকে প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে সামনে কঠিন ম্যাচ আসছে। এই জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে পারলেই সত্যিকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তারা।

আইপিএলের আগে বুমরাহ-দুশ্চিন্তা! বেঙ্গালুরুতে হঠাৎ হাজির, চোট নাকি শুধুই সতর্কতা?

বেঙ্গালুরু, ২৪ মার্চ ঃ আইপিএল ২০২৬ শুরুর আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। ঠিক এই সময়েই নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে। দলের অন্যতম প্রধান ভরসা বুমরাহ হঠাৎ বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার-এ পৌঁছেছেন। আর তাতেই শুরু হয়েছে জল্পনা-তিনি কি আবার চোটে পড়লেন, নাকি এটি শুধুই রুটিন ফিটনেস পরীক্ষা? ভারতের তারকা পেসারের এই সফরকে ঘিরে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা মেলেনি। তবে সময়টা এমন, যখন আইপিএলের আগে প্রতিটি দল নিজেদের সেরা কম্বিনেশন নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন বুমরাহর এই পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে মুম্বই ভক্তদের মধ্যে। চোট আতঙ্কে আইপিএল শিবির-এবারের আইপিএলের আগে প্রায় প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিই কোনও না কোনও চোট সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। বিশেষ করে Kolkata Knight Riders সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে। দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ পেসার Harshit Rana এবং Akash Deep ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। ফলে বোলিং আক্রমণ নিয়ে বড়সড় চিন্তায় রয়েছে তারা। এই প্রেক্ষাপটে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শিবির তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বলেই মনে হচ্ছিল। বড় কোনও চোটের খবর ছিল না। কিন্তু হঠাৎ বুমরাহর বেঙ্গালুরু যাত্রা সেই স্বস্তির আবহে ফাটল ধরিয়েছে।

বুমরাহর চোটের ইতিহাস নতুন কিছু নয়। গত কয়েক বছরে একাধিকবার চোটের কারণে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। সেই কারণেই Board of Control for Cricket in India তাঁর ক্ষেত্রে বরাবরই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে। তবে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স

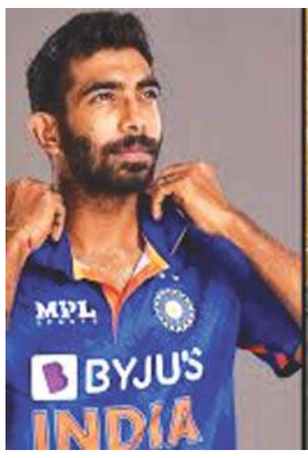

বলছে অন্য কথা। সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন তিনি। ১৪টি উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টে র সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বুমরাহ। সেই সময় তাঁর ফিটনেস নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। বরং তিনি ছিলেন ভারতের জয়ের অন্যতম নায়ক। তাই এখন প্রশ্ন উঠছে-এটি কি শুধুই নিয়মিত ফিটনেস মূল্যায়ন, নাকি কোনও অঘটনের ইঙ্গিত? মুম্বই শিবিরের নীরবতা এই পরিস্থিতিতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষ এখনও মুখ খোলেনি। দলের তরফে বুমরাহর অবস্থা নিয়ে কোনও আপডেট দেওয়া হয়নি। ফলে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে। সম্প্রতি দলীয় ম্যানেজমেঃট জানিয়েছিল, যারা ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলে ছিলেন, তাদের বাড়তি বিশ্রাম দেওয়া হবে। টুর্নামেন্ট শুরুর এক সপ্তাহ আগে তাদের দলে যোগ দেওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী ইতিমধ্যেই Tilak Varma এবং Hardik Pandya দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বুমরাহ শিবিরে যোগ না দেওয়ায় জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বুমরাহ-শুধু আইপিএল নয়, ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাতেও বুমরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হতে চলা ওয়ানডে বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে তাঁকে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করছে বোর্ড। সূত্রের খবর, আগামী দেড় বছরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বুমরাহকে হয়তো নিয়মিত দেখা যাবে না। পরিবর্তে তাঁকে বেশি করে ওয়ানডে ম্যাচে খেলানো হবে, যাতে বড় টুর্নামেন্টের আগে তিনি সম্পূর্ণ ফিট ও ছন্দে থাকেন। এই কারণেও তাঁর ফিটনেস নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না বোর্ড। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যাওয়া সেই সতর্কতারই অংশ হতে পারে। সমর্থকদের দুশ্চিন্তা- মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্য বুমরাহ শুধু একজন বোলার নন, তিনি দলের বোলিং আক্রমণের মেরুদণ্ড। ডেথ ওভারে তাঁর নিখুঁত ইয়র্কার, চাপের মুহূর্তে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা-সব মিলিয়ে তিনি দলের সাফল্যের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি। তাই টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগে তাঁর অনুপস্থিতি বা ফিটনেস নিয়ে অনিশ্চয়তা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সমর্থকদের কাছে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-বুমরাহ কি সম্পূর্ণ ফিট হয়ে আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই নামতে পারবেন? নাকি তাঁর অনুপস্থিতিতে শুরু করতে হবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে? যদিও এখনও কোনও চূড়ান্ত খবর নেই, তবুও পরিস্থিতি নজরে রাখছে গোটা ক্রিকেটমহল। বুমরাহর ফিটনেস আপডেটই এখন মুম্বই সমর্থকদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর। পরবর্তী কয়েকদিনেই স্পষ্ট হবে, এই সফর শুধুই সতর্কতা ছিল, নাকি সত্যিই নতুন করে চোটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

‘শ্রেয়সের হাতেই ভরসা-তরুণদের জোশে কি খরা কাটাবে পাঞ্জাব?

মুম্বাই, ২৪ মার্চঃ কোটি টাকার লিগ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। ২৮ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে নতুন মরশুম, আর তার আগে দলগুলির শক্তি-দুর্বলতা নিয়ে জোর চর্চা চলছে ক্রিকেট মহলে। সেই আলোচনায় আজ ফোকাসে Punjab Kings-যে দল প্রতি বছর বড় আশা জাগালেও এখনও পর্যন্ত ট্রফির মুখ দেখেনি। বরাবরের মতো এবারও তারকায় ঠাসা স্কোয়াড গা।ছে দলটি। তবে অতীত বলছে, শুধু তারকা দিয়ে নয়-দলের সঠিক মেলবন্ধন এবং মানসিক দৃ।তাই ট্রফি জয়ের মূল চাবিকাঠি। গত মরশুমে বড় পরিবর্তন এনে ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল পাঞ্জাব। আর সেই সাফল্যের কেন্দ্রে ছিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। এবারও তাঁর নেতৃত্বেই নতুন স্বপ্ন দেখছে প্রীতি জিন্টার দল। মাত্র ৩০-এর কোঠায় বয়স হলেও আইপিএলে অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্রেয়স। একাধিক দলকে ফাইনালে তোলার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। ঠান্ডা মাথার সিদ্ধান্ত, ম্যাচ পা।র ক্ষমতা এবং ব্যাট হাতে নির্ভরযোগ্যতা-সব মিলিয়ে তিনি পাঞ্জাবের সবচেয়ে বড় শক্তি। গত মরশুমেও দলের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকদের মধ্যে ছিলেন তিনি। পাঞ্জাবের অন্যতম বড় শক্তি তাদের পেস বোলিং। অর্শদীপ সিং, লকি ফার্গুসন এবং মার্কো জানসেন-এই ত্রয়ী যেকোনও ব্যাটিং লাইনআপকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। পাশাপাশি যশ ঠাকুর এবং কুলদীপ সেন-এর মতো তরুণ পেসাররা বেঞ্চ শক্তিও বাড়িয়েছে। দলে রয়েছেন একাধিক কার্যকর অলরাউন্ডার। মার্কাস স্টয়নিস এবং আজমাতুল্লা ওমরজাই ব্যাট-বল দুই দিকেই ম্যাচ ঘোরাতে পারেন। প্রয়োজনে জানসেনও ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। ব্যাটিং লাইনআপে তরুণদের উপস্থিতি-যেমন প্রভসিমরন সিং এবং শশাঙ্ক সিং-দলকে বা।তি গতি এনে দিতে পারে। যেখানে পেস আক্রমণ শক্তিশালী, সেখানে স্পিন বিভাগ তুলনামূলক দুর্বল। যুজবেন্দ্র চাহাল ছাড়া অভিজ্ঞ স্পিনারের অভাব স্পষ্ট। হরপ্রীত ব্রার-এর উপর নির্ভর করতে হবে, তবে বড় ম্যাচে এই বিভাগ চাপ তৈরি করতে পারে। ব্যাটিংয়েও সমস্যা রয়েছে। শ্রেয়স ছাড়া তেমন অভিজ্ঞ নাম নেই। তরুণদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কখনও কখনও বিপদ ডেকে আনতে পারে। বড় ম্যাচের চাপ সামলানোর অভিজ্ঞতা অনেকেরই কম। পাঞ্জাবের সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্ভবত মানসিকতা। অতীতে বহুবার শক্তিশালী দল গা।ও শেষ মুহূর্তে ভেঙে পড়েছে তারা। গতবার ফাইনালে ওঠার পরও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। চ্যাম্পিয়ন মাইন্ডসেট-এর অভাবই বারবার সামনে এসেছে। প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরন সিং, নেহাল ওয়াধেরা, শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), মার্কাস স্টয়নিস, শশাঙ্ক সিং, মার্কো জানসেন, হরপ্রীত ব্রার, অর্শদীপ সিং, যুজবেন্দ্র চাহাল, লকি ফার্গুসন।ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার ঃ যশ ঠাকুর, মুশির খান। এক্স-ফ্যাক্টর-সবচেয়ে বড় এক্স-ফ্যাক্টর নিঃসন্দেহে শ্রেয়স আইয়ার। তিনি একাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন-ব্যাটিং এবং নেতৃত্ব দুই ক্ষেত্রেই। দলকে একসঙ্গে ধরে রাখার ক্ষমতাও তাঁর অন্যতম বড় গুণ। ট্রফির সম্ভাবনা কতটা?

লক্ষ্যহীন ব্লু টাইগার্স, খালিদের দলে ভরসা ‘বিদেশি রায়ান-ভারতীয় ফুটবলে প্রশ্নের ঝড়

মুম্বাই, ২৪ মার্চ ঃ ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান ছবি অনেকটাই অনিশ্চয়তায় ঘেরা। এশিয়ান কাপের স্বপ্ন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে, ফলে আপাতত নির্দিষ্ট কোনও বড় লক্ষ্য ছা।াই এগোচ্ছে জাতীয় দল। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে দল গঠনের চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন প্রধান কোচ খালিদ জামিল। তবে তাঁর ঘোষিত সাম্প্রতিক দল দেখে স্পষ্ট-তাৎক্ষণিক কোনও বড় পরিবর্তনের পথে হাঁটছে না ভারত। আগামী ৩১ মার্চ AFC Asian Cup Qualifiers-এর নিয়মরক্ষার ম্যাচে হংকং জাতীয় ফুটবল দল-এর বিরুদ্ধে নামবে ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দল, যাদের ‘ ব্লু টাইগার্স’ নামেই বেশি পরিচিত। এই ম্যাচ ঘিরে ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে All India Football Federationú ইতিমধ্যেই ২০ জন ফুটবলার কোচির ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা, বাকি কয়েকজন পরে যোগ দেবেন। বর্তমান পরিস্থিতি খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। ছ’টি ম্যাচে মাত্র ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। এমনকি বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল-এর কাছেও হারতে হয়েছে, যা সমর্থকদের হতাশা আরও বাড়িয়েছে। ফলে এই ম্যাচ কার্যত নিয়মরক্ষার হলেও, ভবিষ্যতের দল গঠনের দিকেই নজর ছিল সকলের।

তবে ঘোষিত দলে তেমন কোনও চমক দেখা যায়নি। গোলরক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞ গুরপ্রীত সিং সান্ধু এবং বিশাল কাইথ-এর উপরেই ভরসা রাখা হয়েছে। রক্ষণভাগে রয়েছেন সন্দেশ ঝিঙ্ঘান, আনোয়ার আলি এবং রাহুল ভেকে-এর মতো পরিচিত নাম। তবে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যেমন, শুভাশিস বোস-কে আবারও দলে রাখা হয়নি। অন্যদিকে ভালো ফর্মে থাকা দানিশ ফারুক ভাট-এর অন্তর্ভুক্তি নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আক্রমণভাগে লিস্টন কোলাসো এবং মনবীর সিং থাকলেও তাঁদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স খুব একটা সন্তোষজনক নয়। ফলে দলে আক্রমণাত্মক ধার কতটা থাকবে, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি নজর কে।ছেন রায়ান উইলিয়ামস। অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব ত্যাগ করে তিনি এখন পুরোপুরি ভারতের হয়ে খেলতে প্রস্তুত। আগের ম্যাচে তাঁকে মাঠে দেখা না গেলেও, এবার তাঁর উপরেই অনেকটা ভরসা রাখতে চাইছে দল। বর্তমান দলের প্রেক্ষাপটে তিনিই যেন ‘তুরুপের তাস, যিনি আক্রমণে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেন।দলে একমাত্র বাঙালি মুখ রহিম আলি। তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে দল নির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্ট নন অনেক বিশেষজ্ঞই। তাঁদের মতে, এই সময়টা নতুন প্রতিভা তুলে আনার জন্য উপযুক্ত হলেও সেই দিক থেকে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ভারতীয় পুরুষ দলের এই হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে মহিলা ফুটবল নিয়েও। এশিয়ান কাপের আগে হঠা করে কোচ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অ্যামেলিয়া ভালভার্দে-কে হেড কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল প্রতিযোগিতার মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে। এখন আবার তাঁকে সরানোর পরিকল্পনা চলছে বলে জানা যাচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে সরব হয়েছেন ভালেঙ্কা আলেমাও। তিনি কল্যাণ চৌবে-কে চিঠি লিখে প্রশ্ন তুলেছেন, এত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার আগে কেন হঠাৎ কোচ বদল করা হল এবং সেই সিদ্ধান্ত কার নির্দেশে নেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনায় প্রশাসনিক স্তরেও অস্থিরতা স্পষ্ট। সব মিলিয়ে ভারতীয় ফুটবল এখন এক কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে মাঠে পারফরম্যান্সের অভাব, অন্যদিকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক-দুটিই পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। খালিদ জামিলের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ-এই দলকে নতুন দিশা দেওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্ত ভিত গড়ে তোলা। হংকংয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ফলাফলের নিরিখে হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু দলের মানসিকতা, কৌশল এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনার দিক থেকে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে রায়ান উইলিয়ামসের মতো নতুন মুখ কতটা প্রভাব ফেলতে পারেন, সেটাই এখন দেখার। ভারতীয় ফুটবল সমর্থকরা এখন অপেক্ষায়-এই অচলাবস্থা কাটিয়ে কবে আবার ঘুরে দাঁড়াবে ব্লু টাইগার্স।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com